জগন্নাথবল্লভ নাটকং।

কবিবর রামানন্দ রায় প্রণীতং।

লোচনদাস ঠক্কুরস্য

পদাবলী সহ।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নেনানুবাদিতং

প্রকাশিতঞ্চ।

চতুর্থ সংস্করণং।

মুর্শিদাবাদ।

বহরমপুর,—হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভাস্থ

রাধারমণযন্ত্রে

প্রিণ্টার—শ্রীব্রজনাথ মিশ্র দেব শর্ম্মা মুদ্রিতং।

১৩২৮, ফাল্গুনে।

নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম।

শ্রীকৃষ্ণ	নায়ক।
শ্রীরাধা	নায়িকা।
বিদূষক	শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা মধুমঙ্গল।
মাধবিকা	
শশিমুখী	
অশোকমঞ্জরী	শ্রীরাধার প্রিয়সখী।
মদনমঞ্জরী	
মদনিকা	পৌর্ণমাসী।
বনদেবতা	বৃন্দা।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

জগন্নাথবল্লভ নাটকং।

প্রথমাঙ্কঃ।

স্বরাঞ্চিত বিপঞ্চিকা মুরজবেণু সঙ্গীতকং
ত্রিভঙ্গতনুবল্লরী বনিত বন্ধুহাসোল্বণং।
বয়স্যকরতালিকারণিতনূপুরৈরুজ্জ্বলং
মুরারিনটনং সদা দিশতু শর্ম্ম লোকত্রয়ে ॥ ১ ॥

বিপঞ্চিকা বীণা। বল্লরী লতা ॥ ১ ॥

যাহাতে নিষাদ প্রভৃতি সপ্তস্বরান্বিত বীণা বেণু মৃদঙ্গের বাদ্যসহকারে উৎকৃষ্ট সঙ্গীত হইতেছে, যাহা ত্রিভঙ্গীকৃত অঙ্গলতিকায় অবলম্বিত গোপাঙ্গনাকুলের মনোহর হাস্যে বৰ্দ্ধিত হইতেছে এবং সখাগণের করতালিকা ও শব্দায়মান নূপুর দ্বারা যাহার উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাইতেছে, সেই মুরারির নর্ত্তন ত্রিভুবনের আনন্দ বৰ্দ্ধন করুক ॥ ১ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

যথা রাগ।

সুমধুর কণ্ঠস্বর, তাহে যুক্ত বীণারব, মৃদঙ্গ বেণুর গীত যাতে। তার মধ্যে নাচে হরি, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা করি, গোপীগণ

অপিচ।

স্মিতং নু ন সিতদ্যুতিস্তরলমক্ষি নাম্ভোরুহং
শ্রুতির্ন চ জগজ্জয়ে মনসিজস্য মৌর্ব্বীলতা।
মুকুন্দ মুখমণ্ডলে রভস মুগ্ধ গোপাঙ্গনা
দৃগঞ্চলভবো ভ্রমঃ শুভ শতায় তে কল্পতাং॥ ২॥

স্মিতেতি অপহ্নুত্যলঙ্কারোহয়ং। রভসো হর্ষবেগয়োরিতি কোষঃ॥ ২॥

অপর শ্রীকৃষ্ণ মুখমাধুর্য্য দর্শন করিতে করিতে গোপিকা-গণ পরস্পর বিতর্ক করিয়া কহিতে লাগিলেন, সখি! মুকুন্দ-মুখমণ্ডলে যে হাস্য দেখিতেছ, উহা হাস্য নয়, সাক্ষাৎ শীত-কিরণ (চন্দ্র)। আর ঐ যে চঞ্চল লোচন দেখিতেছ, উহা চঞ্চল লোচন নয়, ভৃঙ্গচুম্বিত অম্ভোরুহ (পদ্ম) তথা ঐ যে শ্রুতি (কর্ণ) দেখিতেছ, উহা শ্রুতি নয়, জগজ্জয়কারি-

---

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

চিত্ত আহ্লাদিতে॥ অধরে ঈষত হাস, দশদিক্ পরকাশ, অরুণ কমল দুটী আঁখি। অলকা আবৃত ভাল, যেমত নক্ষত্র জাল, তার সহ মুখশশী দেখি॥ চূড়ায় ময়ূরের পাখা, তাতে শোভে ইন্দুরেখা, চূড়াবেড়া নানাফুল দাম। শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, গলে মুকতার মালে, বল্লীজিত তনু অনুপম॥ নব নব সখী মেলি, দেই সবে করতালি, নূপুরে পঞ্চম স্বর গায়। এমত মুরারি নৃত্য, ত্রিজগৎ আহ্লাদিত, লোচন দেখিবে কবে তায়॥ ১॥

অপিচ ।

কামং কামপয়োনিধিং মৃগদৃশামুদ্ভাবয়ন্নির্ভরং
চেতঃকৈরবকাননানি যমিনামত্যন্তমুল্লাসয়ন্ ।
রক্ষঃকোককুলানি শোকবিকলান্যেকান্তমাকল্পয়-
ন্নানন্দং বিতনোতু বো মধুরিপোর্বক্ত্রাপদেশঃ শশী

উদ্ভাবয়ন্ বর্দ্ধয়ন্। যমিনাং যোগিনাং। কোকশ্চক্রবাকঃ ...
কুর্ব্বন্ ॥ ৩ ॥

মনোভবের ধনুর্গুণ, এইরূপ আনন্দমুগ্ধা গোপা...
নয়নাঞ্চলে যে যে ভ্রম উপস্থিত হইতেছে, তাহা তোমাদের
শত শত আনন্দ বিস্তার করুক ॥ ২ ॥

অপিচ (আরো বলি) যাঁহা হইতে কুরঙ্গনয়না গোপাঙ্গনা-
গণের অনঙ্গ সাগর বর্দ্ধিত হইতেছে, যিনি যোগিগণের চিত্ত-
রূপ কুমুদ-কাননকে নিরতিশয় হর্ষিত করিতেছেন, যাঁহা

লোচনদাস ঠাকুরের গীত ।

যথারাগ ।

এক দিন গোপীগণ, হেরি কৃষ্ণ সুবদন, প্রেমাবেশে কহে
হাসি হাসি । কি দেখিনু ওনা রূপ, অমিয়া রসের কূপ, মুখ
নহে শরদের শশী ॥ কে বলে চঞ্চল আঁখি, আঁখি নহে পদ্ম
সখি, ভাসি গেল লাবণ্য সলিলে । হেন মোর মনে লয়, জগৎ
করিয়া জয়, অনঙ্গের গুণ শ্রুতিমূলে । হেরিয়া নয়ন কোণে,
নানা ভয় হয় মনে, প্রেমেতে প্রলাপময় বাদ । গোপিকার
ভ্রম যত, ভক্তে দিতে শুভ শত, লোচনের পরম আহ্লাদ ॥২॥

নটনরাগেণ ॥

মৃদুল মলয়জপবন তরলিত চিকুর পরিগতকলাপকং।
সাচি তরলিত নয়ন মন্মথ শঙ্কু শঙ্কুলচিত্ত সুন্দরী-
জন জনিত কৌতুকং ॥ মনসিজকেলিনন্দিত মানসং ॥

সাচি তরলিতনয়নশ্চাসৌ মন্মথশঙ্কুশঙ্কুলচিত্তশ্চেতি সাচি তরলিতনয়ন-মন্মথশঙ্কুশঙ্কুলচিত্তঃ এবম্ভূতেন সুন্দরীজনেন জনিতং কৌতুকং যস্য তং ॥ ৪ ॥

হইতে রাক্ষস সমতুল কোককুল (চক্রবাক্ সকল) শোকাকুল হইতেছে, সেই মুরারির মুখশশী তোমাদের আনন্দবর্দ্ধন করুন্ ॥ ৩ ॥

নটনরাগ।

যাঁহার সুন্দর মলয়ানীলের মন্দ মন্দ সঞ্চরণে কুন্তলোপরি নিবদ্ধ ময়ূরপুচ্ছ সকল সঞ্চলিত হইতেছে, কন্দর্পশঙ্কুবিদ্ধ-ক্ষুব্ধচিত্তা ব্রজসুন্দরীগণ আপনাদের কুটিল অথচ চঞ্চল নয়না-

---

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

যথারাগ।

কেহ বলে শুন সখি, চাঁদে নানাগুণ দেখি, এ চাঁদে সে সব গুণ কোথা। হাসি কহে আর জন, না ভাবিহ অন্য মন, সেই গুণে পূর্ণচন্দ্র এথা ॥ দেখিয়া ব্রজের ইন্দু, উথলয়ে প্রেম-সিন্ধু, গোপিকার জানিহ নিশ্চয়। মুনির কুমুদ চিত, যেবা করে প্রফুল্লিত, সেই চন্দ্র ব্রজেতে উদয় ॥ অসুরাদি চক্রবাক, চাঁদে হেরি পায় শোক, দুঃখ পাইয়া চাঁদে নিন্দা করে। জগৎ উজ্জ্বল কর, মুখচ্ছলে শশধর, মনের তিমির করে দূরে ॥ ৩ ॥

ভজত মধুরিপুমিন্দুসুন্দরবল্লবীমুখলালসং ॥ ধ্রু ॥
লঘু তরলিত কন্ধরং হসিতলবসুন্দরং গজপতি
প্রতাপরুদ্র হৃদয়ানুগতমনুদিনং। সরসং রচয়তি
রামানন্দরায় ইতি চারু ॥ ৪ ॥
নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ অলমতিবিস্তরেণ।

গুরু দেব দ্বিজাতীনাং স্তুতির্যত্র প্রবর্ত্ততে। আশীর্ব্বচনসংযুক্তা সা নান্দী পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৫ ॥

ঞ্চল দ্বারা যাঁহাকে কৌতুকান্বিত করিতেছেন, যিনি সুধাংশু মুখী গোপযোষিৎদিগের বদনলোলুপ এবং যাঁহার চিত্ত কন্দর্পকেলিরসেই একান্ত আক্রান্ত ও গ্রীবাদেশ ঈষৎ কম্পিত, সেই গজপতি প্রতাপরুদ্রের হৃদয়স্থ মধুসূদনকে ভজনা কর। এই সুচারু সরস সঙ্গীত রামানন্দরায় কর্ত্তৃক বিরচিত হইল ॥ ৪ ॥

অভীষ্টদেবের মঙ্গলস্তুতি পাঠানন্তর সূত্রধার কহিলেন।

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

নটনরাগ।

ভজহুঁ নন্দকি নন্দনা। মলয়জ পবনে চলিত শিখিচন্দ্রক চাঁদ মুরছে হেরি বদনা ॥ অলকা আবৃতহার, তিলক মনোহর, ঝলমল বদন উজোর। মকরাকৃতি কুণ্ডল, শ্রবণহি দোলত, দোলত থোহরি থোর ॥ কুটিলদৃগঞ্চল, মদনকুসুমশর, ভালে শোভিত ভাঁউ কামান। কুলবতীমরমে, ভরমে যদি পৈঠই, তব কিয়ে রহই পরাণ ॥ মধুর মনোহর, রসভরে ঢর ঢর মুরছিত কত শত কাম। লোচনদাস ভণ, ব্রজকুল নন্দন, নিখিল ভুবন গুণধাম ॥ ৪ ॥

প্রিয়ে ইত ইতঃ ॥ ৫ ॥

প্রবিশ্য নটী।

নটী। অজ্জ এস ম্হি ণিঅ কিঙ্করীঅণং চরণ-
পড়িদং বিলোঅণপসাদেহিং পসন্ন-
হিঅঅং কাদুং ভট্টা পরং পমাণং ॥ ৬ ॥

সূত্র। সহর্ষং চিরসময়ং বিদগ্ধোচিতবেশেন
যৌবনবিলাসমনুভবতু ভবতী।

নটী। অজ্জেণ কুদো আহূদম্হি ॥ ৭ ॥

সূত্র। প্রিয়ে ন বিদিতং ভবত্যাঃ প্রসাদকথনমেতৎ।

আর্য্য এষাস্মি নিজকিঙ্করীজনং চরণপতিতং বিলোকনপ্রসাদৈঃ প্রসন্নহৃদয়ং কর্ত্তুং ভর্ত্তা পরং প্রমাণং ॥ ৬ ॥

আর্য্যেণ কস্মাদাহুতাস্মি ॥ ৭ ॥

সম্প্রতি তৎশ্রোতুং মম হৃদয়ং কুতূহলৈর্বিস্ফারিতং বর্ত্ততে ॥ ৮ ॥

এই পর্য্যন্তই ভাল, আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই।
প্রিয়ে! এস, এস ॥ ৫ ॥

নটীর প্রবেশ।

নটী। আর্য্য! এই আমি এলেম্। আপনকার চরণে প্রণাম করি, চরণপতিত নিজকিঙ্করীজনকে অবলোকন প্রসাদ দান দ্বারা প্রসন্নহৃদয় করাইতে ভর্ত্তাই পরম প্রমাণ ॥ ৬ ॥

সূত্রধার। (সহর্ষে) প্রিয়ে! তুমি চিরকাল বিদগ্ধোচিত-বেশ দ্বারা যৌবনবিলাস অনুভব করহ?।

নটী। আর্য্য! কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিলেন ॥ ৭ ॥

নটী । সম্পদি তা সোদুং মম হিঅঅং কুদুহলেহিং বিপ্ফারিদং বট্টদি ॥ ৮ ॥

সূত্র । প্রিয়ে শৃণু । অদ্য খলু বসন্তবাসরাবসরে তরুণ-ভাস্করবিমুক্ত—দক্ষিণদিগ্বিলাসিনী স্তনমলয়াচলাবলম্বি-বেণী ভুজঙ্গসঙ্গিসমীরণমূর্চ্ছিতবিরহিণীজনজীবাতু বয়স্যাশ্বাসবচঃ প্রসরে । বিকসিতশীতকিরণপ্রসূনে চ বিমল-নভোবন-প্রোজ্জৃম্ভমাণ--নবনবোন্মীলিত-নিস্তলমুক্তাফলতুলিততারা মুকুল-মধ্যাবলম্বিনি সাসূয়-নির্ভর-নিরীক্ষমাণ-বিরহিণীজন-

---

সূত্র । প্রিয়ে ! তাহা কি তুমি জান না, এ অত্যন্ত আনন্দের কথা ।

নটী । সম্প্রতি তাহা শুনিবার নিমিত্ত আমার হৃদয়ে কুতূহল হইতেছে ॥ ৮ ॥

সূত্র । প্রিয়ে ! শ্রবণ কর, এই বসন্তবাসরের অবসান (সন্ধ্যা) কাল, ইহাতে তরুণভাস্করবিরহিত দক্ষিণ দিক্‌রূপা সীমন্তিনীর স্তনকলস সদৃশ মলয়াচলের উপরি অবলম্বিত বেণীর ন্যায় ভুজঙ্গ সকলের সংসর্গি সমীরণের সংস্পর্শে যে সকল বিরহিণীজন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের জীবনোপায় স্বরূপ সখীজনের আশ্বাসবাক্য চতুর্দ্দিকে বিস্তার হইতেছে এবং নির্ম্মল গগনকাননে প্রোদ্দীপ্ত নব নব প্রকাশিত তলরহিত (বর্ত্তুল) মুক্তাফলের ন্যায় তারকাকলিকা সকলের মধ্যবর্ত্তি পূর্ণসুধাকর স্বরূপ বিকসিত শ্বেতপুষ্প, ক্রোধভরে নিরীক্ষমাণা বিরহিণীজনের

চঞ্চললোচনাঞ্চললতাগ্রবর্ত্তিনি। নিরুপমকান্তিলক্ষ্মীলুব্ধ-
লক্ষ্মীরমণাবস্থানোচিত চিত্তদুগ্ধাব্ধিনা বিভাবাদিপরিণত-
রসরসাল-মুকুলরসাস্বাদকোবিদ-পুংস্কোকিলেন শ্রীকণ্ঠ-
হারসহচরগুণমুক্তাফলমণ্ডিতহৃদয়েন কিং বহুনা ॥ ৯ ॥

যন্নামাপি নিশম্য সন্নিবিশতে সেকন্ধরঃ কন্দরং
স্বং বর্গং কলবর্গভূমিতিলকঃ সাস্রং সমুদ্বীক্ষতে।
যেনে গুর্জ্জরভূপতির্জ্জরদিবারণ্যং নিজং পত্তনং
বাতব্যগ্রপয়োধিপোতগমিব স্বং বেদ গৌড়েশ্বরঃ ॥ ১০ ॥

চঞ্চল লোচনাঞ্চলরূপিণী লতার অগ্রভাগে শোভা পাই-
তেছে, এবম্বিধ বসন্তবাসরান্তে মহারাজ প্রতাপরুদ্র,
যাঁহার নিরুপম কান্তি সন্দর্শনে লক্ষ্মীপতি লুব্ধহৃদয়
হইয়া তদীয় চিত্তরূপ ক্ষীরসাগরে বাস করিতেছেন, যিনি
বিভাবাদি পরিণত রসরূপ রসাল (আম্র) মুকুল সকলের
আস্বাদ বিষয়ে বিদগ্ধ (রসিক) পুংস্কোকিল, যাঁহার
হৃদয় রাধাকণ্ঠহার সহচর (সঙ্গী) শ্রীকৃষ্ণের গুণরূপ
মুক্তাফলে ভূষিত ॥ ৯ ॥

অধিক কি! যাঁহার নাম শুনিয়াই সেকন্দর নামা যবন
ভূপাল ভীতচিত্তে গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিয়াছেন, কলবর্গ-
দেশীয় নরপাল আপনার পরিবারবর্গকে সাশ্রুনেত্রে দেখিতে-
ছেন, যাঁহার নামমাত্র শ্রবণে গুজ্জরদেশীয় ভূপতি আপনার
নগরকে জীর্ণ অরণ্যের ন্যায় মানিতেছেন এবং গৌড়দেশীয়
ক্ষিতিপাল আপনাকে প্রবল বাত্যা (ঝড়) বেগে সমুদ্রস্থ
ঘূর্ণিত পোতারূঢ়ের ন্যায় বোধ করিতেছেন ॥ ১০ ॥

কায়ব্যূহবিলাস ঈশ্বরগিরের্দ্বৈতং সুধাদীধিতে-
নির্যাসস্তুহিনাচলস্য সমকং ক্ষীরাম্বুরাশেরসৌ ।
সারঃ শারদবারিদস্য কিমপি সর্ব্বাহিনী-বারিণো
দ্বৈরাজ্যং বিনয়ীকরোতি সততং যৎকীর্ত্তিরাশির্জ্জগৎ ॥ ১১ ॥
যদ্দানাম্বুকদম্বনির্ম্মিতনদীসংশ্লেষহর্ষাদসৌ
রিঙ্গত্তুঙ্গতরঙ্গ-নিস্বননিভাৎ স্তৌতি যং বারিধিঃ ।
নিত্যপ্রস্তুতযজ্ঞভাগভিরভিন্যস্তং মনো নাকিনাং
যেনৈতং প্রতিমাচ্ছলেন সততং মুঞ্চন্তি ন প্রাঙ্গণং ॥ ১২ ॥

তেন প্রতিভট-নৃপঘটা কালাগ্নিরুদ্রেণ শ্রীমৎপ্রতাপ-রুদ্রেণ শ্রীহরিচরণাশ্রিতেন কমপি প্রবন্ধমভিনেতু-মাদিষ্টোঽস্মি ॥ ১৩ ॥

আর যাঁহার কীর্ত্তিরাশি কৈলাসশৈলের কায়ব্যূহ স্বরূপ, হিমালয়ের নির্যাস সদৃশ, ক্ষীরবারিধির ফেনসম, শারদবারিদের সার সমতুল, সুরতরঙ্গিণীর (গঙ্গার) নীরের ন্যায় প্রভাবশালী হইয়া জগৎ নির্ম্মল করিতেছে ॥ ১১ ॥

অপর যাঁহার দানোৎসর্গ জল নির্ম্মিত নদী সকলে সঙ্গলাভ করিয়া হর্ষান্বিত সরিৎপতি (সমুদ্র) তরলিত ও উচ্চধ্বনিচ্ছলে যাঁহাকে স্তব করিতেছে, যাঁহার নিত্য অনুষ্ঠিত যজ্ঞ দ্বারা দেবতা সকল বদ্ধচিত্ত হইয়া প্রতিমাচ্ছলে ক্ষণকালের নিমিত্তও যাঁহার প্রাঙ্গণ ত্যাগ করেন না ॥ ১২ ॥

সেই বিপক্ষ রাজগণের কালাগ্নিরুদ্র স্বরূপ শ্রীমান্ প্রতাপরুদ্র হরিচরণাশ্রিত কোন একটী অভিনব প্রবন্ধ অভিনয় করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

যদুক্তং।

মধুরিপুপদলীলাশালি তত্তদ্গুণাঢ্যং

সহৃদয়হৃদয়ানাং কামমামোদহেতুং।

অভিনবকৃতিমন্যচ্ছায়য়া নো নিবদ্ধং

সমভিনয় নটানাং বর্য্য কিঞ্চিৎ প্রবন্ধং॥ ১৪॥

নটী। তৎ কথয়।

নট। কথমারাধনীয়ো বিদ্যানাং নিধিঃ।

যতোঽস্মিন্নভিধাতুকামো বাক্পতিরপি প্রতিপত্তি-

মূঢ়ঃ স্যাৎ। (ক্ষণং বিমৃশ্য) আঃ স্মৃতং॥ ১৫॥

নটী। তা কিং সো॥ ১৬॥

প্রিয়ে! যাহা বলিয়াছেন, বলি শ্রবণ কর। অহে নট-শ্রেষ্ঠ! যাহা শ্রীকৃষ্ণলীলাযুক্ত এবং যাহা সদ্গুণান্বিত হইয়া সামাজিকদিগের চিত্তের আনন্দজনক হয়, এমত একটী অভিনব প্রবন্ধ অভিনয় কর, কিন্তু তাহা যেন অন্যান্য কোন পুরাতন প্রবন্ধকে আদর্শ করিয়া প্রতিচ্ছায়া স্বরূপে নির্ম্মিত না হয়॥ ১৪॥

নটী। বলিতে আজ্ঞা হউক।

নট। প্রিয়ে! আমি কি প্রকারে সেই বিদ্যা সকলের নিধিকে আরাধনা করিব? যেহেতু এতাদৃশ কার্য্য সম্পাদন করিতে বাসনা করিলে বাক্পতি বৃহস্পাতিও কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়েন। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) আঃ! প্রিয়ে! স্মরণ হইল॥ ১৫॥

নটী। তাহা কি প্রকার?॥ ১৬॥

সূত্র। প্রিয়ে সর্ব্ববিদ্যা--নদী-বিলাস-গাম্ভীর্য্যমর্য্যাদাস্থৈর্য্য-প্রসাদাদিগুণরত্নাকরস্য সুরগুরুপ্রণীতনীতি-কদম্বকরম্বিত-মন্ত্রাঙ্গীকৃতপ্রগুণ পৃথ্বীশ্বরস্য শ্রীভবানন্দরায়স্য তনূজেন শ্রীহরিচরণাম্ভোজমানসেন শ্রীরামানন্দরায়েণ কবিনা তদ্ভগবদ্গুণালঙ্কৃতং শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাম গজপতি প্রতাপরুদ্র-প্রিয়ং রামানন্দসঙ্গীতনাটকং নির্ম্মায় সমর্পিতমভি-নেষ্যামি ॥ ১৭ ॥

তথা চায়ং কবিঃ সবিনয়মিদমবাদীৎ।

ন ভবতু গুণগন্ধোঽপ্যত্র নাম প্রবন্ধে

সূত্র। প্রিয়ে! যিনি বিদ্যা নদী সকলের বিলাসস্থলরূপ ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, মর্য্যাদা ও প্রসাদাদি গুণে রত্নাকর সদৃশ, যাঁহার দেবগুরু (বৃহস্পতি) প্রণীত নীতি সন্দোহান্বিত মন্ত্রণা প্রভাবে ঋজুগুণালঙ্কৃত ক্ষিতীশ্বর বাক্যবশম্বদ হইয়াছেন, সেই ভবানন্দরায়ের তনূজ হরিচরণপরায়ণ কবি-শ্রেষ্ঠ রামানন্দরায় ভগবৎগুণালঙ্কৃত জগন্নাথবল্লভ নামক যাহা গজপতি প্রতাপরুদ্রপ্রিয় রামানন্দসঙ্গীতনাটক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে, তাহা নির্ম্মাণ করিয়া আমাকে প্রদান করিয়াছেন।

নরনাথ প্রতাপরুদ্র যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, এপ্রবন্ধটী তদনুরূপই গুণালঙ্কৃত। অতএব অদ্য তাহাই অভিনয় করিতেছি ॥ ১৭ ॥

অপর কবিবর রামানন্দ সবিনয়ে ইহা বলিয়াছেন।

যদিচ মৎকৃত এই প্রবন্ধে গুণলেশও নাই, তথাপি

মধুরিপুপদপদ্মোৎকীর্ত্তনং নস্তথাপি।
সহৃদয়হৃদয়স্যানন্দসন্দোহহেতু-
র্নিয়তমিদমতোহয়ং নিষ্ফলো ন প্রয়াসঃ ॥ ১৮ ॥
তদাদিশ্যন্তাং কুশীলবা নর্ণিকাপরিগ্রহায়।

নটী। (সংস্কৃতমাশ্রিত্য) যদাজ্ঞাপয়তি স্বামী (পুরোহব-
লোক্য) পশ্য পশ্য ॥ ১৯ ॥
মৃদুলমলয়বাতাচান্তবীচিপ্রচারে
সরসি নবপরাগৈঃ পিঞ্জরোহয়ং ক্রমেণ।
প্রতিকমলমধূনি পানমত্তো দ্বিরেফঃ
স্বপিতি কমলকোষে নিশ্চলাঙ্গঃ প্রদোষে ॥

সূত্র। (সহর্ষং) প্রিয়ে সাধু সাধু যমনঃ কুতূহলজলনিধি-
শ্রীকৃষ্ণগুণকীর্ত্তন জন্য সহৃদয় (সামাজিক) বর্গের হৃদয়ে
প্রচুর আনন্দপ্রদ হইবে, একারণ আমার এ প্রয়াস বিফল
হইবে না ॥ ১৮ ॥

অতএব নট সকলকে উপযুক্ত বেশ করিবার নিমিত্ত
আজ্ঞা দাও ? ॥

নটী। (সংস্কৃতবাক্যে) স্বামী যাহা আজ্ঞা করিলেন। অনন্তর
সম্মুখে অবলোকন করিয়া কহিল, দেখ দেখ ? ॥ ১৯ ॥

রজনীমুখে পুষ্পধূলিধূসরিতাঙ্গ ভৃঙ্গবর প্রত্যেক কমলের
মধুপানে অতীব মত্ত হওত মন্দ মলয়ানীলের সঞ্চরণ হেতু মৃদু
মৃদু তরঙ্গায়িত সরোবরমধ্যবর্ত্তি কমলকোষাভ্যন্তরে অঙ্গ-
সকল সংযত করিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে ॥

সূত্র। (সহর্ষে) প্রিয়ে! ভাল ভাল! তুমি যে আমার

বিবর্ত্তেনিহিতং ভবত্যা। যতো গোপাঙ্গনাশতাধরমধুপান-
নির্ভরকেলিক্লমালসাপঘনঃ ক্বচিৎ প্রৌঢ়বধূস্তনোপধানীয়-
মণ্ডিতহৃদয়পর্য্যঙ্কশায়ী পীতাম্বরো নারায়ণঃ স্মারিতঃ ॥২০॥
নেপথ্যে।
দ্বাত্রিংশল্লক্ষণৈর্যুক্তো দেবদেবেশ্বরো হরিঃ।
গোপালবালকৈঃ সার্দ্ধং জগাম যমুনাবনং ॥ ২১ ॥
কেদাররাগেণ।
মৃদুতর-মারুত-বেল্লিত-পল্লববল্লী-বলিত-শিখণ্ডং।
তিলকবিড়ম্বিত-মরকতমণিতলবিম্বিত-শশধরখণ্ডং ॥

নেপথ্যে বেশোচিত স্থানে ॥ ২১ ॥

চিত্তকে কুতূহল জলনিধির বিবর্ত্তে (ঘূর্ণায়) নিক্ষেপ করিলে, যে হেতু তোমার এই বর্ণনে সেই পীতাম্বর নারায়ণ, যিনি শত শত গোপাঙ্গনাগণের অধরমধু পান করত অতিশয় ক্রীড়াশ্রমে অলসাঙ্গ হইয়া কোন প্রৌঢ় গোপবধূর স্তনরূপ উপধানান্বিত (বালিসযুক্ত) হৃদয়-পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তিনি আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলেন ॥ ২০ ॥

এমন সময়ে নেপথ্যে (সাজগৃহে)।

দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণান্বিত দেবদেবেশ্বর হরি গোপবালক সঙ্গে লইয়া যমুনাতীরবর্ত্তি কাননে গমন করিতেছেন ॥ ২১ ॥

কেদার রাগ।

ঐ যুবতীমনোহরবেশধারী মুররিপুকে অবলোকন কর। যেন শারদশশী অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াই ভূতলে অবতীর্ণ

যুবতিমনোহরবেশং।
কলয়কলানিধিমিব ধরণীমনু পরিণতরূপবিশেষং ॥ ধ্রু ॥
খেলাদোলায়িতমণিকুণ্ডল-রুচিরুচিরাননশোভং।
হেলাতরলিত-মধুরবিলোচনজনিতবধূজনলোভং ॥
গজপতিরুদ্র-নরাধিপ-চেতসি জনয়তুমুদনুবারং।

হইয়াছেন। আহা! ইহাঁর সুমন্দ সমীরণের মন্দ মন্দ সঞ্চরণে মস্তকস্থ চূড়ার পল্লবগুচ্ছ সহ ময়ূরপুচ্ছ সকল ঈষৎ কম্পিত হইতেছে, ললাটে তিলক এরূপ উজ্জ্বল যে, তদ্দ্বারা মরকতমণিদর্পণে প্রতিবিম্বিত পূর্ণসুধাংশুও বিড়ম্বিত হইতেছেন, অপর ইহাঁর লীলাবশতঃ আন্দোলিত মণিকুণ্ডলের ছটা মুখমণ্ডলের শোভা বিস্তার করিতেছে, আর ইনি হেলানিবন্ধন এরূপ মধুররূপে লোচন চঞ্চল করিতেছেন, যেন তাহাতেই গোপবধূজনের লোভ জন্মিতেছে। রামানন্দ রায়

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

কেদার রাগ।

যুবতীমনোহর ওনা বেশ গো। অবনিমণ্ডলে সখি চাঁদের উদয় যেন সুধাময় রূপের বিশেষ গো ॥ ধ্রু ॥ চূড়ার উপরে শোভে নানাফুলদাম গো, তাহে উড়ে ময়ূরের পাখা। যেন চাঁদের উপরে চাঁদ উদয় করিল গো, ললাটে চন্দনবিন্দু রেখা ॥ সঘনে দোলায় কানে মকরকুণ্ডল গো, কুলবতীর কুল মজাইতে। উহার নয়ন কুসুমশর মরমে পশিল গো, ধৈরজ ধরিতে নারি চিতে ॥ এমন সুন্দর রূপ কোথা হইতে

রামানন্দরায় কবিভণিতং মধুরিপুরূপমুদারং ॥ ২২ ॥

সূত্র। (সচকিতং) প্রিয়ে মৎকনীয়ান্ শ্রীকৃষ্ণবৃন্দাবনগমনমাবেদয়তি। তদ্বয়মপি স্বনেপথ্যোপচিতায় যাম ইতি নিষ্ক্রান্তৌ ॥ ২৩ ॥

প্রস্তাবনা ॥ ২৪ ॥

ততঃ প্রবিশতি যথা নির্দ্দিষ্টঃ কৃষ্ণঃ।

কৃষ্ণঃ। সখে রতিকন্দল পশ্য পশ্য রামণীয়কং বৃন্দাবনস্য ॥২৫॥

অর্থস্য প্রতিপাদস্য তীর্থং প্রস্তাবনোচ্যতে। তীর্থমারম্ভঃ ॥ ২৪ ॥

কবি বর্ণিত এই মধুরিপুর মধুর রূপ প্রতাপরুদ্রের চিত্তে নিরন্তর আনন্দ বিস্তার করুক ॥ ২২ ॥

সূত্র। (সচকিত হইয়া) প্রিয়ে! আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন গমন আবেদন করিতেছে, অতএব আমরা আপনার নেপথ্যের (সাজঘরের) সমৃদ্ধি বৃদ্ধির নিমিত্ত গমন করি। (এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান) ॥২৩॥

প্রস্তাবনা।

অর্থাৎ বক্তব্য প্রস্তাবের আরম্ভ ॥ ২৪ ॥

অনন্তর নির্দ্দিষ্ট স্থানে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। সখে রতিকন্দল! (মধুমঙ্গল) দেখ দেখ বৃন্দাবনের কি আশ্চর্য্য রমণীয়তা ॥ ২৫ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

এল গো, মনোভোর ভুলিল দেখিয়া। লোচন মজিল সই ওরূপ সাগরে গো, কিবা সে নাগর বিনোদিয়া ॥ ২২ ॥

তথাহি।

উদ্দামদ্যুতিপল্লবাবলিচলৎ পাণিস্পৃশোহমী স্ফুরৎ
ভৃঙ্গালিঙ্গিত পুষ্পসাঞ্জনদৃশোমাদ্যৎ পিকানাং রবৈঃ।
আরব্ধোৎকলিকা লতাশ্চ তরবশ্চালোলমৌলীশ্রিয়ঃ
প্রত্যাশং মধু সম্মদাদিব রসালাপং মিথঃ কুর্ব্বতে॥ ২৬॥

বিদূ। ভো বয়স্স ভুজ্ঝ এদং বুন্দাঅণং রমণিজ্জং মম উণ-ভোঅণালও জ্জেব্ব। জত্থ কহিম্পি সিহরিণী কহিম্পি রসালা কহিম্পি সুরহি ঘিঅং কহিম্পি সালিভত্তং॥ ২৭॥

ভো বয়স্য তবেদং বৃন্দাবনং রমণীয়ং মম পুনর্ভোজনালয় এব। যত্র কুত্রাপি শিখরিণী কুত্রাপি রসালা কুত্রাপি সুরভিঘৃতং কুত্রাপি শালিভক্তং॥ ২৭॥

তথাহি (উক্ত বিষয়ের প্রমাণী করণ)।

ইহার চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষ লতা সকল বসন্ত ঋতুর সমাগমে অতিশয় প্রমুদিত হইয়া আপনার অভিনব পল্লবযুক্ত চঞ্চল শাখারূপ করস্পর্শ দ্বারা ভ্রমরালিঙ্গিত বিকশিত কুসুম স্বরূপ অঞ্জনান্বিত লোচনে পরস্পর যেন অবলোকন করিতেছে এবং বায়ুবেগে চঞ্চল শিরা হইয়াই যেন মত্ত কোকিলের নিনদচ্ছলে পরস্পর রসালাপ, তথা কলিকা সকলের উদ্গমহেতু রোমাঞ্চিত হইয়া নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছে॥ ২৬॥

বিদূ। ভো বয়স্য! তোমার সম্বন্ধেই এই বৃন্দাবন রমণীয়, কিন্তু আমার পক্ষে যেস্থানে কোথাও শিখরিণী, কোথাও রসালা, কোথাও সুগন্ধি ঘৃত, কোথাও বা শাল্যন্ন এমত ভোজনালয়, তাহাই আমার প্রিয়॥ ২৭॥

কৃষ্ণ। সখে।

বসন্তরাগেণ।

অপরিচিতং তব রূপমিদং বত পশ্যদিবোচিতখেলং।

ললিতবিকস্বরকুসুমচয়ৈরিব হসতি চিরাদতিবেলং॥

কলয় সখে ভুবি সারং।

মধুপগমাদিব সরসমিদং মম বৃন্দাবনমনুবারং॥ ধ্রু॥

মৃদুপবনাহতি-চঞ্চলপল্লবকরনিকরৈরিব কামং।

নর্ত্তিতুমুপদিশতীব ভবন্তং সন্ততমিদমভিরামং॥

কৃষ্ণ। সখে!

বসন্তরাগ।

অবলোকন কর, আমার বৃন্দাবনের তুল্য পৃথ্বীতলে আর সার নাই, ঐ দেখ তোমার খেলান্বিত অদৃষ্টচর রূপ দেখিয়াই যেন এই বৃন্দাবন মনোহর বিকশিত কুসুম সকলের সুষমা-চ্ছলে বহুক্ষণ যাবৎ উচ্চ হাস্য করিতেছে এবং তোমার সমা-গমে সকৌতুক হইয়া মৃদুমারুতকম্পিত পল্লবরূপ কর দ্বারা নিরন্তর যেন তোমাকে নৃত্য করিতে আদেশ করিতেছ।

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

বসন্তরাগ॥

সুধাময় বৃন্দাবন ভুবনের সার। নয়ন ভরিয়া সখা দেখ একবার॥ দেখিয়া তোমার রূপ ভাবের আবেশে। ফুল ফল ছলে মোর বৃন্দাবন হাসে॥ দেখিতে তোমার সনে মনে করে সাধ। মলয় পবন ছলে করে উচ্চ নাদ॥ চঞ্চল পল্লব

সুখয়তু গজপতিরুদ্র-মনোহরমনুদিনমিদমভিধানং।
রামানন্দরায়-কবি-রচিতং রসিকজনং সুবিধানং ॥ ২৮ ॥
সখে অতিমধুরোঽয়ং কোকিলানাং রবঃ ॥ ২৯ ॥

বিদূ। ভো বয়স্স তুজ্ঝ বংশীএ রও ইদো বি মহুরো। তদো বি অহ্মাণং কণ্ঠরও তা তুএ বংশীবাদিঅব্বু মএ বি কণ্ঠরও কাদব্বো ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণঃ। যদভিরুচিতং বয়স্যায়েতি বংশীং বাদয়তে ॥ ৩১ ॥

ভো বয়স্য তব বংশ্যা রব ইতোঽপি মধুরঃ। ততোঽপি অস্মাকং কণ্ঠরবঃ। তস্মাৎ ত্বয়া বংশী বাদ্যতাং ময়াপি কণ্ঠরবঃ কর্ত্তব্যঃ ॥ ৩০ ॥

অতএব হে বয়স্য! পৃথ্বীতলে বৃন্দাবনই রমণীয়। রামানন্দ-রায় বিরচিত এই সঙ্গীত যাহা গজপতি প্রতাপরুদ্রের মনো-রম, তাহা রসিকজনকে নিরতিশয় সুখ প্রদান করুক ॥ ২৮ ॥

সখে! এই কোকিল সকলের কি সুমধুর রব! ॥ ২৯ ॥

বিদূ। বয়স্য! তোমার বংশীরব ইহা অপেক্ষাও মধুর। তদপেক্ষা আবার আমার কণ্ঠস্বর অতি মনোহর, অতএব তুমি বংশীবাদ্য কর, আমিও কণ্ঠরব করি ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণ। বয়স্য! তোমার যাহা অভিরুচি। এই বলিয়া বংশীবাদ্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

করে ডাকে বারে বারে। নৃত্য করিবারে বলে কোকিলের স্বরে ॥ নিখিল ভুবন সার বিপিন আমার। নয়ন ভরিয়া সখা দেখ একবার ॥ ২৮ ॥

বিদূ। ভো সুদো দে বংশীরও মমাবি কণ্ঠরও সুণীঅদু। ইতি (মুখবৈকৃত্য) পরুষং নদতি ॥ ৩২ ॥

(তরুশিখরানবলোক্য) ভো জিদং অহ্মেহিং তুজ্ঝ বংশীএ রএহিং এদে দাসীএ পুত্তআ কোইলা নিহুদং ঠিদা। মহ উণ কণ্ঠরএহিং কহিং বি পলাইদা। তা বঅস্স মা গব্বো দে হোদু ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণ। সখে পশ্য পশ্য কেনাপ্যকরুণেন ভগ্নানি নবাশোকপল্লবানি চেতঃ খেদয়ন্তি ॥ ৩৪ ॥

শ্রুতস্তে বংশ্যা রবঃ মমাপি কণ্ঠরবঃ শ্রূয়তাং ॥ ৩২ ॥

জিতমস্মাভিঃ তব বংশ্যা রবৈরেতে দাস্যাঃ পুত্রকাঃ কোকিলা নিভৃতং স্থিতাঃ মম পুনঃ কণ্ঠরবৈঃ কুত্রাপি পলায়িতাঃ তৎ বয়স্য মা গর্ব্বস্তে ভবতু ॥৩৩॥৩৪॥

বিদূ। অহে! তোমার বংশীরব শুনিলাম, আমারও একবার কণ্ঠস্বর শ্রবণ কর। এই বলিয়া বিকটাকার মুখে চিৎকার করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

(পরে বৃক্ষের অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) সখে! দেখ দেখ আমাদেরই জয় হইল, যে সকল দাসীপুত্র কোকিল তোমার বংশীরবে আপনাদিগকে পরাজিত মানিয়া নিলীন ছিল, তাহারাই আবার আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া কে কোথায় পলায়ন করিল, অতএব হে সখে! তোমার আর গর্ব্বের কারণ নাই ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণ। সখে! দেখ দেখ কোন্ অকরুণ ব্যক্তি এই সকল অশোকপল্লব ভগ্ন করিল দেখিয়াই আমার চিত্ত অতিশয় ব্যথিত হইতেছে ॥ ৩৪ ॥

বিদূ। ভো বয়স্স সুদং মএ দাসীএ ধীদাও গোবীআও এত্থ কুসুমাণি আহরন্তি (সপরিহাসং) তুমম্পি তদো জ্জেব এদং বুন্দাঅণং ণ মুঞ্চসি ॥ ৩৫ ॥

নেপথ্যে।

বৃন্দাবনে বিহরতো মধুসূদনস্য
বেণুস্বনং শ্রুতিপুটেন নিপীয় কামং।
উদ্যন্মনোজশিথিলীকৃতগাঢ়লজ্জা
রাধা বিবেশ কুতুকেন সখীকদম্বং ॥ ৩৬ ॥

গোণ্ডকিরীরাগেণ।

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং।

বয়স্য শ্রুতং ময়া দাস্যাঃ পুত্রিকা গোপিকা অত্র কুসুমানি আহরন্তি ; ত্বমপি তত এব ইদং বৃন্দাবনং ন মুঞ্চসি ॥ ৩৫ ॥

বিদূ। বয়স্য! আমি শ্রুত হইলাম, দাসীপুত্রী গোপিকা সকল এখানে আসিয়া কুসুমচয়ন করে। (সপরিহাসে) বুঝিলাম, তুমিও এই কারণে বৃন্দাবন ত্যাগ কর না ॥ ৩৫ ॥

(নেপথ্যে।)

এদিকে বৃন্দাবনে বিহারশীল মধুসূদনের মুরলীধ্বনি কর্ণাঞ্জলি দ্বারা পান করাতে শ্রীরাধার হৃচ্ছয় (কন্দর্প) জাগরূক হইল এবং তন্নিবন্ধন তিনি কুতূহল বশতঃ গাঢ়লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া সখীমণ্ডলীতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

গোণ্ডকিরীরাগ।

অনন্তর ক্ষণে ক্ষণে কন্দর্পবাধায় আক্রান্তা হইয়া শ্রীরাধা

পঙ্কজমিব মৃদুমারুতচলিতং ॥
কেলিবিপিনং প্রবিশতি রাধা ।
প্রতিপদসমুদিত-মনসিজবাধা ॥ ধ্রু ॥
বিনিদধতী মৃদুমন্থরপাদং ।
রচয়তি কুঞ্জরগতিমনুবাদং ॥
জনয়তু রুদ্রগজাধিপমুদিতং ।
রামানন্দরায়কবিগদিতং ॥ ৩৭ ॥

মৃদু পবন চঞ্চলিত পঙ্কজের ন্যায় দিকে দিকে দৃষ্টিপাত এবং মত্ত করীন্দ্র তুল্য মন্থরপাদ বিক্ষেপ করত ক্রীড়াকাননে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। রামানন্দরায় বিরচিত এই সঙ্গীত গজপতি প্রতাপরুদ্রের চিত্তে আনন্দ বিস্তার করুক ॥ ৩৭ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

গান্ধার রাগ।

চললি ব্রজমোহিনী ধনী কুঞ্জরবর গমনী। কেলি বিপিনে সাজলি রঙ্গে সঙ্গে বরজরমণী ॥ ধ্রু ॥ মদন আতঙ্গে পুলক অঙ্গ, নব অনুরাগে প্রেমতরঙ্গ, চঞ্চলমৃগনয়নী ॥ কবরীমণ্ডিত মালতীমাল, নবজলধরে তড়িত জাল, স্থকিত চকিত অমনি। বদনমণ্ডল শরদচন্দ্র, মদনের মনে লাগিল ধন্দ, নিখিল ভুবন-মোহিনী ॥ নীল বসন রতন ভূষণ, মণিময় হার দোলয়ে সঘন, কটিতটে বাজে কিঙ্কিনী। চরণকমলে মাতল ভৃঙ্গ, মধুপান করি না ছারে সঙ্গ, সদা করে গুণ গুণ ধ্বনি ॥ চকিত যুগল নয়নপন্দ, খঞ্জন মনে লাগল ধ্বন্দ, চম্পক কাঞ্চন বরণী। হেলিয়া দুলিয়া চললি রঙ্গে, নব নব নব নাগরী সঙ্গে, লোচন মনরঞ্জনী ॥ ৩৭ ॥

বিদূ। (কর্ণং দত্ত্বা) ভো সুষ্ঠু মএ জানিদং।

কৃষ্ণঃ। কিং।

বিদূ। মং জ্জেব পুচ্ছসি ॥ ৩৮ ॥

ততঃ প্রবিশতি সখীভিরনুগম্যমানা রাধিকা মদনিকা বনদেবতা চ ॥

বিদূ। (পুরতোঽবলোক্য) ভো বঅস্স পেক্‌খ পেক্‌খ কেণাবি ইন্দআলিএণ সংচালিদো কণঅ পুত্তলিআ ণিঅর ইদ জ্জেব আঅচ্ছদি। তা এদং একং গেহ্নিঅ পলাইস্সং মম দরিদ্দ বড়ুঅস্স এদাএ জ্জেব কিদাণ্ডদা

সুষ্ঠু ময়া জ্ঞাতং। মামেব পৃচ্ছসি ॥ ৩৮ ॥

বয়স্য পশ্য পশ্য কেনাপি ইন্দ্রজালিকেন সঞ্চারিতঃ কনকপুত্তলিকানিকর ইত এব আগচ্ছতি। তত ইত একাং গৃহীত্বা পলায়িষ্যে মম দরিদ্রবটুকস্য

বিদূ। (কর্ণ পাতিয়া) অহে! আমি ভালরূপে জানিতে পারিলাম।

কৃষ্ণ। কি জানিলে ?

বিদূ। আমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছ ? ॥ ৩৮ ॥

ইতোমধ্যে সখীগণ সঙ্গে করিয়া শ্রীরাধা মদনিকা ও বনদেবী এই তিনজন আসিয়া প্রবেশ করিলেন ॥

বিদূ। (অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) বয়স্য! দেখ দেখ কোন ইন্দ্রজালিক এই সকল স্বর্ণপুত্তলিকা ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহারা যে এই খানেই আসিতেছে ? অতএব এই স্থান হইতেই একটী লইয়া পলায়ন করি। সখে! আমি

ছুবিস্নদি। ইতি স্বৈরং স্বৈরং ধর্তুমুপসর্পতি ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণঃ। ধিঙ্মূর্খ নায়ং কনকপুত্তলিকানিকরঃ কিন্তু গোপী-
কদম্বকম্মিদং ॥ ৪০ ॥

বিদূ। (নিরূপ্য বিহস্য) সুট্‌ঠু তুএ তক্কিদং তা ফলিদং দে
বুন্দাঅণাগমণং ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণঃ। ধিঙ্মূর্খ কিং ফলং মম বৃন্দাবনাগমনস্য।

বিদূ। এদাণং দাসীএ ধীদাণং সআসাদো বুন্দাঅণণঅপল্লবাণং
পড়িবালণং ত্তি ভণামি ॥ ৪২ ॥

এতৈরেব কৃতার্থতা ভবিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥

সুষ্ঠু ত্বয়া তর্কিতং তস্মাৎ ফলিতং তে বৃন্দাবনাগমনং ॥ ৪১ ॥

এতাসাং দাস্যাঃ পুত্রিকাণাং সকাশাদ্বৃন্দাবননবপল্লবানাং প্রতিপালনমিতি
ভণামি ॥ ৪২ ॥

দরিদ্র ব্রাহ্মণবালক, একটী পাইলেই কৃতার্থ হইব। এই
বলিয়া ধীরে ধীরে ধরিতে চলিলেন ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণ। অরে মূর্খ! এ সকল কনকপুত্তলিকা নয়, ইহারা
গোপীবৃন্দ ॥ ৪০ ॥

বিদূ। (স্থির করিয়া হাস্যবদনে) বয়স্য! ভাল নিশ্চয়
করিয়াছ, তোমারই বৃন্দাবনে আসা সফল হইল ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণ। অরে মূর্খ! আমার বৃন্দাবন আগমনের কি ফল
হইল?

বিদূ। সখে! এই সকল দাসীপুত্রিকা গোপিকা হইতেই
বৃন্দাবনের নবপল্লব গুলি প্রতিপালন হইতেছে, ইহাই
বলিতেছি ॥ ৪২ ॥

রাধা। (পুরতোঽবলোক্য) অজ্জে মঅণিএ কো এসো ণীলুপ্পলদলকোমলচ্ছই কণঅণিঅরবিচ্ছবসণো ঈসিঅ অলম্বিঅ কন্ধরং মহুরমহুরং বেণুং বাদেই ॥ ৪৩ ॥

মদ। সখি ন জানাসি যস্তব ময়া কথিতঃ।
সোঽয়ং যুবা যুবতিচিত্তবিহঙ্গশাখী
সাক্ষাদিব স্ফুরতি পঞ্চশরো মুকুন্দঃ।

আর্য্যে মদনিকে ক এষ নীলোৎপলকোমলচ্ছবিঃ কনকনিকরসদৃশবসনং ঈষদবলম্বিতকন্ধরং মধুরমধুরং বেণুং বাদয়তি ॥ ৪৩ ॥

রাধা। (অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) আর্য্যে মদনিকে! ঐ যে সুকোমল নীলোৎপলকান্তি পুরুষটী দেখিতেছ, যিনি কনকরাশি-সদৃশ বসন পরিধান করিয়া স্বীয় কন্ধরদেশে ঈষৎ অবলম্বিত বংশীর মধুর মধুর বাদ্য করিতেছেন, ইনি কে? ॥ ৪২ ॥

মদ। সখি! জান না, আমি যাঁহার নাম করিয়াছিলাম, ইনি সেই যুবা, যুবতিগণের চিত্ত-বিহঙ্গ ইহাঁকেই তরু জ্ঞানে আশ্রয় করিয়াছে, ইহাঁর নাম মুকুন্দ, সাক্ষাৎ

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

মালব শ্রীরাগ।

সখি কেও নাগর, রসের সাগর, দাঁড়ায়ে অশোক মূলে। সরূপ লহরী, লাবণ্য মাধুরী, হেরিয়া নয়ন ভুলে ॥ নীল উপতল, দল সুকোমল, জিনিয়া বরণ শোভা। দলিত কাঞ্চন, জিনিয়া বসন, কুলবতী মনোলোভা ॥ নব নব মালা, শশি

যস্মিন্ গতে নয়নয়োঃ পথি সুন্দরীণাং
নীবিঃ স্বয়ং শিথিলতামুপযাতি সদ্যঃ॥ ৪৪॥

কন্দর্পরূপে বিরাজ করিতেছেন। ইনি নয়নগোচর হইলে তৎক্ষণাৎ সুন্দরীবৃন্দের নীবি (বস্ত্রবন্ধন রজ্জু) আপনা হইতেই খসিয়া পড়ে॥ ৪৪॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

ষোলকলা, গাঁথিয়া দিয়াছে গলে। হাসির হিল্লোলে, নাসিকার তলে, সঘনে মুকুতা দোলে॥ চঞ্চল নয়ন, কামের সন্ধান, যাহার মরমে হানে। তাহার ভরম, ধরম সরম, সব দূরে যায় গেনে॥ শ্রবণে কুণ্ডল, করে ঝলমল, সঘনে কাম্পিত চূড়ে। তাহার উপরি, ভ্রমরা ভ্রমরী, মধুলোভে বেশে উড়ে॥ ত্রিভঙ্গ হইয়া, করে বেণু লঞা, মধুর মধুর বায়। লোচন বচন, ভুবনমোহন, সেই শ্যামচাঁদ রায়॥

ধানশ্রী রাগ।

এ কথা শুনিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, মদনিকা কয় বাণী। যার গুণাগুণ, তোমার সদন, সতত বলিল ধ্বনি। সেই সে নাগর, রূপের সাগর, নয়নে দেখিলে এবে। দেখ নয়ন ভরি, ওরূপ মাধুরী, সব দুঃখ দূরে যাবে॥ সেই সে নাগর, রসের সাগর একটে কল্পশাখী। এ তরুর ডালে, বৈশে কুতূহলে, যুবতিহৃদয়পাখী॥ এই নটবর, পরম সুন্দর, কিবা সে সাক্ষাৎ কাম। কিবা রসময়, কি মাধুরী হয়, কিবা সে গুণের ধাম॥ ওরূপ মধুর, নয়নে যাহার, লাগয়ে পরাণ সাথ। সেই নারী-

কৃষ্ণঃ। (মনাগবলোক্য স্বগতং) অহো শুভসময় জাতস্থং কস্যচিদ্বস্তুনঃ ॥ ৪৫ ॥

তথাহি।

যদপি ন কমলং নিশাকরো বা
ভবতি মুখপ্রতিমো মৃগেক্ষণায়াঃ।
রচয়তি ন তথাপি জাতু তাভ্যা-
মুপমিতিরন্যপদে পদং যদস্য ॥ ৪৬ ॥

কৃষ্ণ। শ্রীরাধাকে (ঈষৎ অবলোকন করিয়া মনে মনে) অহো! এই বস্তুটী কি শুভক্ষণে জন্মিয়াছে ॥ ৪৫ ॥

তথাহি ॥

যদিচ এই মৃগেক্ষণার বদনসদৃশ কমল ও নিশানাথ না হউক, তথাপি ঐ দুই ব্যতিরেকে অন্য একটী এ মুখের উপমা স্থল বলিয়া নির্ম্মিত হয় নাই ॥ ৪৬ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

গণ, নীবির বন্ধন, সহজে শিথিল দেখি ॥ হৃদয়ে যাহার, লাগে একবার, তার কুল শীল নাশে। সেরূপ তরঙ্গে, মগন হইয়া, লোচন প্রেমেতে ভাসে ॥ ৪৪ ॥

যথারাগ।

অতুল রূপের রাই, তুলনা দিবার নাই, নিখিল ভুবনে নাহি সীমা। হেন বস্তু ত্রিভুবনে, নাহি কৈল বিস্থজনে, এ রূপের কি দিব উপমা ॥ কিন্তু শুভক্ষণ জাত, পদ্ম আর নিশানাথ, সেই এই মুখ তুল্য নয়। তা বিনা তুলনা স্থান, নাহি

বিদূ। জাণিদং মএ দাসীএ ধীদাএহিং গোবিআহিং উক্কণ্ঠিদ-
হিঅও সংবুত্তোভবং। তা এহি এদাণং দংশনপথাদো
গদুঅ সিহরিণীহিং রসালাহিং বি অপ্পাণং নিব্বুদং করেম্হ।
পেক্খ মজ্ঝণ্ণো জাদো॥ ৪৭॥

কৃষ্ণঃ। সখে সম্যগুপলক্ষিতং॥ ৪৮॥

তথাহি।

কথমিব পরিখিন্ন ব্যোমমাত্র প্রমাতুং

জ্ঞাতং ময়া দাস্যাঃ পুত্রীভির্গোপিকাভিরুৎকণ্ঠিতহৃদয়ঃ সংবৃত্তো ভবান।
তস্মাৎ এহি এতাসাং দর্শনপথাং গত্বা শিখরিণীভিঃ রসালাভিরপি আত্মানং
নির্বৃতং কুর্ম্মঃ। পশ্য মধ্যাহ্নো জাতঃ॥ ৪৭॥

বিদূ। সখে! জানিলাম, এই সকল দাসীপুত্রী গোপিকা
কর্ত্তৃকই তুমি উৎকণ্ঠিত হৃদয় হইয়াছ? অতএব আইস,
এই সকল দাসীপুত্রী গোপিকাদিগের দৃষ্টিপথ হইতে
যাইয়া শিখরিণী রসালা পান করত আপনার আত্মাকে
পরিতৃপ্ত করি। ঐ দেখ মধ্যাহ্ন হইল॥ ৪৭॥

কৃষ্ণ। সখে! ভাল লক্ষ্য করিয়াছ॥ ৪৮॥

তথাহি।

ঐ যে সূর্য্যদেব গগনমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

আর বর্ত্তমান, এই হেতু শুভ অতিশয়॥ এতেক বিচারি কৃষ্ণ,
হইলেন সতৃষ্ণ, প্রেমজল বহে দুনয়নে। ভাবে অঙ্গ গদগদ,
অশ্রুকম্প সবিষাদ, এ দাস লোচনে রস ভণে॥ ৪৬॥

যদিহ গলিতবেগা বাজিনো যূয়মিত্থং।
ইতি বিততকরান্তঃ সন্নুপালব্ধুমশ্বান্
গগনমিব মিমীতে মধ্যমধ্যাস্ত ভানুঃ ॥ ৪৯ ॥

বিদূ। (আকুঞ্চিত লোচনশ্চিরং নিরীক্ষ্য) বয়স্স মএবি বণ্ণিদব্বো রইমণ্ডলো। আরোবিঅ চ্চকভমিং ভমিদো জহ বিস্সকম্মণা সূরো। অজ্জবি তহ সক্কারং ভমিদং রই মণ্ডলং তক্কেমি ॥ ৫০ ॥

মদ। সখি চিরবিহারপরিশ্রান্তাসি তদেহি গচ্ছাব ইতি।

বয়স্য ময়াপি বর্ণয়িতব্যো রবিমণ্ডলঃ আরোপ্য চক্রভ্রমিঃ ভ্রমিতো যৎ বিশ্বকর্ম্মণা সূর্য্যঃ। অদ্যাপি তস্য সংস্কারভ্রমিতং রবিমণ্ডলং তর্কয়ামি ॥ ৫০ ॥

আপনার পরিশ্রান্ত অশ্বদিগকে “অহে বাজিবৃন্দ! তোমরা কি এই ব্যোমমাত্র পরিভ্রমণ করিয়াই ক্লান্ত হইলে? তোমাদের গতি যে স্খলিত দেখিতেছি?” এই বলিয়া তিরস্কার করিবার নিমিত্তই যেন আপনার বাহুদ্বয় বিস্তার করিয়া গগনমণ্ডলের পরিমাণ করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥

বিদূ। (সঙ্কুচিত নেত্রে বহুক্ষণ যাবৎ গগনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) বয়স্য! আমিও রবিমণ্ডলের বর্ণন করিতেছি। দেখ দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যমণ্ডলকে চক্র ভ্রমিতে (কুঁদে) আরোপণ করিয়া ঘুরাইয়াছিলেন, তাহাতেই সেই সংস্কারবশতঃ ইনি অদ্যাপি ঘুরিতেছেন। ইহাই অনুমান হয় ॥ ৫০ ॥

মদ। (শ্রীরাধাকে কহিলেন) সখি! বহুক্ষণ যাবৎ ক্রীড়া

নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে ॥ ৫১ ॥

॥ * ॥ ইতি পূর্ব্বরাগো নাম প্রথমোঽঙ্কঃ ॥ ১ ॥ * ॥

করায় পরিশ্রান্তা হইয়াছ, আইস আমরা গমন করি। এই বলিয়া সকলের প্রস্থান ॥ ৫১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিত জগন্নাথ-বল্লভ নাটকে পূর্ব্বরাগ নাম প্রথমাঙ্ক ॥ * ॥

দ্বিতীয়াঙ্কঃ ।

ততঃ প্রবিশতি মদনিকা ।

মদ । (পুরতোঽবলোক্য) কথমিয়মশোকমঞ্জরী ॥ ১ ॥

অশোক । দেই বন্দিজ্জসি । গহিদকজ্জভারব্ব কিম্পি চিন্তঅন্তী কহিং পত্থিদাসি ॥ ২ ॥

মদ । বচ্ছে মহতী খল্বিয়ং বার্ত্তা ॥ ৩ ॥

অশোক । কথম্বিঅ ॥ ৪ ॥

দেবি বন্দ্যসে । গৃহীতকার্য্যভারেব কিমপি চিন্তয়ন্তী কুত্র প্রস্থিতাসি ॥ ২ ॥
বৎসে ॥ ৩ ॥
কথমিব ॥ ৪ ॥

অনন্তর মদনিকার প্রবেশ ।

মদ । (অগ্রে অবলোকন করিয়া) এই যে অশোকমঞ্জরী আসিতেছে ? ॥ ১ ॥

অশোক । দেবি ! বন্দনা করি, কার্য্যভার-গৃহীত-ব্যক্তির ন্যায় কোন চিন্তা করিতে করিতে কোথা যাইতেছেন ? ॥ ২ ॥

মদ । বৎসে ! এ কথা অতিগুরুতর ॥ ৩ ॥

অশোক । সে কি প্রকার ? ॥ ৪ ॥

মদ। বচ্ছে ন জানাসি প্রিয়সখীং রাধামাদায় কুসুমবিহারার্থং গতাঃ স্ম ॥ ৫ ॥

অশোক। অধ ইং তত্থ ॥ ৬ ॥

মদ। তত্রাশোকতরুমূলে ত্বয়া লোচনাতিথিকৃতোঽয়ং মুকুন্দঃ ॥ ৭ ॥

অশোক। ণ কখু বিলসিদং কিম্পি কুসুমাউহেণ ॥ ৮ ॥

মদ। অথ কিং ॥ ৯ ॥

অশোক। তা এত্থ কিং পড়িবণ্ণং তত্থ ভোদীএ ॥ ১০ ॥

অথ কিং তত্র ॥ ৬ ॥

ন খলু বিলসিতং কিমপি কুসুমায়ুধেন ॥ ৮ ॥

তস্মাদত্র কিং প্রতিপন্নং ভবত্যা ॥ ১০ ॥

মদ। বাছা! তুমি জান না! প্রিয়সখী শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া পুষ্পোদ্যানে গিয়াছিলাম ॥ ৫ ॥

অশোক। তাহাতে কি হইল? ॥ ৬ ॥

মদ। সেখানে অশোকতরুতলে নন্দতনয় বসিয়াছিলেন, দৈবাৎ আমার প্রিয়সখীর নয়নপথে পতিত হয়েন ॥ ৭ ॥

অশো। কুসুমায়ুধ (কন্দর্প) কোন বিলাস কি প্রকাশ করেন নাই? ॥ ৮ ॥

মদ। করেছেন বই কি? ॥ ৯ ॥

অশোক। অতএব আপনি এবিষয়ে কি প্রতিপন্ন করিয়াছেন? ॥ ১০ ॥

মদ। অয়ি সরলে অত্রাপি প্রষ্টব্যাস্মি ॥ ১১ ॥

অশোক। অণুসরিদব্বো মুউন্দো ॥ ১২ ॥

মদ। অথ কিং ॥ ১৩ ॥

অশো। অধ কধং তাএ লজ্জাতরলাএ হিঅঅং তুএ ণাদং ॥ ১৪ ॥

মদ। বৎসে তাবদেব ত্রপাবর্ম্ম বালানাং হৃদয়ে স্থিরং।
যাবদ্বিষমবাণস্য ন পতন্তি শিলীমুখাঃ ॥ ১৫ ॥

অশোক। তহবি কিং তাএ তুজ্ঝ ফুডীকিদং তুম্মেহিং বা অণুমিদং ॥ ১৬ ॥

অনুসর্ত্তব্যো মুকুন্দঃ ॥ ১২ ॥

অথ কথং তস্যা লজ্জাতরলায়া হৃদয়ং তয়া জ্ঞাতং ॥ ১৪ ॥

বৎসে ॥ ১৫ ॥

তথাপি কিং তয়ৈব স্ফুটীকৃতং যুষ্মাভির্বা অনুমিতং ॥ ১৬ ॥

মদ। অয়ি সরলে! এই খানেই জিজ্ঞাসা করিতেছ? ॥ ১১ ॥

অশো। আপনি কি এক্ষণে মুকুন্দের নিকট যাচ্ছেন? ॥ ১২ ॥

মদ। হাঁ বাছা ॥ ১৩ ॥

অশো। আপনি কি করিয়া লজ্জাতরলা শ্রীরাধার হৃদ্বিকার জান্‌তে পারিলেন? ॥ ১৪ ॥

মদ। বাছা! যাবৎ পুষ্পধনুর (কন্দর্পের) বিষম-শর হৃদয়াকাশে অবকাশ না পায়, তাবৎকালই বালারমণীদিগের হৃদয়ে লজ্জাকবচ স্থির থাকে ॥ ১৫ ॥

অশো। তবু আপনার নিকট শ্রীরাধা কি মানস প্রকাশ করিলেন এবং আপনারই বা কি অনুভব হইল? ॥ ১৬ ॥

মদ। ময়ৈবানুমিতং ॥ ১৭ ॥

অশোক। কথং বিজ্ঞ ॥ ১৮ ॥

মদ। শশিনি নয়নপাতো নাদরাত্তুন্মদানাং
রুতমনু চ পিকানাং কর্ণরোধশ্ছলেন।
প্রতিবচনমপার্থং যৎ সখীনাং কথাসু
স্মরবিলসিতমস্যাস্তেন কিঞ্চিৎ প্রতীতং ॥ ১৯ ॥

কথমিব ॥ ১৮ ॥

তেন হেতুনা ॥ ১৯ ॥

মদ। বাছা! আমিই অনুভব করিয়াছি ॥ ১৭ ॥

অশো। কি প্রকার? ॥ ১৮ ॥

মদ। শ্রীরাধা চন্দ্রের প্রতি নেত্রপাত করিতে অনাদর করিতেছেন, মদমত্ত কোকিলের কলধ্বনি শুনিয়া ছলপূর্ব্বক কর্ণরোধ করিতেছেন। সখীগণ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার বিপরীত প্রত্যুত্তর দিতেছেন, অতএব এই সকল কারণেই তাঁহার হৃদ্বিকার অনুভব হইতেছে ॥ ১৯ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

সিন্ধুরা রাগ।

সখি! কি কব সে সব কথা। রাধার অন্তর হয় জ্বর জ্বর পাইয়া সে সব ব্যথা ॥ ধ্রু ॥

সেই সে অবলা, বৃষভানুবালা, কখন না জানে দুখ। তার দুখ দেখি, শুন প্রাণসখি, বিদরে আমার বুক ॥ না করে আদর, হেরি শশধর, দেখিলে মুদয়ে আঁখি। শুনি পিকবাণী, কর্ণে দিয়া পাণি, ছল করি রোধে দেখি ॥ সখীর

গান্ধার রাগেণ।

হরিহরি চন্দনমারুতপিকরুতমনুতনুরতনুবিকারং।
তিরয়িতুমিব সা কতি কতি সহসা রচয়তি ন শিশুবিহারং॥ ১॥
উপনতমনসিজবাধা। অভিনবভাবভরানপি দধতী শিবশিব সীদতি রাধা॥ ধ্রু॥
অবিধয়-নিশ্চল-নয়নযুগল-গলদম্বুকণাননুবারং।

হরিহরিত্যব্যয়ং খেদে বর্ত্ততে॥ ১॥
শিবশিবত্যব্যয়ং খেদে বর্ত্ততে॥ ২॥

গান্ধার রাগ।

আহা! সেই ক্ষীণাঙ্গীর চন্দনতরুসংসর্গি মলয়ানিলের সংস্পর্শ ও কোকিলের কলনাদ শ্রবণ করায় যে কন্দর্পবিকার আবির্ভাব হইতেছে, তাহা তিরোহিত করিবার নিমিত্ত তিনি সহসা কত কত না বালচেষ্টা বিস্তার করিতেছেন॥ ১॥

হায়! ঐ কন্দর্প বাধান্বিতা শ্রীরাধা অভিনব ভাব সকল সঙ্গোপনার্থ কতই না খেদান্বিতা হইতেছেন, হরিহরি! তাঁহার অবিরল নিশ্চল নয়নযুগল হইতে বারম্বার যে অম্বুকণা

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

বসনে, থাকে অন্য মনে, ডাকিলে না কয় কথা। উত্তরে উত্তর, কহে কথান্তর, চিত আরোপিত তথা॥ অতএব শুন, মদন বেদন, জানিলাম অনুমানে। তার দুখ দেখি, প্রাণ কাঁদে সখি, এ দাস লোচন ভণে॥ ১৯॥

কর্ণাট রাগ।

কি কহব রে সখি মনসিজবাধা। নব নব ভাবভরে তনু পুলকিত শিবশিব জপতহি রাধা॥ ধ্রু॥

রহসি হঠাদুপযাতি সখীমনুরচয়তি সৌহৃদসারং ॥ ২ ॥

গজপতিরুদ্র-মনোহরমহরহরিদমনুরসিকসমাজং।

রামানন্দরায়কবিভণিতং বিহরতু হরিপদভাজং। ৩ ॥ ২০ ॥

মদ। ত্বং পুনঃ কুত্র প্রস্থিতাসি ॥ ২১ ॥

অশো। অহং পি তাএ ভণিদা সহি অহিণঅ-পউমদল-সেজ্জা

অহমপি তয়া ভণিতা সখি অভিনবপদ্মদলশয্যাপর্য্যুৎসুকাস্মি তস্মাদুপ-

---

বিগলিত হইতেছে, তাহাই সম্বরণ করিবার জন্য হঠাৎ নির্জন প্রদেশে গিয়া সখীজনের প্রতি অতিশয় প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন ॥ ২ ॥

রামানন্দরায় কবি বর্ণিত সঙ্গীত যাহা গজপতি প্রতাপরুদ্রের মনোহর তাহা হরিচরণপরায়ণ রসিকজনসমাজে নিরন্তর বিহার করুক। ৩ ॥ ২০ ॥

মদ। তুমি আবার কোথা যাইতেছ ? ॥ ২১ ॥

অশো। আমাকে শ্রীরাধা আজ্ঞা করিয়াছেন ?

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

শীতল-চন্দন-পরসে সমাকুল পিকরুতে শ্রবণহি ঝাপ। মলয়সমীর পরসে হই জ্বর জ্বর থর থর নিশি দিশি কাঁপ ॥ অলিকুল গান শুনই বরনাগরী উথলত মদনবিকার। গুরু-পরিবাদ গোপত লাগি নাগরী রচয়তি বালকবিহার ॥ নয়ন-যুগলে গল বারি নিরন্তর ঝামরু বদন সরোজে। তিমির-তিরোহিত নিভৃত নিকেতনে চিন্তই ব্রজকুলরাজে ॥ রায়িক বদন বেদন হেরি সুন্দরি ফাটত হৃদয় হামারি। পামরি লোচনদাস মরি যায়ব সো দুখ সহই না পারি ॥ ২০ ॥

পজ্জুস্সুঅম্হি তা উবণে হি তাবিসাইং পউমদলাইং অদো তদত্থং পত্থিদাম্হি ॥ ২২ ॥

মদ। (স্বগতং) অয়ে অতিনিষ্ঠুরং বিলসতি পুষ্পচাপঃ শ্রুতং ময়া।

সা দক্ষিণানিল-কুহূরুত-ভৃঙ্গনাদ-
ব্যাজৃম্ভমাণমদনা সুচিরং বিচার্য্যং।
কিঞ্চিৎ সখীং শশিমুখীং সুমুখী বিবিক্তে
পর্য্যাকুলাক্ষরমিদং নিজগাদ রাধা ॥ ২৩ ॥

তোড়ী বরাড়ী রাগেণ।

বিদলিত-সরসিজ-দলচয়-শয়নে।
বারিত-সকল-সখীজননয়নে ॥

নয় তাদৃশানি পদ্মদলানি অতস্তদর্থং প্রস্থিতাস্মি ॥ ২২ ॥

"সখি! আজ আমার অভিনব কমলদলের শয্যায় শয়ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে অতএব সেই প্রকার সুকোমল কমল-দল লইয়া আইস" এ কারণ যাইতেছি ॥ ২২ ॥

মদ। (স্বগত অর্থাৎ মনে মনে) অহো! পঞ্চশর কি নিষ্ঠুর-রূপে বিলাস করিতেছে। আমি শুনিয়াছি শ্রীরাধা দক্ষিণানিল, কুহূরব ও ভৃঙ্গনাদে প্রোদ্দীপ্ত মদনাতুরা হইয়াছেন এবং বহুক্ষণ যাবৎ বিচার করিয়া পরে আপনার কোন শশিমুখী সখীকে নির্জনে গদ্গদবাক্যে এই বলিয়াছেন ॥২৩

তোড়ী বরাড়ী রাগ।

সখি শশিমুখি! সখীগণের নেত্রপাত না হয় এমতরূপে

বলতি মনো মম সত্বরবচনে।
পূরয় কামমিমং শশিবদনে ॥ ২ ॥
অভিনব-বিষ-কিশলয়চয়-বলয়ে।
মলয়জরস-পরিষেবিত-নিলয়ে ॥ ধ্রু ॥
সুখয়তু রুদ্রগজাধিপচিত্তং।
রামানন্দরায়কবিভণিতং ॥ ৩ ॥ ২৪ ॥

বিকশিত শতদলের দলসমূহে একটী উৎকৃষ্ট শয্যা সত্বর রচনা করিতে আমার মন অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু যে গৃহে শয়নস্থান নির্ম্মাণ হইবে সেখানে যেন অভিনব কমল সকলের দলসংযুক্ত থাকে এবং তাহাতে যেন দক্ষিণসমীরণের মন্দ মন্দ সঞ্চার হয়, অতএব হে সখি! তুমি আমার এই বাসনাটী পূর্ণ কর। কবিবর রামানন্দ রায় বর্ণিত এই সঙ্গীত গজপতি প্রতাপরুদ্রের চিত্তে সুখ বিস্তার করুক ॥ ৩ ॥ ২৪ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

তোড়ী রাগ।

আর নিবেদন, চন্দ্রাসখি শুন, পুরাও মোর মন কাম।
শয়নমন্দিরে, আনহ সত্বরে প্রফুল্ল নলিনীদাম ॥ ধ্রু ॥
গোপত করিয়া, শেয বিছাইয়া, দেহ না সুন্দরি মোরে।
যেন অন্যজনে, না হেরে নয়নে, বিরলে বলিল তোরে ॥
মন্দির মাঝারে, মলয়জনীরে, সেচন করলো ধনি। না কর বিলম্ব, কুসুম কদম্ব, শীঘ্র দেহ মোরে আনি ॥ ৩ ॥ ২৪ ॥

মদ। সাধয় শিবাঃ সন্তু তে পন্থানঃ। অহমপি মুকুন্দ-মনুসরিষ্যামি ॥ ২৫ ॥

অশো। তা বন্দিজ্জসীতি নিক্রান্তা ॥ ২৬ ॥

মদ। (পরিক্রম্য আকাশে লক্ষ্যং বদ্ধা) ভোঃ শুকা জানীত কুত্রায়ং দ্রষ্টব্যো মুকুন্দঃ। কিং ব্রুত ভাণ্ডীরতরুমূলে শশিমুখীদ্বিতীয়ঃ প্রতিবসতীতি। ভবতু নিযোজিতা ময়ৈব তত্র শশিমুখী প্রেত্য কিং ব্রুত ত্বং কুত্র প্রস্থিতা-সীতি। তত্রৈবাত্মানমপবার্য্য শ্রোতব্যোঽয়ং বৃত্তান্তঃ। ইতি তত্রৈব গচ্ছামীতি নিষ্ক্রান্তা ॥ ২৭ ॥

তস্মাৎ বন্দ্যসে ॥ ২৭ ॥

মদ। বাছা যাত্রা কর, তোমার পথ সকল মঙ্গলপ্রদ হউক, আমিও মুকুন্দের নিকট যাইতেছি ॥ ২৫ ॥

অশোক। দেবি! বন্দনা করি (এই বলিয়া প্রস্থান)।

মদ। (পরিভ্রমণপূর্ব্বক আকাশের প্রতি লক্ষ্য করিরা) অহে শুক পক্ষিগণ! তোমরা কি জান? কোথায় গেলে মুকুন্দের দর্শন পাইব। কি বলিতেছ? কৃষ্ণ শশিমুখীর সহিত দ্বিতীয় হইয়া ভাণ্ডীর তরুমূলে বাস করিতেছেন। ভাল, আমি সেখানে শশিমুখীকে নিযুক্ত করিয়াছি। (পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া) কি বলিতেছ? তুমি কোথা যাইতেছ? আমি সেই স্থানেই গোপনভাবে থাকিয়া বৃত্তান্ত শুনিব, একারণ তথায় যাইতেছি। (এই বলিয়া প্রস্থান) ॥ ২৭ ॥

বিষ্কম্ভকঃ ॥ ২৮ ॥

ততঃ প্রবিশতি শশিমুখীদ্বিতীয়ঃ কৃষ্ণঃ।

কৃষ্ণঃ। ইতইতঃ।

শশি। অনঙ্গপত্রিকামর্পয়তি।

কৃষ্ণঃ। বাচয়তি।

সুইরং বিজ্ঝসি বিঅআং লম্ভইমঅণোকৃখু দুজ্জসং বলিঅং।
দীসসি সঅলদিসাসু ভুমং দীসই মঅণো ণ কুত্তাবি ॥ ২৯ ॥

বিষ্কম্ভকো ভবেদ্ভাবিভূতবস্ত্বংশসূচক ইতি। বৃত্ত বর্ত্তিষ্যমাণানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ। সংক্ষিপ্তার্থস্তু বিষ্কম্ভঃ আদাবঙ্কস্য দর্শিতঃ ॥ ২৮ ॥

সুদৃঢ়ং বিধ্যসি হৃদয়ং লভতে মদনঃ খলু দুর্যশোবলীয়ঃ। দৃশ্যসে সকলদিক্ষু ত্বং দৃশ্যতে মদনো ন কুত্রাপি ॥ ২৯ ॥

বিষ্কম্ভক অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ বস্তুর অংশসূচক ॥ ২৮ ॥

অনন্তর শশিমুখী ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। এস এস।

শশি। অনঙ্গপত্রিকা অর্পণ করিলেন।

কৃষ্ণ। পাঠ করিতে লাগিলেন।

যথা—কৃষ্ণ! তুমি আমার হৃদয় দৃঢ়রূপে বেধ করিতেছ, কিন্তু মদনকেই বলবৎ দুর্যশঃ লাভ করিতে হইল, আমি সকল দিকে তোমাকেই দেখিতেছি, কিন্তু মদনকে কোন স্থানে দেখিতে পাই না ॥ ২৯ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

গোণ্ডকিরী রাগ।

শুনবর নাগর কান। তুঁহু মঝু দৃঢ় করি বিন্ধসি পরাণ ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) অয়ে অতিভূমিং গতো রাগঃ। তদাকলয়া-
মৌদাস্যেনাস্যা হৃদয়স্থৈর্য্যং।
(প্রকাশং সাবহিত্থং) সখি।
কোবাহয়ং মদনাভিধঃ কথমিতঃ কিং বাপরাদ্ধং ত্বয়া
যেনায়ং বিদয়ং তুনোতি সুদৃশং কংসস্য কিং কোহপ্যসৌ।
(সাটোপং) তদাদেশয় ক্বাসৌ।

নিদয়ং নির্দ্দয়ং ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণ। (স্বগত) অহে! কি অনুরাগ অসীম! তথাচ ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া ইহাঁর হৃদয়ের স্থৈর্য্য বিধান করি। এই মনে করিয়া প্রকাশ্যরূপে অবহিত্থা পূর্ব্বক (ভাব গোপন করিয়া) কহিলেন, সখি! এই মদন নামক ব্যক্তি কে? কি জন্য ঐ দুষ্ট এখানে আসিয়াছে, আর সুলোচনাই বা তাহার নিকট কি অপরাধ করিলেন যে, সে তাঁহার হৃদয়ে নির্দ্দয়রূপে বেদনা দিতেছে? ও কি কংসের কেহ বটে? এই বলিয়া সাটোপ পূর্ব্বক কহিলেন, বলিয়া দাও ও

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

তুয়া রূপ হেরি মুঝে বিরহ হুতাস। মদনক দোষ ভরমে পরকাশ॥ কোথু নাহি হেরলু এত অবিচার। তুঁহু করো দোষ অপযশ হউ তার॥ দিগ বিদিগে হাম তুয়া রূপ দেখি। কৈছন মদন হাম কাঁহু নাহি পেখি॥ অবজাতি জীবন লেখি দিল মোর। লোচন বচন সকল ভেল তোর॥ ২৯॥

অদ্যৈনং ভুজযুগ্মমাত্রশরণঃ সম্মর্দ্য বালামিমা-
মব্যগ্র্যাং রচয়ামি কিং ময়ি সতি ত্রাসো ব্রজস্ত্রীজনে ॥৩০॥

আপটী ক্ষেপেণ প্রবিশ্য।

বিদূ। ভো বয়স্‌স ণ ক্‌খু এসো কংসস্‌স কো বি অহং জ্জেব মঅণাভিহো তা তুএ কিং মহ বহ্মণস্‌স কাদব্বং ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণঃ। ধিঙ্মূর্খ অলং পরিহাসেন।

বিদূ। ভোঅদি অহ্মাণং পিঅবয়স্‌সস্‌স হত্থে লড্ডুঅজুঅলং তুএ দাদব্বং পিঅবঅস্‌স তত্থ গদুঅ মঅণং নিরাকরিস্‌সদি ॥ ৩২ ॥

ভো বয়স্য ন খলু এষ কংসস্য কোঽপি অহমেব মদনাভিধস্তৎ কিং ত্বয়া মম ব্রাহ্মণস্য কর্ত্তব্যং ॥ ৩১ ॥

ভবতি অস্মাকং প্রিয়বয়স্যহস্তে লড্ডুকযুগলং ত্বয়া দাতব্যং প্রিয়বয়স্য তত্র গত্বা মদনং নিরাকরিষ্যতি ॥ ৩২ ॥

দুরাত্মা কোথায় আছে, আজি আমি আপনার বাহুদ্বয় আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ একাকী ঐ দুর্ম্মদ মদনের মর্দ্দন পূর্ব্বক এই বালাকে অব্যগ্রা (সুস্থির) করিব, কি আশ্চর্য্য! আমি বর্ত্তমানে ব্রজস্ত্রীজনের এত ত্রাস? ॥৩০॥

অনন্তর উত্তরীয় ক্ষেপণ করিতে করিতে বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ। ভো বয়স্য! এ কংসের কেহই নয়, আমারই নাম মদন, আমি ব্রাহ্মণ, তুমি আমার কি করিতে পারিবে! ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণ। অরে মূর্খ! আর পরিহাসের প্রয়োজন নাই।

বিদূ। অহে শশিমুখি! তুমি আমাদের এই প্রিয়বয়স্যের

মদ। (কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে নিসৃষ্টার্থেঽয়ং দূতী। যতঃ।

ইয়ং তদ্বচো বৃন্দাবনে মাধবসন্নিধৌ।

রাধারূপকথাব্যাজাদ্বাচাসক্তিকোবিদা॥

(নিরূপ্য বিহস্য)।

অমূষ্যাঃ প্রোন্মীলৎ কমলমধুধারা ইব গিরো

নিপীয় ক্ষীবত্বং গত ইব চলন্মৌলিরধিকং।

উদঞ্চৎ কামোঽপি স্বহৃদয়কলাগোপনপরো

হরিঃ স্বৈরং স্বৈরং স্মিতসুভগমূচে কথমিদং॥

বিন্যস্তকার্য্যভারা স্যাদ্দ্বয়োরেকতরেণ বা। যুক্ত্যোভৌ ঘটয়েদেষা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে॥

হাতে দুইটী লড্ডুক দাও, তাহা হইলেই ইনি সেই খানে গিয়া মদনকে পরাজিত করিবেন॥ ৩২॥

মদ। লতাজালে অবস্থিতি পূর্ব্বক (কর্ণ পাতিয়া) অহো! এই দূতী নিসৃষ্টার্থা অর্থাৎ আদেশানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, যে হেতু এই মেলক-কোবিদা (পণ্ডিতা) দূতী বৃন্দাবনে মাধবসন্নিধানে যে যে বাক্য কহিয়াছে, তাহাতে ছল পূর্ব্বক শ্রীরাধার রূপের কথাই বলিয়া থাকিবে॥

(নিরূপণান্তর উচ্চ হাস্য করিয়া)।

অহো! শশিমুখীর বিকশিত-কমল-মধুধারার ন্যায় বাক্য সকল সাদরে শ্রবণ করত শ্রীকৃষ্ণ মত্ত তুল্য হইয়া শিরঃকম্পন করিতেছেন এবং মদনাবেশে বিবশ হইয়া আপনার হৃদ্বিকার সকল গোপন পুরঃসর হাস্যবদনে কহিলেন, এ কি প্রকার?॥

তন্তুবতু অতিভূমিং গতো রাগো মাধুর্য্যমাবহতি ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণঃ। পুনরপি পত্রিকাং বাচয়িত্বা সখিসম্যাগিদং নাবকলিতং।

গোপালবালকবৃতো যমুনাতটান্তে

বৃন্দাবনে কিমপি কেলিকলাং ভজামি।

কস্মাদিয়ং দিশি দিশি স্ফুটরূপভাজং

মামেব পশ্যতি কুরঙ্গকিশোরনেত্রা ॥ ৩৪ ॥

সামগুজ্জরী রাগেণ।

গোপকুমারসমাজমিমং সখি পৃচ্ছ কদাঽনুগতোঽহং।

কথমিব মামনু পশ্যতি দিশি দিশি কথমিব কলয়তিমোহং ॥১॥

সখি পরিহর বচনবিলাসং। গোপশিশূনাং বিদিতমিদং মম জনয়তি গুরুপরিহাসং ॥ ধ্রু ॥

তাহাই হউক। অনুরাগ অসীমরূপে বর্দ্ধিত হইয়াই মাধুর্য্য বহন করে ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণ। (পুনরায় পত্রিকা পাঠ করিয়া) সখি! ইহা সম্যক্ রূপে বোধগম্য হইল না।

আমি গোপবালক সঙ্গে লইয়া যমুনাতীরবর্ত্তি বৃন্দাবনে কোন কেলিকলা ভজনা করিয়া থাকি, কি রূপে এই বাল-হরিণনেত্রা দিগ্বিদিকে স্ফূর্ত্তিরূপশালি আমাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৩৪ ॥

সামগুজ্জরী রাগ।

সখি! এই গোপকুমারসমাজে জিজ্ঞাসা কর, আমি কখন্ সেখানে গিয়াছি, কি প্রকারেই বা শ্রীরাধা আমাকে দেখিলেন, কেনই বা তাঁহার মোহ জন্মিতেছে, সখি! বাগ্বিলাস ত্যাগ

যদিচ কুলাচলয়াপি কুলস্থিতিরনয়া পরিহরণীয়া।
কিমিতি তদা ময়ি রতিরতিবিকলা বালে কিল করণীয়া ॥২
গজপতিরুদ্র-মুদে মধুসূদনবচনমিদং রসিকেষু।
রামানন্দরায়কবিভণিতং জনয়তু মুদমখিলেষু ॥ ৩ ॥ ৩৫ ॥

কর, ইহা যদি গোপশিশু সকলের বিদিত হয়, তাহা হইলে আমার গুরুতর পরিহাস জন্মিবে। যদিচ তিনি আপনার কুলাচল অপেক্ষাও কুলমর্য্যাদাকে বিসর্জন দিতেছেন, তথাপি আমি বালক, আমার প্রতি তাঁহার অযোগ্যা রতি বিধান করা উচিত নয়। গজপতি প্রতাপরুদ্রের সন্তোষ নিমিত্ত রামানন্দ-রায় রচিত এই মধুসূদনের বচন রসিকসমাজের আনন্দ বর্দ্ধন করুক ॥ ৩৫ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

সামগুজ্জরী রাগ।

সখি তেজ হাস পরিহাস। যদি এ বচন, শুনে সখাগণ, মোর হবে সর্ব্বনাশ ॥ ধ্রু ॥ অহে শশিমুখি, জিজ্ঞাসহ দেখি, ব্রজবালকের স্থানে। তার অনুগত, কভু নন্দসুত, নহে স্বপনে শয়নে ॥ এ সব চাতুরি, সখি পরিহরি, যাহ আপনার বাস। সেই কুলবালা, অবলা অখলা, রটাইবি তার হাস ॥ আর নিবেদন, চন্দ্রাসখি শুন, সেই পতিব্রতা বালা। তেজি কুলধর্ম্ম, মোর সনে মর্ম্ম, করিলে না যাবে জ্বালা ॥ হাম অতি বালা, পিরিতে বিকলা, না হবে তাহাতে সুখ। মদনদাহনে, দগধি পরাণে, বিদরিবে তার বুক ॥ চতুর নাগর, কপট সাগর, চাতুরি তরঙ্গে ভাসে। শুনি শশিমুখী, ছল ছল আঁখি, লোচন-দেখিয়া হাঁসে ॥ ৩৫ ॥

শশি। (স্বগতং) অহো পিঅসহীএ অত্থাণাণুরাও তা কিং এত্থ কাদব্বং ॥ ৩৬ ॥

বিদূ। ভো কিং এদাএ দুট্‌ঠ গোবীবীদাএ ভণিদাএ বঅস্‌স পেক্‌খ পেক্‌খ।

রইঅরচলিদা হংসী মগ্‌গই চ্ছাঅং কমলগুচ্ছস্‌স।

প্রিয়সখ্যাঃ অস্থানানুরাগঃ তৎ কিমত্র কর্ত্তব্যং ॥ ৩৬ ॥

ভোঃ কিমেতয়া দুষ্ট গোপীপুত্রিকায়া। ভণিতয়া বয়স্য পশ্য পশ্য। রবি-

---

শশি। (স্বগত) অহো! প্রিয়সখীর অস্থানে অনুরাগ, অতএব এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য? ॥ ৩৬ ॥

বিদূ। বয়স্য! এই দুষ্ট গোপীপুত্রিকার কথায় প্রয়োজন কি? দেখ দেখ এই হংসী খরতর রবিকরে চলিতা হইয়া কমলগুচ্ছের ছায়া অন্বেষণ করিতেছে, কিন্তু ঐ

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

পঠমঞ্জরী রাগ।

কানুক কঠিন বচন শুনি শশিমুখী থরথর অঙ্গহি কাঁপ। হেট মুণ্ড করি রহলি ধরণীধরি রায়ি স্মঙরি করু তাপ ॥ ধ্রু ॥ হরি হরি কাহে চিন্তলি ধনী শ্যামক লেহ। পীযূষ ভরম করি কালকূট ইচ্ছলি অব জ্বলি যাঅব দেহ ॥ সুশীতল চাঁদ ভরমে হই আকুল সুদৃঢ় করলি অনুরাগ। গণইতে চাঁদ না ভেল সোই নাগর ভৈগেল যনু উপরাগ ॥ এসব সম্বাদ শুনব যব নাগরী তব কিয়ে হোএ না জান। লোচনবচন শুনহ বর সুন্দরি কানুক কঠিন পরাণ ॥ ৩৬ ॥

মারুঅধুঅতরআত্তা পেক্‌খসি জং তং নিআরেদি ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) অহো বচনভঙ্গী ধূর্ত্তস্য। (প্রকাশং) ধিঙ্মূর্খ কিমপ্রস্তুতমালপসি ॥ ৩৮ ॥

বিদূ। ভো বঅস্‌স মএ জ্জেব পত্থুদং ভণিদং ॥ ৩৯ ॥

মদ। (স্বগতং) সর্ব্বথা কৃতার্থাসি অয়ে রাধিকে ॥ ৪০ ॥

শশি। (প্রকাশং) মহাভাঅ অসরিসং তুম্হারিসাণং অনুগদবঞ্চণং ॥ ৪১ ॥

করচলিতা হংসী মৃগয়তি ছায়াং কমলগুচ্ছস্য। মারুতধূততরাত্মা পশ্যসি যত্তাং নিবারয়তি ॥ ৩৭ ॥

ভো বয়স্য ময়ৈব প্রস্তুতং ভণিতং ॥ ৩৯ ॥

মহাভাগ অসদৃশং ত্বাদৃশানাং অনুগতবঞ্চনং ॥ ৪১ ॥

কমলগুচ্ছ বায়ুবেগে আপনার আত্মাকে কম্পিত দেখিয়াই যেন কম্পনচ্ছলে ঐ হংসীকে নিবারণ করিতেছে ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণ। (বিদূষকের বাক্য শুনিয়া মনে মনে কহিলেন) অহো! এই ধূর্ত্তের কি বাগ্‌ভঙ্গী (অনন্তর প্রকাশ করিয়া) অরে মূর্খ! ধিক্ তোরে, কি অপ্রাসঙ্গিক আলাপ করিতেছিস্? ॥ ৩৮ ॥

বিদূ। অহে বয়স্য! আমি প্রাসঙ্গিকই বলিতেছি।

মদ। (এতৎ শ্রবণে স্বগত) অয়ে রাধিকে! তুমি সর্ব্বপ্রকারে কৃতার্থা হইলে ॥ ৪০ ॥

শশি। (প্রকাশ করিয়া) অহে মহাভাগ! ভবাদৃশজনের অনুগত বঞ্চনা অসদৃশ ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণঃ। ভদ্রে অন্যদপ্যাকলয়।

দয়িতো দয়িতস্তস্যা বালেয়ং কুলপালিকা।

অকাণ্ডে কিমসৌ মুগ্ধে ধত্তামাচারবিপ্লবং॥ ৪২ ॥

বিদূ। ভোদি অম্মাণং পিঅবঅস্সো ধম্মসরণো তাওসরদু

ভবতি অস্মাকং প্রিয়বয়স্যো ধর্ম্মশরণঃ তদপসরতু ভবতী। ভবতি মা

কৃষ্ণ। ভদ্রে! আর দেখ, তিনি কুলপালিকা বালা, তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রিয়, অতএব হে মুগ্ধে! তবে কেন তিনি অনবসরে সদাচারে জলাঞ্জলি দিতেছেন॥ ৪২ ॥

বিদূ। অরে দুষ্ট গোপালিকে! আমাদের প্রিয়বয়স্য ধার্ম্মিক হইয়াছেন অতএব তুই এখান হইতে পলায়ন কর॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

কামোদ রাগ।

ছাড়হ চাতুরি, শুনল সুন্দরি, তোরে বলি আমি সার। সে কুলকামিনী, ভুবনমোহিনী, দয়িতবল্লভ তার॥ ধ্রু॥ তাহে রাজসুতা, রূপ গুণে যুতা, সকল ভুবনসীমা। কি সুখ লাগিয়া, রাখালে ভজিয়া, কুল হারাইবে রামা॥ এ সব বচন, না শুন কখন, শুনলো পরাণ সখি। তোর পরিহাসে, এই হবে শেষে, কলঙ্ক রটিবে দেখি॥ নাগরের কলা, না বুঝে অবলা, সরল তাহার মন। হৃদয়ে বিষাদ, গণয়ে প্রমাদ, আশ্বাসয়ে দাস লোচন॥ ৪২ ॥

সামগুজ্জরী রাগ।

শুন বর নাগর কান। তুহ চরিত হাম কিছুই না জান॥ধ্রু

ভোদী। (কৃষ্ণস্য হৃদি হস্তং দত্ত্বা) ভোদী মা উত্তম্ম সা জ্জেব। পিঅবঅস্সস্স হিঅএ কুরকুরাঅদি। তা মএ জ্জেব ফুড়ং কাদব্বং সর্ব্বং। (কর্ণে ভো বঅস্স) তুম্মেহিং পি সা সিবিণে বারসহস্সং দিট্‌ঠা। এহ্নিং কীস অত্থিজ্জন্তো অপ্পা অত্থাবিজ্জদি॥ ৪৩॥

উত্তাম্য সৈব প্রিয়বয়স্যস্য হৃদয়ে কুরকুরায়তে তস্মাৎ ময়ৈব স্ফুটং কর্ত্তব্যং সর্ব্বং। ভো বয়স্য যুষ্মাভিরপি সা স্বপ্নে বারসহস্রং দৃষ্টা ইদানীং কস্মাদর্থ্যমান আত্মা অর্থাপয়সি॥ ৪৩॥

(অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে হস্তপ্রদানপূর্ব্বক কহিলেন) অয়ি গোপালিকে! উত্তরলা হইও না, এই দেখ আমার প্রিয়-বয়স্যের হৃদয়ে সেই কুরঙ্গনয়না কুর কুর করিতেছে। অতএব আমাকেই সেই সকল ব্যক্ত করিতে হইল। (তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে বলিতে লাগিলেন) বয়স্য! তুমি যাহাকে স্বপ্নাবস্থায় সহস্রবার দেখিয়া থাক, এখন সেই প্রার্থ্যমানা বরাঙ্গনাকে প্রত্যাখান করিতেছ? ॥ ৪৩॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

শয়নে স্বপনে তুঁহ হেরি রূপ তার। রাধে রাধে বোলসি লাখ লাখ বার॥ হৃদয়ক মাঝে ভাবসি তাক নাম। কাহে কপট অব কর গুণধাম॥ অব সো অনুরাগিণী ভেজল দূতী। তুঁহ কাহে উপেখল তাকর পাঁতি॥ যাচত লছমী চরণে কর দূর। শেষে দুখ পাওবী মূরখ চতুর॥ সুজনক না হোই এত অবিচার। লোচনদাস কহত রসসার॥ ৪৩॥

কৃষ্ণঃ। ধিঙ্মূর্খ মম স্বপ্নবৃত্তান্তঃ কথং ত্বয়া জ্ঞাতঃ।

বিদূ। সিবিণে বি কিং পরিহরসি তহিং জ্জেব অম্হেহিং পি দিট্‌ঠং॥ ৪৪॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতঃ) যদ্যপ্যনেন বাচাটবটুনা পরিহাসশীলতয়া আলপিতং তথাপি সম্বাদো বৃত্তঃ। ভবতু তথাপি জিজ্ঞাসনীয়স্বভাবা হি বালারমণ্যঃ। (প্রকাশং) ভদ্রে তন্নিবর্ত্যতাং অসদৃশাৎ সাহসাদিয়ং বালা। বিদূষকং প্রতি। বয়স্য তদেহি বয়মপি বৎসাহরণায় যামঃ।

স্বপ্নেপি কিং পরিহরসি অপি তু ন তস্মিন্নেবাস্মাভিরপি দৃষ্টং॥ ৪৪॥

কৃষ্ণ। অরে মূর্খ! ধিক্ তোরে, তুই আমার স্বপ্নবৃত্তান্ত কি প্রকারে জান্‌লি?

বিদূ। বয়স্য! তুমি কি আমাদিগকে স্বপ্নে পরিত্যাগ করিয়া থাক? কখনই কর না, অতএব স্বপ্নেতেই আমার দেখিয়াছি॥ ৪৪॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে বিচার করিলেন) যদিচ এই বাচাল ব্রাহ্মণবালকটা পরিহাসরূপে আলাপ করিল, তথাপি যথার্থ বৃত্তান্তই উদ্ভাবিত হইল, হউক, কিন্তু বালা রমণীর স্বভাব সকল জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য।

(অনন্তর প্রকাশ করিয়া শশিমুখীর প্রতি কহিলেন) ভদ্রে! সেই বালাকে অসদৃশ সাহস হইতে নিবর্ত্ত কর। (পরে বিদূষকের প্রতি কহিলেন) বয়স্য! আইস আমরা বৎস অন্বেষণ করিতে যাই। (শশিমুখীর প্রতি) ভদ্রে!

ভদ্রে ত্বমপি সানুনয়মেনাং নিবর্ত্তয়েতি ॥ ৪৫ ॥

মল্লার রাগেণ।

শশিনি ন রাগং ভজতে নলিনী। রবিমনুনৈব বৃষস্যতি রজনী ॥ ১ ॥ কুলবনিতানামিদমাচরিতং। পরপুরুষাধিগমে গুরুদুরিতং ॥ ২ ॥ শশিমুখি বারয় বারিজবদনাং। অনুচিতবিষয়বিকস্বরমদনাং ॥ ধ্রু ॥ সা যদি গণয়তি ন কুল-

কুলস্ত্রীণামিদমাচরণং কাক্কা নৈবেত্যর্থঃ। কথং তত্রাহ পরপুরুষেতি। গুরু দুরিতমিতি উৎকটং পাপং ভবতীত্যর্থঃ ॥

তুমিও সেই বালাকে অনুনয় করিয়া নিবর্ত্ত কর ॥ ৪৫ ॥

মল্লার রাগ।

সখি! মনোমধ্যে বিচার করিয়া দেখ, যেমন শশধরের প্রতি নলিনী অনুরাগিণী হয় না, রজনী যেমন দিবাকরকে পতি বলিয়া মানে না, তদ্রূপ কুলবনিতাদিগেরও আচরণ, কেন তাহারা পরপুরুষের প্রতি রতি বিধান করিবে? তাহাতে নিশ্চয়ই গুরুতর পাপ হয়। অতএব হে শশিমুখি! সেই বারিজবদনাকে নিবারণ কর, কেন তিনি অনুচিত বিষয়ে উদ্দীপ্ত মদনবিকারা হইতেছেন? অপর তিনি যদি কুলা-

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

মঙ্গলরাগ।

সখি বিচারিয়া দেখ মনে। নিজপতি বিনে, সতী অন্যজনে, না হেরে নয়নকোণে ॥ ধ্রু ॥ দেখ অনুমানি, কখন নলিনী, শশধরে নাহি ভজে। হেরি দিনমণি, সেই সে যামিনী, স্বপনে না কভু মজে ॥ যে বা কুলবতী, তার এই রীতি, নিশ্চয় বলিল তোরে। সেই পদ্মমুখী, শুন প্রাণ সখি,

চরিত্রং। কিমিতি বয়ং কলয়াম ন চিত্রং॥ ৩॥ উদয়তু রুদ্রগজাধিপহৃদয়ে। রামানন্দভণিতমতিসদয়ে ॥ ৪৬॥

ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে॥ ৪৭॥

॥ * ॥ ইতি ভাবপরীক্ষা নাম দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥ ২ ॥ * ॥

চারকে গণনা না করেন, তবে আমরাই বা কেন আশ্চর্য্য না দেখিব, অবশ্য তাঁহাকে নিবারণ কর? এই রামানন্দরায় ভণিত সঙ্গীত গজপতি প্রতাপরুদ্রের সদয়হৃদয়ে উদিত হউক॥ ৪৬॥

এই বলিয়া সকলের প্রস্থান॥ ৪৭॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে ভাবপরীক্ষা নাম দ্বিতীয় অঙ্ক॥ * ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

বিনয়ে বুঝাবে তারে॥ তেজি কুলধর্ম্ম, অনুচিত কর্ম্ম, সে ধনীর উচিত নয়। এ কথা শুনিয়া, কাঁপে মোর হিয়া, সখি নিবেদিবে তায়॥ কৃষ্ণের বচন, শুনিয়া তখন, সজল শশির আঁখি। আশ্বাসি লোচন, করে নিবেদন, তব কিবা দোষ সখি॥ ৪৬॥

—— ০ঃ*ঃ০ ——

জগন্নাথবল্লভ নাটকং।

তৃতীয়াঙ্কঃ।

ততঃ প্রবিশন্তি অশোকমঞ্জরী।

অশোক। অত্র সুদং মএ মঅণিআএ বনদেঅদাএ সসিমুহীএ সদ্ধং কিম্পি রহস্সং কুণন্তী। মাহবীলদামণ্ডব সআসে পিঅসহী চিট্ঠদি তা পেক্খিঅ গমিস্সং। (অগ্রতো-হবলোক্য সমুপসর্প্য চ) অএ এদাও লহু লহু কিম্পি ওম্পন্তি তা ণ জুজ্জদি এত্থ পবিসিদুং। ইতি নিষ্ক্রান্তা॥ ১

অয়ে শ্রুতং ময়া মদনিকয়া বনদেবতয়া শশিমুখ্যা চ সার্দ্ধং কিমপি রহস্যং কুর্ব্বতী মাধবীলতামণ্ডপসকাশে প্রিয়সখী তিষ্ঠতি তৎপ্রেক্ষ্য গমিষ্যামি॥
অয়ে এতা লঘু লঘু কিমপি জল্পন্তি তন্ন যুজ্যতেঽত্র প্রবেষ্টুং॥ ১॥

অনন্তর অশোকমঞ্জরীর প্রবেশ।

অশো। অয়ে! আমি শুনিতে পাইলাম, মদনিকা বন-দেবতা ও শশিমুখীর সহিত শ্রীরাধা কোন রহস্য করিতে করিতে মাধবীকুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন, অতএব তাঁহাকে দেখিয়াই গমন করি। (অনন্তর অগ্রে অবলোকন করত নিকটে গিয়া) অহে! ইহাঁরা ধীরে ধীরে কি কথা কহিতেছেন, অতএব এখানে প্রবেশ করা উচিত নয়? এই বলিয়া প্রস্থান॥ ১॥

ততঃ প্রবিশতি শশিমুখী মদনিকাভ্যাং প্রবোধ্যমানা-রাধা।

রাধা। (দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বস্য) সচ্চকং জ্জেব পরিহিদম্হি মাহবেণ ॥ ২ ॥

সামগুজ্জরী রাগেণ।

কুলবনিতাজন-ধৃতমাচারং। তৃণবদগণয়ং গলিত-বিচারং ॥ ১ ॥ শিবশিব কিম্বাচরিতমশস্তং। বিধিরধুনা বদ বশয়তু কস্তং ॥ ধ্রু ॥

শিশুরপি যুবতিরিবাহিতভাবা। বিগলিত লজ্জিতমহমিব

সত্যকমেব পরিহৃতাস্মি মাধবেন ॥ ২ ॥

বিধির্বিধানং। তং কৃষ্ণং ॥ ৩ ॥

অনন্তর শশিমুখী ও মদনিকা-কর্ত্তৃক প্রবোধ্যমানা হইয়া শ্রীরাধার প্রবেশ।

রাধা। (দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সত্যই মাধব আমাকে পরিত্যাগ করিলেন ? ॥ ২॥

সামগুজ্জরী রাগ।

হায়! আমি কুলবনিতাদিগের গৃহীত আচার অবিচার পূর্ব্বক তৃণতুল্য গণ্য করিলাম। হরি হরি! কি অযোগ্য কার্য্যই করা হইল, সখি! এক্ষণকার বিধান কি বল, কে

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

যথা রাগ।

সখি বল উপায় কি করি। প্রাণ মোর সদা কান্দে, মন-স্থির নাহি বান্ধে, কে মোরে মিলায়ে দিবে হরি ॥ কুলভয় ত্যায়াগিল, তৃণ করি না মানিল, আগে হাম না কৈল বিচার।

কা বা ॥ ২ ॥ গজপতিরুদ্রমুদে সমুদিতং। রামানন্দরায়-
কবিগীতং। ৩ ॥ ৩ ॥

শশি। বিণ্ণিদো জ্জেব সব্বো বুত্তন্তো তা সঅং জ্জেব
বিআরী অদূ ॥ ৪ ॥

রাধা। (সংস্কৃতমাশ্রিত্য)
শ্রাবং শ্রাবং সুসাম শ্রুতিসমিতপরব্রহ্ম বংশীপ্রসূতং
দর্শং দর্শং ত্রিলোকীবরতরুণকলাকেলিলাবণ্যসারং।

বর্ণিত এব সর্ব্ববৃত্তান্তঃ তৎ স্বয়মেব বিচার্য্যতাং ॥ ৪ ॥
সুসাম শান্ত শ্রুতিসমিতং বেদতুল্যং চ যৎ বংশ্যাপ্রসূতং পরব্রহ্ম তৎ পুনঃ

কৃষ্ণকে বশীভূত করিবে? শিব শিব! শিশু হইয়া যুবতির
ভাব লাভ করিয়াছি, হা কষ্ট! আমার তুল্য আর লজ্জাহীনা
কে আছে? রামানন্দরায় বর্ণিত এই সঙ্গীত গজপতি প্রতাপ-
রুদ্রের আনন্দ সম্পাদন করুক ॥ ৩ ॥

শশি। সকল বৃত্তান্তই বর্ণন করিলাম, যাহা কর্ত্তব্য বিচার
করুন ॥ ৪ ॥

রাধা। (সংস্কৃতভাষায়) সখি! মনোহর সামবেদ তুল্য

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

এবে হইল বিপরীত, নিদারুণ ভেল নাথ, নিশ্চয় না কৈল
অঙ্গীকার ॥ হায় সখি কি মোর করম গতি মন্দ। হাম অতি
শিশুমতি, যুবতির সম রীতি, আচরিয়ে না মিলে গোবিন্দ ॥
গোকুলমণ্ডল মাঝে, কোন ধনী ত্যজে লাজে, মোর সম নহে
বাউলিনী। লোচন বচন মন, জাতি কুল সমর্পণ, তবু নাহি
হেরি নীলমণি ॥ ৩ ॥

ধ্যায়ং ধ্যায়ং সমুদ্যদ্দ্যুমণিকুমুদিনীবন্ধুরোচিঃ সরোচি-
শ্ছায়ং শ্রীকান্তসঙ্গং দহতি মম মনো মাং কুকূলাগ্নিদাহং ॥৫
শশি। সহি মুঞ্চ অত্থাণাগহং ॥ ৬ ॥

পুনঃ শ্রুত্বা। দ্যুমণিঃ সূর্য্যঃ। কুমুদিনীবন্ধুশ্চন্দ্রঃ। কুকূলাগ্নিস্তুষাগ্নিঃ ॥ ৫ ॥
সখি মুঞ্চ অস্থানাগ্রহং ॥ ৬ ॥

তরুণ, যিনি সাক্ষাৎ কেলিকলা (কন্দর্প) সমতুল, বংশীপ্রসূত নাদ ব্রহ্ম শুনিয়া শুনিয়া ত্রিলোকসুন্দর নবীন তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া এবং এককালীন উদিত দিন-নাথ ও নিশানাথের সদৃশ শোভাশালি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া ধ্যান করিয়া আমার মন তুষানলের ন্যায় আমাকে দগ্ধ করিতেছে ॥ ৫ ॥
শশি। প্রিয়সখি! অস্থানে আগ্রহ পরিত্যাগ কর? ॥ ৬ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

যথা রাগ।

সখি কৃষ্ণরূপ গুণ ধ্যান, সে মুখের বেণুগান, শুনি মন সতত উল্লাস। মদন কুসুমবাণ, তাহে করে সন্ধান, ঘুচাইল জীবনের আশ ॥ বল সখি কি দোষ আমার। ভেজাইয়া বেণু দূতী, হরিনিল মোর মতি, প্রাণনাথ নন্দের কুমার ॥ ধ্রু ॥ সেই পদ্মলোচন, যবে কৈল দরশন, সেই হইতে প্রাণ মোর কান্দে। সে লাবণ্যামৃত নিধি, কবে মিলায়ব বিধি, মন মোর স্থির নাহি বান্ধে ॥ তাহাতে প্রবল রিপু, সদা দহে মোর বপু, তুষানলে যেমতি দগধি। হাম নারী অবলা, তাহে সখি এত জ্বালা, হায় হায় এই কৈল বিধি ॥ ৫ ॥

(সংস্কৃতমাশ্রিত্য)

যদ্যদ্ব্যঞ্জিতমঞ্জনপ্রতিকৃতৌ কৃষ্ণে তদর্থং ময়া
তত্তত্তেন নিবারিতং শিশুদশাভাবপ্রকাশৈরলং।
আস্তামুৎকলিকাপ্রসূনবিগলন্মাধ্বীকনদ্ধং বিষং
কৃষ্ণধ্যানমিতোঽন্যতঃ সুবদনে সঙ্কল্পমাকল্পয় ॥ ৭ ॥

ব্যঞ্জিতং প্রকাশিতং। ইতোঽন্যতঃ শ্রীকৃষ্ণাদন্যস্মিন্ পুরুষে। সুবনে হে সুমুখি। সঙ্কল্পং মানসং কর্ম্ম ॥ ৭ ॥

(সংস্কৃতভাষায়) তোমার জন্য সেই অঞ্জনাকৃতি কৃষ্ণের নিকট যাহা যাহা ব্যক্ত করিলাম, তিনি তাহা তাহাই নিবারণ করিয়া আপনার শৈশবভাব প্রকাশ দ্বারা তৎসমুদায়কে ব্যর্থ করিলেন। হে সুবদনে! শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান থাকুক, উহা চিন্তাকুসুমগলিত মধুমিশ্রিত বিষ, অতএব কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য পুরুষে মানস কর? ॥ ৭ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

সিন্ধুড়া রাগ।

রাধিকা হে তুহুঁ বৃথা কর অনুতাপ। শ্যামক নাম ছোড়ি, আন ভজ সুন্দরি, হামে করহ ধনি মাপ ॥ ধ্রু ॥ তুয়া গুণ গাঁথি হাম, নাগর নিয়রে, কহলি বিবিধ পরকার। শুনইতে করু হাস, নিঠুর সোই নাগর, না বুঝল পিরিতি বেভার ॥ শ্যাম গোঁয়ার, হাম বুঝল রে সখি, শুন তুহুঁ বচন সুঠাম। তুহুঁ বর নাগরী, রূপে গুণে আগোরি, হাসাওবি আপনার নাম ॥ অঞ্জন সদৃশ, হৃদয় তহুঁ অঞ্জন, সরল হৃদয় নহু কান। সুজন তুঁহু রাই, কুজন সোই নাগর, তাকর প্রেম গরল সমান ॥ বহু উতরোল, না হই বর নাগরি, সহজে সহজে লেহ কাজ। লোচন বচন, শুনহ বরমোহিনি, মিলব নাগররাজ ॥ ৭ ॥

স্নহয়ী রাগেণ ॥

হীনং পতিমপি ভজতে রমণী। কেশরিণং কিমু কলয়তি হরিণী ॥১॥ রাধিকে পরিহর মাধবরাগময়ে ॥ ধ্রু ॥ ক্ষীণে শশিনি চ কুমুদবনীয়ং। ভজতি ন ভাবং কিমু রমণীয়ং ॥২॥ সুখয়তু গজপতিরুদ্র নরেশং। রামানন্দরায়গীতমনিশং ॥৩॥ ॥৮॥

স্নহয়ী রাগ।

সখি! পতি যদি হীনও হয়, তথাপি রমণী তাহাকেই ভজনা করে, হরিণী কি সিংহের শৌর্য্যবীর্য্য দেখিয়া তাহাতে অনুরক্তা হয়? হে রাধিকে! মাধবের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ কর? শশিকে ক্ষীণ দেখিয়া কুমুদবন কি রমণীয় ভাব ভজনা করে না? রামানন্দরায় বর্ণিত এই সঙ্গীত গজপতি রুদ্র নরনাথের হৃদয়কে সুখী করুক ॥ ৮ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

স্নহয়ী রাগ।

আর মঝু বাণী শুনহ বর রাই। মাধবরাগ পরিহর ঘর যাই ॥ ধ্রু ॥ তুঁহু বর সুন্দরী অখিল জগত সার। কুল শীল ধৈরয ধরমে অপার ॥ পতিবরতাক এমত নহু রীত। নিজ পতি ছোড়কে না করু অনুচিত ॥ অকৃতি পতি যদি হয় গুণ হীন। তবু কুলকামিনী তাক অধীন ॥ কেশরী অলখি না ভুলত হরিণী। সুশীতল চাঁদ না ভজত নলিনী ॥ কুল বনিতাগণ এমত বেভার। পরপুরুষাধিগমন দুরাচার ॥ এত শুনি নাগরী হওল উদাস। আশ্বাস করত দীন লোচনদাস ॥৮॥

রাধা। (সাস্রং) দেবি মদনিকে কঃ প্রকারঃ।

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ।
অন্যো বেদ ন চান্য দুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং
দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হাহা বিধেঃ কা গতিঃ ॥৯॥

বাশ্রবং বশীভূতং। বচনেস্থিত আশ্রব ইত্যমরঃ॥ ৯ ॥

রাধা। (শশিমুখীর বাক্য শুনিয়া সজলনয়নে কহিলেন) দেবি মদনিকে! প্রকার কি?

হরি ত প্রেমচ্ছেদের বেদনা অবগত নহেন, প্রেমও স্থানাস্থান বোঝে না, মদনও আবার আমাদিগকে দুর্ব্বলা বলিয়া জানিতেছে না। হা কষ্ট! অন্যে কি কখন অন্যের দুঃখ সকল অবগত হয়? জীবনও আবার আমার বশীভূত নয়, যৌবন ত দুই তিন দিন মাত্র, হরি হরি! বিধাতার কি গতি? ॥ ৯ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

দুঃখী বরাড়ী রাগ।

সখি হে কি কহব সে সব দুখ। আমার অন্তর, হয় জর জর, বিদরিয়া যায় বুক ॥ ধ্রু ॥ প্রেমের বেদন, না জানে কখন, নিদয় নিঠুর হরি। কুলিশ সমান, তাহার পরাণ, বধিতে অবলা নারী ॥ প্রেম দুরাচার, না করে বিচার, স্থানাস্থান নাহি জানে। সে শঠ লম্পট, কুটিল কপট, নিশি দিশি পরে মনে ॥ হাম কুলবতী, নবীনা যুবতি, কানুর পিরিতি কাল। তাহাতে মদন, হইয়া দারুন, হৃদয়ে হানয়ে শেল ॥ আনের বেদন, আনে নাহি জানে, শুনলো পরাণসখি। মোর মনোদুখ, তুমি নাহি

মদ। কথমেবং উত্তাম্যসি যতঃ।

সম্যাকৃষ্টা দূরাৎ কিমপি যদি সা কেতকিবন-

প্রসূনেনোন্মীলৎ স্বরভিভরসারেণ নিয়তং।

অথ ভ্রামং ভ্রামং রজসি রসমালোক্য ন মনা-

গপিপ্রান্তপ্রাপ্তা পরিহরতি তন্নো মধুকরী॥ ১০॥

রাধিকা। (ধৈর্য্যমবলম্ব্য) পরিত্যক্ত এবেত্যর্দ্ধোক্তেন (সসাধ্বসোৎকম্পং) দেবি নায়ং মমাপরাধঃ যতঃ॥

তং কেতকিবনপ্রসূনং নো নিষেধার্থে নো পরিহরতি অপি তু হরত্যেব॥ ১০॥

মদ। কেন এ প্রকার উত্তরলা হইতেছ? দেখ নববিকশিত কেতকিবনকুসুমের মনোহর সৌরভ দ্বারা মধুকরী দূর হইতে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু যখন সে ঐ কুসুমের উপর ঘূরিতে ঘূরিতে পুষ্পরজে রস দেখিতে না পায়, তখন ঐ মধুকরী নিকটে আসিয়াও কি তাহাকে ত্যাগ করে না? অবশ্য ত্যাগ করিয়া থাকে॥ ১০॥

রাধা! (ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক) তবে ত্যাগই করিলাম, এই বলিয়া ভীতচিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে গদ্গদস্বরে কহি-

---

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

দেখ, আন জনে কাঁহা লখি॥ কি দোষ তোমার, পরাণ আমার, সেহ মোর বশ নয়॥ কানু বিরহেতে, বলিলে যাইতে, তথাপি প্রাণ না যায়॥ নারীর যৌবন, দিন দুই তিন, যেন পদ্মপত্রের জল॥ বিধি মোরে বাম, না হেরিল শ্যাম, আমার করম ফল। সখীর সদন, করি বিলপন, সজলনয়ন ধনী। হেরিয়া লোচন, আশ্বাস বচন, কহে যুরি দুই পাণি॥ ৯॥

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং
তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃতমভূৎ।
(ক্ষণং স্থিত্বা দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য)
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতা ॥ ১১ ॥

মদ। (স্বগতং) অতিভূমিং গতোঽস্যা অনুরাগস্তদতিপ্রিয়-কথনেনান্যমানসং রচয়ামি। (প্রকাশং) বৎসে পশ্য পশ্য ॥ ১২ ॥

যস্মিন্ সময়ে এষ মধুরিপুঃ। বর্ত্তমানপ্রায়ে লট্ এষ্যতীত্যর্থঃ। তস্মিন্ সময়ে ॥ ১১ ॥

লেম, দেবি! আমার কোন অপরাধ নাই, কেননা অকস্মাৎ যখন মধুরিপু আমার নয়নগোচর হইয়াছিলেন, তখনই পোড়া মদন সহসা আমার চিত্ত হরণ করিয়া লইল।

অনন্তর (স্তব্ধ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) কহিলেন, দেবি! পুনরায় যে সময়ে ঐ মধুরিপু ক্ষণ-কালের নিমিত্তও আমার নয়নপদবী গত হইবেন, তদ্দণ্ডেই সেই সকল দণ্ডকে রত্ন দিয়া খচিত করিব ॥ ১১ ॥

মদ। (স্বগত) অহো! ইহাঁর অনুরাগ কি অসীম! যাহা হউক, অতিশয় প্রিয়কথন দ্বারা ইহাঁকে অন্যমনস্ক করি। অনন্তর (প্রকাশ করিয়া বলিলেন) বাছা! দেখ দেখ! ॥ ১২ ॥

যোঽয়ং ত্বয়া স্বকরপুষ্করসিক্তমূলঃ
সম্বর্দ্ধিতঃ সুতনু বালরসালশাখী।
জাতঃ স তে মুকুলদন্তুরমৌলিরীষ-
ন্মন্যে তদেব মধুপাঃ প্রিয়মালপন্তি ॥ ১৩ ॥

রাধা। (সত্রাসোৎকম্পং) হলা শশিমুখি স্মর্ত্তব্যাস্মি।

মদ। (স্বগতং) অহো কেয়মনর্থপরম্পরা স্বয়মুপস্থিতা। (প্রকাশং) বৎসে মাতিবিক্লবাভূঃ উপলক্ষিতমেবাস্য সানুরাগহৃদয়ং ॥ ১৪ ॥

পুষ্করং জলং। রসালশাখী আম্রবৃক্ষঃ। স রসালশাখী। তদেব তস্মাদ্ধেতোঃ ॥ ১৩ ॥

বৎসে। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ ১৪ ॥

তুমি আপনার করকমল দ্বারা যাহার মূলদেশে জল সেচন করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছ, সেই এই রসাল (আম্র) তরুর অগ্রভাগ ঈষৎ মুকুলিত হইয়াছে। হে সুতনু! আমার বোধ হয়, তাহাতেই এই সকল মধুকর মধুর আলাপ করিতেছে ॥ ১৩ ॥

রাধা। (ত্রাসের সহিত উৎকম্পিত হইয়া) কহিলেন, অলো শশিমুখি! আমাকে স্মরণ রাখিও ?

মদ। (স্বগত) আঃ! কি সর্ব্বনাশ! এ কি অনর্থ পরম্পরা স্বয়ং উপস্থিত হইল ? (অনন্তর প্রকাশ করিয়া কহিলেন) বৎসে! ব্যাকুলা হইও না, তোমার প্রতি মাধবের হৃদয় সানুরাগ লক্ষিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

দেশাগরাগেণ।

সরসকথাসু কথং পুলকাচিতমাননকমলমজস্রং।
কলয়তি চারু হসিত নব বলিতং পরিহৃতকেলিসহস্রং॥ ১
মুগ্ধে পরিহর শঙ্কিতমধিকমহ্‌য়ে॥ ধ্রু॥
আদর-মধুরমিমামনুবেলং কথমালপতি সসারং।
সুমুখি সখীং তব তদপি মনো বত কলয়তি কিমু ন বিচারং॥২
গজপতিরুদ্রনরাধিপহৃদয়ে বসতু চিরং রসসারে।
রামানন্দরায় কবিভণিতং পরিচিতকেলি বিচারে। ৩॥১৫॥

চিরং চিরকালং বাপ্য॥ ১৫॥

দেশাগরাগ।

বাছা! তোমার প্রতি যদি শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় অনুরক্তই না হইবে, তবে কেন তোমার শশিমুখী সখীর সরস কথা সকলে তাঁহার বদনসরোজে নিরন্তর পুলকাচিত হইবে? কেনই বা তিনি সহস্র সহস্র ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া মন্দ মন্দ হাস্য করিবেন। অতএব হে মুগ্ধে! অতিশয় শঙ্কা পরিত্যাগ কর, এই সকল কারণ আলোচনা করিয়া কি তোমার মন বিচার করিতেছে না? রামানন্দরায় কবি বিরচিত এই সঙ্গীত রসকেলি বিচার চতুর গজপতিরুদ্র নরেন্দ্রের হৃদয়ে বিরাজ করুক॥ ১৫॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

ধানসী।

রাধে কাহে কর হৃদয়ে অনুতাপ। শঙ্কিত পরিহর মিলব

রাধা। দেবি।

অনুমিতমম্বুপয়োদে তনুপরিকলিতা দাবানলজ্বালা।
বপুরতিললিতং বালা শিবশিব ভবিতা কথং হরিণী ॥১৬॥

ভবিতা জীবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥

রাধা। দেবি! খরতর দাবদাহে দহ্যমান দেহা হইয়া সুকুমারী হরিণবালা কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবে! হায়! উদিত ঘনে ঘন বর্ষণ হইবে অনুমান করিয়া কি জীবন রক্ষা পায় অর্থাৎ হে সখি! জীবন গেলে জলে আর কি করিবে ॥ ১৬ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

নাগরবর শুন মঝু বচন আলাপ ॥ ধ্রু ॥ শশিমুখী সখী যব ভেজলি বর মোহিনী তহুঁ নিকুঞ্জে হাম থেহ। তিরই নিজ অঙ্গ শুনল শঠ চাতুরী যত যত কহলহি নাহ ॥ রসময় বচন শুনই বর নাগর পুলকবদনে করু হাস। নিশি অবশেষে অরুণকিরণে যনু সরসী সরোজ পরকাশ ॥ সতত কেলিরস, পরিহরি মাধব, আদরে শুন তুয়া নাম। মদনশরাসনে, জর জর অন্তর, অকুশল শত নাহি মান ॥ মন্দ বিচলিত, মলয়জ চন্দন, ভেলি সখি ভসম সমান। বিরহ হুতাসনে, জর জর তনু মন, ছটফট করত পরাণ ॥ ফলল মনস্তরু, শুন বর নাগরি, অব সখি না হও উদাস। ধৈরয ধর চিতে, আনব সোই নাগর, কহত দীন লোচনদাস ॥ ১৫ ॥

যথা রাগ।

সখি চাতকিনী আছে জল আশে। উদয় নবীন ঘন,

মদ। বৎসে নিযোজিতাপি ময়া মাধবী তৎপরিজ্ঞানায় ত্বৎ-
প্রতিচ্ছন্দক সনাথ চিত্রফলকহস্তা ॥ ১৭ ॥

(ততঃ প্রবিশতি চিত্রফলকহস্তা মাধবী।)

মাধবী। দেবি বন্দে ॥ ১৮ ॥

মদ। বচ্ছে স্বাগতং তেহপি বিদিতং রহস্যং ॥ ১৯ ॥

মাধবী। অথ কিং ॥ ২০ ॥

প্রতিচ্ছন্দকঃ প্রতিমূর্ত্তিঃ ॥ ১৭ ॥

মদ। বৎসে! স্থির হও, মাধবের অভিপ্রায় জানিতে আমি
মাধবীকে নিযুক্ত করিয়াছি, সে তোমার চিত্রফলক লইয়া
মাধবসন্নিধানে গিয়াছে ॥ ১৭ ॥

(চিত্রপট হস্তে করিয়া মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। দেবী! বন্দনা করি ॥ ১৮ ॥

মদ। বৎসে! তোমার কুশল ত, অভিপ্রায় জানিতে
পারিয়াছ? ॥ ১৯ ॥

মাধবী। তবে কি? ॥ ২০ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

অলখি তাহার মন, আনন্দলহরী নীরে ভাসে ॥ ধ্রু ॥ চিরকাল
ধেয়াইয়া মেঘে রহে তাকাইয়া, তাহে বিধি হইল বিপরীতি।
দারুণ সে ঝঞ্ঝাবাতে, মেঘ নিল অন্য পথে, চাতকিনীর কি
হইবে গতি ॥ সে মেঘ বিনা বাঁচে না, অন্য জল পিয়ে না,
তৃষ্ণায় মরে অবলা পরাণে। হায় বিধি এই কি কৈলা, দেখা-
ইয়া হরিলীলা, তোর বুদ্ধি অন্ধের সমানে ॥ ১৬ ॥

মদ। তদাবেদয় ॥ ২১ ॥

মাধবী। ফলকমাবেদয়তি ॥ ২২ ॥

রাধা। (সলজ্জং) ফলকং যাচতে ॥ ২৩ ॥

মাধবী। দেহি মে পারিতোষিকং ॥ ২৪ ॥

মদ। (স্বগতং)

ধ্রুবং তদস্যা হৃদয়ং প্রতীত্য
স্ফুটং মুকুন্দোঽপি চকার রাগং।
ভগ্নঃ কদাচিদ্যদয়ং প্রমাদাৎ
প্রেমাঙ্কুরো যোজয়িতুং ন শক্যঃ।
(প্রকাশং) বচ্ছে উপনয় ফলকং ॥ ২৫ ॥

মাধবী। মনাগ্দর্শয়িত্বাঞ্চলেনাচ্ছাদয়তি ॥ ২৬ ॥

উপনয় দেহি ॥ ২৫ ॥

মদ। বাছা! বল দেখি ॥ ২১ ॥

মাধবী। অমনি চিত্রপটখানি প্রদান করিতে উদ্যত ॥ ২২ ॥

রাধা। (সলজ্জে)! সখি দাও দাও, আমি একবার দেখি ॥২৩

মাধবী। আমাকে আগে পারিতোষিক দাও ॥ ২৪ ॥

মদ। (স্বগত) নিশ্চয়ই শ্রীরাধার হৃদয় স্পষ্টরূপে জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণও অনুরাগী হইয়াছেন, কেননা প্রমাদ বশতঃ প্রেমাঙ্কুর একবার ভগ্ন হইয়া গেলে আর তাহা সংযোজন করা দুঃসাধ্য। (প্রকাশ করিয়া) বাছা মাধবি! শ্রীরাধাকে চিত্রফলকটী দাও ॥ ২৫ ॥

মাধবী। ঈষৎ দেখাইয়া পুনরায় বস্ত্রাঞ্চলে আচ্ছাদন করিলেন ॥ ২৬ ॥

শশি। বলাদ্‌গৃহীত্বাবলোকয়ন্তি। অএ কধং এদাইং অকৃখ-
রাইং ইতি বাচয়তি।

মা শঙ্কিষ্ঠাঃ সুমুখি বিমুখীভাবমেতস্য ন স্যা-
দানন্দায় প্রথমমুকুলা পদ্মিনী কস্য কামং।
আঘ্রায়ৈব প্রশিথিলধৃতির্গন্ধমস্যাস্তথাপি
নালম্বেত ক্ষণমপি যুবা কিং নু মধ্যস্থভাবং॥ ২৭॥

অয়ে কথমেতানি অক্ষরাণি। এতস্য ন স্যাং অপি তু সর্ব্বস্যৈব স্যাৎ। অস্যাঃ প্রথমমুকুলায়াঃ পদ্মিন্যাঃ। কিং নালম্বেত অপি তু আলম্বত এব। মধ্যস্থভাবং তটস্থভাবং॥ ২৭॥

শশি। বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া দেখিলেন, অয়ে! কতক-
গুলি অক্ষরপঙ্‌ক্তি। এই বলিয়া পড়িতে লাগিলেন।
যথা—অয়ি সুমুখি! আমার বিমুখীভাব দেখিয়া হৃদয়ে
কোন শঙ্কা করিও না, প্রথম বিকশিতা নলিনী কাহার না
আনন্দের নিমিত্ত হয়? যদিচ ঐ নববিকশিতা পদ্মিনীর
মনোহর সৌরভভরে তরুণ ব্যক্তির ধৈর্য্য শিথিল হয়
সত্য, তথাপি সে ক্ষণকালের নিমিত্তও কি তটস্থভাব
আশ্রয় করে না? ॥ ২৭॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

যথা রাগ।

শুনহ সুমুখী, নহ মনদুখী, হৃদয়ে না ভাব ত্রাস। প্রথমে
মুকুলা, চটুল নলিনী, কারে না করে উল্লাসে॥ ধ্রু॥ জন মনো-
হর, সৌরভ তাহার, যদি মধুকর পায়। শিথিল ধৈরয়, হই

মাধবী। সহি বড্‌ঢসে পিআণুরাএণ ॥ ২৮ ॥

রাধা। (দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বস্য) হলা কহিং দাণীং অহ্মাণং ঈরিসং ভাঅধেঅং। (মদনিকাং প্রতি) এত্থ কো অত্থো ॥ ২৯ ॥

মদ। তবৈতদেব হৃদয়ং প্রতীত্য
স্ফুটং মুকুন্দোঽপি চকার রাগং।

সখি সুখং বর্দ্ধসে প্রিয়ানুরাগেণ ॥ ২৮ ॥

অত্র কোঽর্থঃ ॥ ২৯ ॥

মাধবী। (হাস্যবদনে) সখি! আর কি! এখন প্রিয়ানু-রাগসুখে বর্দ্ধিতা হও ॥ ২৮ ॥

রাধা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) হালো সখি! কোথায় এখন আমাদের ওপ্রকার ভাগ্য! (অনন্তর মদনিকার প্রতি) দেবি! এ সকল অক্ষরপঙ্‌ক্তির অর্থ কি? ॥২৯॥

মদ। বাছা! তোমার এরূপ হৃদয় জানিতে পারিয়া মুকুন্দও

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

অলিরাজ, আকুল হইয়া ধায় ॥ শুন শুন হে পরাণপ্রিয়া। তব গুণগ্রাম, শুনিয়া সে নাম, ছাড়ি উদাসীন হইয়া ॥ কপট বিমুখ, তাহে মন দুখ, না ভাব সুন্দরি তুমি। তোমার পিরিতি, নবীন আরতি, ছলেতে জানিল আমি ॥ আর না ভাব পরাণ রাধা। তুমি হে আমার, আমি হে তোমার, ঘুচাও মনের বাধা ॥ কৈতব তেজিল, এত লিখি দিল, বিনা মূলে তব দাস। পড়িয়া লিখন, হাঁসে সখীগণ, লোচন মন উল্লাস ॥ ২৭ ॥

ভগ্নঃ কদাচিৎ যদয়ং প্রমাদাৎ
প্রেমাঙ্কুরো যোজয়িতুং ন শক্যঃ ॥
তদ্বৎসে মাতিবিক্লবাভূঃ। ফলিতোঽস্মাকং মনস্কার-
তরুঃ ॥ ৩০ ॥

রাধা। অজ্জবি ণ পচ্চেমি তা এত্থ ভোদী জ্জেব্ব সরণং ॥৩১

মদ। এষাহং চলিতাস্মি তদনুমন্যস্ব ॥ ৩২ ॥

রাধা। সপ্রণামং (সংস্কৃতমাশ্রিত্য) ভগবতি।
নিকুঞ্জোঽয়ং গুঞ্জন্মধুকরকদম্বাকুলতরঃ

চিত্তপরিপূর্ণতারূপতরুঃ। চিত্তভোগমনস্কার ইত্যমরঃ ॥ ৩০ ॥
অদ্যাপি ন প্রত্যেমি তদত্র ভবত্যেব শরণং ॥ ৩১ ॥

তোমার প্রতি স্পষ্ট অনুরাগ করিয়াছেন, কারণ প্রমাদ বশতঃ যদি কথঞ্চিৎ প্রেমাঙ্কুর ভগ্ন হয়, তবে আর তাহা পুনরায় সংযোজন করিতে পারিব না, ইহার এই অর্থ। অতএব বাছা! তুমি আর অতিশয় ব্যাকুল হইও না, আমাদের মনোরথতরু ফলিত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

রাধা। দেবি! এখনও বিশ্বাস হয় না, তবে এবিষয়ে আপনি এক বলবৎ আশ্রয় ॥ ৩১ ॥

মদ। বাছা! চিন্তা কি? এই আমি চলিলাম, অনুমতি দাও ॥ ৩২ ॥

রাধা। (প্রণাম করিয়া সংস্কৃতভাষায় কহিলেন) ভগবতি! দৃষ্টিপাত করুন, এই নিকুঞ্জ-গৃহ গুঞ্জিত-অলিপুঞ্জে অতি-

প্রযাতঃ প্রায়োঽয়ং চরমগিরিশৃঙ্গং দিনমণিঃ।
মরুন্মন্দং মন্দং তরলয়তি মল্লীমধুকরান্
কিমন্যদ্বক্তব্যং বিধুরপি বিধাতা সমুদয়ং ॥ ৩৩ ॥

কর্ণাটরাগেণ।

মঞ্জুতরগুঞ্জদলিকুঞ্জমতিভীষণং।
মন্দমরুদন্তরগগন্ধকৃতদূষণং ॥
সকলমেতদীরিতং।
কিঞ্চ গুরু পঞ্চশরচঞ্চলং মম জীবিতং ॥ ধ্রু ॥
মত্তপিক দত্তরুজমত্তমাধিকরং বনং।

আধির্মানসীব্যথা। পুংস্যাধির্মানসীব্যথা ইত্যমরঃ॥

শয় আকুল হইয়াছে, দিনমণিও অস্তাচলের শৃঙ্গে গত-প্রায়, মলয়সমীরণও আবার মল্লী-পুষ্পাগত মধুপবৃন্দকে মন্দ মন্দ তরলিত করিতেছে, অধিক কি, বিধুও উদিত-প্রায় হইলেন, অতএব যাহা উচিত বিবেচনা হয় করি-বেন ॥ ৩৩ ॥

কর্ণাট রাগ।

দেবি! অবলোকন করুন। অলিপুঞ্জের মঞ্জুল-গুঞ্জনে এই নিকুঞ্জ গৃহ অতিশয় ভীষণ হইয়াছে, মন্দ মারুত আবার ইহার অন্তর্গত হইয়া গন্ধ দ্বারা দূষিত করিতেছে। আর্য্যে! অধিক কি বলিব, পঞ্চশরের গুরুতর শরাঘাতে আমার এই

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

কানড়া রাগ।

গুঞ্জ অলিপুঞ্জ বহু কুঞ্জে মন মাতিয়া। মত্তপিক দত্তরবে

ভগ্নঃ কদাচিৎ যদয়ং প্রমাদাৎ
প্রেমাঙ্কুরো যোজয়িতুং ন শক্যঃ ॥
তদ্বৎসে মাতিবিক্লবাভূঃ। ফলিতোঽস্মাকং মনস্কার-
তরুঃ ॥ ৩০ ॥

রাধা। অজ্জবি ণ পচ্চেমি তা এত্থ ভোদী জ্জেব্ব সরণং ॥৩১

মদ। এষাহং চলিতাস্মি তদনুমন্যস্ব ॥ ৩২ ॥

রাধা। সপ্রণামং (সংস্কৃতমাশ্রিত্য) ভগবতি।
নিকুঞ্জোঽয়ং গুঞ্জন্মধুকরকদম্বাকুলতরঃ

চিত্তপরিপূর্ণতারূপতরুঃ। চিত্তাভোগমনস্কার ইত্যমরঃ ॥ ৩০ ॥
অদ্যাপি ন প্রত্যেমি তদত্র ভবত্যেব শরণং ॥ ৩১ ॥

তোমার প্রতি স্পষ্ট অনুরাগ করিয়াছেন, কারণ প্রমাদ বশতঃ যদি কথঞ্চিৎ প্রেমাঙ্কুর ভগ্ন হয়, তবে আর তাহা পুনরায় সংযোজন করিতে পারিব না, ইহার এই অর্থ। অতএব বাছা! তুমি আর অতিশয় ব্যাকুল হইও না, আমাদের মনোরথতরু ফলিত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

রাধা। দেবি! এখনও বিশ্বাস হয় না, তবে এবিষয়ে আপনি এক বলবৎ আশ্রয় ॥ ৩১ ॥

মদ। বাছা! চিন্তা কি? এই আমি চলিলাম, অনুমতি দাও ॥ ৩২ ॥

রাধা। (প্রণাম করিয়া সংস্কৃতভাষায় কহিলেন) ভগবতি! দৃষ্টিপাত করুন, এই নিকুঞ্জ-গৃহ গুঞ্জিত-অলিপুঞ্জে অতি-

প্রযাতঃ প্রায়োঽয়ং চরমগিরিশৃঙ্গং দিনমণিঃ।
মরুন্মন্দং মন্দং তরলয়তি মল্লীমধুকরান্
কিমন্যদ্বক্তব্যং বিধুরপি বিধাতা সমুদয়ং ॥ ৩৩ ॥
কর্ণাটরাগেণ।
মঞ্জুতরগুঞ্জদলিকুঞ্জমতিভীষণং।
মন্দমরুদন্তরগগন্ধকৃতদূষণং ॥
সকলমেতদীরিতং।
কিঞ্চ গুরু পঞ্চশরচঞ্চলং মম জীবিতং ॥ ধ্রু ॥
মত্তপিক দত্তরুজমুত্তমাধিকরং বনং।

আধির্মানসীব্যথা। পুংস্যাধির্মানসীব্যথা ইত্যমরঃ ॥

শয় আকুল হইয়াছে, দিনমণিও অস্তাচলের শৃঙ্গে গত-প্রায়, মলয়সমীরণও আবার মল্লী-পুষ্পাগত মধুপবৃন্দকে মন্দ মন্দ তরঙ্গিত করিতেছে, অধিক কি, বিধুও উদিত-প্রায় হইলেন, অতএব যাহা উচিত বিবেচনা হয় করিবেন ॥ ৩৩ ॥

কর্ণাট রাগ।

দেবি! অবলোকন করুন। অলিপুঞ্জের মঞ্জুল-গুঞ্জনে এই নিকুঞ্জ গৃহ অতিশয় ভীষণ হইয়াছে, মন্দ মারুত আবার ইহার অন্তর্গত হইয়া গন্ধ দ্বারা দূষিত করিতেছে। আর্য্যে! অধিক কি বলিব, পঞ্চশরের গুরুতর শরাঘাতে আমার এই

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

কানড়া রাগ।

গুঞ্জ অলিপুঞ্জ বহু কুঞ্জে মন মাতিয়া। মত্তপিক দত্তরবে

সঙ্গসুখগন্ধমপি তুঙ্গভয়ভাজনং ॥
রুদ্র নৃপমাশু বিদধাতু সুখসঙ্কুলং।
রামপদ ধাম কবিরায়কৃতমুজ্জ্বলং ॥ ৩৪ ॥

মদ। বৎসে অস্মিন্ বকুলপাদপোপকণ্ঠে দ্রষ্টব্যাস্মীতি নিষ্ক্রান্তা ॥ ৩৫ ॥

ইতরা অপি নিষ্ক্রান্তাঃ ॥

সঙ্গেন সুখং যস্ত। সঙ্কুলং ব্যাপ্তং। ধাম আশ্রয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

জীবন অতিশয় চঞ্চল হইতেছে, এই সকল মত্ত-পিকের কুহু-রবে হৃদয় কোনক্রমেই সুস্থ হইতেছে না। হা কষ্ট! অঙ্গ ত আবার সঙ্গসুখের নিমিত্ত তুঙ্গভয়ের ভাজন হইতেছে, অতএব হে দেবি! এই ত সমস্তই নিবেদন করিলাম যাহা ভাল বোঝেন করিবেন। রামানন্দরায় বর্ণিত এই সঙ্গীত নৃপবর প্রতাপরুদ্রের হৃদয়ে সুখ বিস্তার করুক ॥ ৩৪ ॥

মদ। বাছা! এই বকুলতরুতলে আমাকে দেখিতে পাইবে ॥ ৩৫ ॥

(তৎপরে সকলের প্রস্থান) ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

ফাটে মঝু ছাতিয়া ॥ বল্লীযুক্ত মল্লীফুল গন্ধসহ মারুতা। কুন্দ-কলি শৃঙ্গ অলি বৃন্দ কাঁহু নৃত্যতা। সখি মন্দ মঝু ভাগিয়া। কান্ত বিনা ভ্রান্ত প্রাণ কাহে রহু বাঁচিয়া ॥ ধ্রু ॥ ভস্মতনু পুষ্পধনু সঙ্গে রস পুরিয়া। অঙ্গ মঝু ভঙ্গ করু প্রাণ যাকু ফাটিয়া ॥ পশ্য মঝু দুঃখ হেরি রোয়ে পশু পাখিরে। বল্লী নবকুঞ্জ ভেল তুঙ্গভয় ভাজিরে ॥ গচ্ছ সখি পুচ্ছ কি বা আনি-দেহ নাহরে। স্পর্শসুখ দর্শ লাগি লোচনক আশরে ॥ ৩৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকে ভাবপ্রকাশ নাম তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামানন্দরায় বিরচিত জগন্নাথবল্লভনাটকে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে ভাবপ্রকাশ নাম তৃতীয় অঙ্ক ॥ * ॥

চতুর্থোঽঙ্কঃ।

ততঃ প্রবিশতি মদনিকা।

মদ। অয়ে শ্রুতং মদনমঞ্জরীমুখাৎ যদ্বকুলপাদপোপকণ্ঠে বটুদ্বিতীয়ো নিবসতি মুকুন্দঃ। তত্তত্রৈব গচ্ছামীতি (পুরতোঽবলোক্য) অয়ে মুকুন্দোঽয়ং বটুনা সহ কিমপি মন্ত্রয়ন্ সবিষাদমাস্তে। তদ্ধ্রুবমেব বিলসিতমত্র কুসুমশায়কেন। তন্মাধবীগুচ্ছান্তরিতা শৃণোমীত্যাত্মানমপবার্য্য স্থিতা।

(অনন্তর মদনিকার প্রবেশ)

মদ। অয়ে! মদনমঞ্জরীর মুখে শুনিলাম, মুকুন্দ বটুর (মধুমঙ্গলের) সহিত মিলিত হইয়া বকুলপাদপের তলে বসিয়া আছেন। তবে সেই খানেই যাইতে হইল (অগ্রে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) অয়ে! এই যে মুকুন্দ বিষণ্ণ চিত্তে বটুর সহিত কি মন্ত্রণা করিতেছেন, অতএব নিশ্চয়ই জানিলাম, এখানে কুসুমশরাসন বিলাস করিতেছেন। যাহা হউক, এই মাধবীগুচ্ছের অন্তরালে থাকিয়া ইহাঁদের পরামর্শটা শুনি। এই বলিয়া শরীর সঙ্গোপন পূর্ব্বক রহিলেন।

ততঃ প্রবিশতি মদনাবস্থাং নাটয়ন্ বিদূষকেণ সহালপন্ কৃষ্ণঃ ॥ ১ ॥

মদ। (স্বগতং)

মালবরাগেণ।

বদনমিদং বিধুমণ্ডলমধুরং বিধুরং বত স্মরশরেণ।

কলয়দনঙ্গশরাহতিমনিশং মলিনমিবেন্দুকরেণ ॥ ১ ॥

মাধববপুরতিখেদং। জনয়তি চেতসি শতধা ভেদং ॥ ধ্রু॥

চন্দ্রমণ্ডলাদপি মধুরং। বিধুরং ম্লানং। চন্দ্রকিরণাহতি কলয়ৎ প্রাপ্নুবৎ পদ্মং যথা বিধুরং তদ্বৎ। অতিখেদং দুঃখযুক্তং ॥

(অনন্তর স্বীয় মদনবিকার আবিষ্কার পূর্ব্বক) বিদূষকের সহিত আলাপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ॥ ১ ॥

মদ। (স্বগত অর্থাৎ স্বয়ং কহিতে লাগিলেন)

মল্লার রাগ।

অহো! মাধবের এই মুখমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডল অপেক্ষাও সুন্দর, ইহা কি না ইন্দুকিরণে মলিনা-নলিনীর ন্যায় নিরন্তর মদন-শরাঘাতে চির-বিধুর হইয়া রহিয়াছে। হা কষ্ট! বাছার এই বপুঃ দেখিয়াই যে আমার চিত্ত শত প্রকারে

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

পুরবীরাগ।

অয়ে দেখিতে লাগয়ে সাধ। অনেক দিবস পরে অলখিনু কালাচাঁদ পরমাদ ॥ ধ্রু ॥

পরিহৃতহারং হৃদয়মুদারং ধূষরিতং বিরহেণ।
মরকতশৈলশিলাতলমাহতমহহ কিমিন্দুকরেণ ॥ ২ ॥
গজপতিরুদ্রং সুকৃতসমুদ্রং শশিকিরণাদপি শীতং।
রামানন্দরায়কবিভণিতং সুখয়তু রুচিরং গীতং। ৩ ॥ ২ ॥

কৃষ্ণঃ। সা চেদুৎপললোচনা সহচরীবক্ত্রেণ মে নির্ভরং

পরিহৃতস্ত্যক্তঃ। ঈষৎ পাণ্ডুস্তু ধূষর ইত্যমরঃ ॥ ২ ॥

বিদীর্ণ হইতেছে, কি দুঃখ! বাছার সরলহৃদয়ে হারগাছটীও নাই, চন্দ্রকিরণাহত মরকত শিলাতলের ন্যায় বিরহে ধূষরিত দেখিতেছি। রামানন্দরায় বর্ণিত এই সঙ্গীত গজপতি প্রতাপ-রুদ্র যিনি পুণ্যসমুদ্র ও চন্দ্রকিরণ অপেক্ষাও সুশীতল, তাঁহাকে চিরসুখী করুক ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) সখে! যদিচ সেই কমলনয়না আপনার সহচরীর মুখে আমাতে নিরতিশয়

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

সে চাঁদ অধর, অতি সুমধুর, এবে সে বিধুর দেখি। অনঙ্গ বিশিখে, অঙ্গ থর থর, ঝুরয়ে কমলআঁখি ॥ উড়ুর নাগর, যেন তার কর, নলিনী মলিনী করে। তেমতি মলিন, কানুর বদন, প্রবল মদনশরে ॥ পরিহরি কেলি, সতত ব্যাকুলি, দেখিয়া বিদরে বুক। বিরহে ধূষর, কানুর শরীর, তাহাতে উপযে সুখ। এতেক বিচারি, মদনসুন্দরী, করয়ে ঈষত হাস। কর-জোড় করি, আশ্বাসে মুরারি, এ দীন লোচন দাস ॥ ২ ॥

যথা রাগ।

সখা হে দেখ মোর দুর্দ্দৈব বিলাস। হেলে হারাইয়া মণি, এবে ঝুড়ে মোর প্রাণী, মন মোর সতত উদাস ॥ ধ্রু ॥

প্রেমাণং প্রকটী চকার ভদয়ং হাসো ময়া কল্পিতঃ।
হা হা শুক্তিধিয়া মহামণিরভূৎ ত্যক্তো ময়া দৈবতো
যায়াল্লোচনগোচরং পুনরিয়ং পুণ্যৈরগণ্যৈর্মম ॥ ৩ ॥

বিদূ। ভো বঅস্স ভণিদং জ্জেব্ব মএ মা এসা অণুরাইণী পরিহরিঅদু ত্তি এহ্নিং কীস উত্তম্মসি। ভোঅণেচ্ছাএ

ভাবপ্রধাননির্দ্দেশাৎ গোচরত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ভো বয়স্য ভণিতমেব ময়া এষা অনুরাগিণী পরিহ্রিয়তামিতি। ইদানীং

প্রেম প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে আমি উপহাস করিয়াছি, হায়! শুক্তি জ্ঞানে মহামণি ত্যাগ করিলাম, দৈববশতঃ পুনরায় যদি তিনি আমার লোচনগোচর হয়েন, তাহা হইলে আর আমার ভাগ্যের পরিসীমা কি? ॥ ৩ ॥

বিদূ। ভো বয়স্য! তোমাকে আগেই বলিয়াছিলাম, এই অনুরাগিণীকে ত্যাগ করিও না, এখন কেন উতলা হই-

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

যবে সেই পদ্মমুখী, অনঙ্গপত্রিকা লিখি, পাঠাইয়া দিল দূতী হাতে। তবে কৈল উপহাস, এবে হয়ে সর্ব্বনাশ, সম্বরিতে নারি সখা চিতে ॥ করি মুক্তি শুক্তিবুদ্ধি, তেজিলাম গুণনিধি, না দেখি উপায় আর সখা। যদি থাকে পূর্ব্ব পুণ্য, নয়নগোচর পুন, তার সহ হবে মোর দেখা ॥ ৩ ॥

নিউত্তাএ লড্ডুঅ মোদএহিং কিং কাদব্বং তা এত্থ অহং জ্জেব্ব উবাও ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণঃ। কথমিব।

বিদূ। অহং বম্হণো মন্তং আবট্টিঅ আবট্টিঅ ইমং আঅড্ডইস্সং ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণঃ। জ্ঞাতং তে ব্রহ্মণ্যং তদাকলয় মদনিকাং ॥ ৬ ॥

মদ। প্রবিশ্য মদনিকা। স্বস্তি বৎসায় ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণঃ। পুরতোঽবলোক্য কথমিয়ং মদনিকা (সপ্রশ্রয়ং) দেবি স্বাগতং তে ॥ ৮ ॥

কস্মাদুত্তামাসি। ভোজনেচ্ছায়াং নিবৃত্তায়াং লড্ডুকমোদকৈঃ কিং কর্ত্তব্যং তদত্রাহমেবোপায়ঃ ॥ ৪ ॥

অহং ব্রাহ্মণো মন্ত্রমাবর্ত্ত্য আবর্ত্ত্য ইমামাকর্ষয়িষ্যামি ॥ ৫ ॥

তেছ? ভোজনের ইচ্ছা না থাকিলে লড্ডুকে কি করিবে, অতএব এখন এ বিষয়ে আমিই উপায় ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ। কি করিয়া।

বিদূ। আমি ব্রাহ্মণ, মন্ত্র পড়িয়া মন্ত্র পড়িয়া ঐ হরিণাক্ষীকে আকর্ষণ করিব ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণ। তোমার ব্রাহ্মণতা জানি, আর গর্ব্ব করিও না, এক্ষণে মদনিকাকে আহ্বান কর? ॥ ৬ ॥

মদ। (প্রবেশ করিয়া) বাছার মঙ্গল হউক, এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণ। (অগ্রে অবলোকন করিয়া) এই যে মদনিকা,

মদ। মহাভাগ মুখচন্দ্রদর্শনেন ॥ ৯ ॥

বিদূ। কুসুমশরবেথিদো অম্হাণং পিঅবঅস্স তা আণীঅদু সা জ্জেব্ব গোবকুমারিয়া ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণঃ। (সশঙ্কং) ধিঙ্মূর্খ নৈবং ভণ ॥ ১১ ॥

বিদূ। অম্হে বম্হণা উজ্জুআ ফুড়ং জ্জেব্ব ভণাম ॥ ১২ ॥

মদ। (সস্মিতং) বৎস অপি নাম অমিথ্যাবচনোঽসি ॥ ১৩ ॥

কুসুমশরব্যথিতোঽস্মাকং প্রিয়বয়স্যস্তস্মাদানীয়তাং সা এব গোপকুমারিকা ॥ ১০ ॥

বয়ং ব্রাহ্মণা ঋজবঃ স্ফুটমেব ভণামঃ ॥ ১২ ॥

অমিথ্যাবচনঃ সত্যবচনস্ত্বং ॥ ১৩ ॥

(প্রণয়ের সহিত) দেবি! আসুন আসুন, আপনকার কুশল ত? ॥ ৮ ॥

মদ। মহাভাগ! তোমার মুখচন্দ্র দর্শনেই সমস্ত কুশল ॥ ৯ ॥

বিদূ। দেবি! আমার প্রিয়বয়স্য কুসুমশরাসনের শরে জর্জ্জরিত হইতেছেন, একারণ সেই গোপকুমারিকাকে লইয়া আইসুন? ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণ। ধিক্ মূর্খ! দেবির অগ্রে এ কথা বলিস্ না ॥ ১১ ॥

বিদূ। আমরা ব্রাহ্মণ, সরলস্বভাব, স্পষ্টই বলিয়া থাকি? ॥ ১২

মদ। (সহাস্যে) বৎস! আমি নিশ্চয়ই জানি, তুমি সত্যবাদী ॥ ১৩ ॥

বিদূ। অধইং পেক্‌খধ পেক্‌খধ এদাইং পউমপত্তাইং

ইতি মর্ম্মরপত্রাণি দর্শয়তি। (সংস্কৃতমাশ্রিত্য) ॥ ১৪ ॥

দুঃখীবড়ারীরাগেণ।

নলিনবনং বনমালিকৃতে কৃতমুজ্‌ঝিতকুসুমপলাসং।

পল্লবমপি বৃন্দাবনমনু কলয়সি ললিতবিকাশং॥ ১ ॥

সরলে পশ্যসি কিমু ন হি কৃষ্ণং। ত্বয়ি নিহিতাশং গলিত-

বিলাসং চাতকমিব ঘনতৃষ্ণং ॥ ধ্রু ॥

বিদূ। তবে কি? দেবি! দেখ দেখ, এই সকল পদ্মের দল, এই বলিয়া মর্ম্মর (অতি শুষ্ক) পত্র সকল দেখা-ইতে লাগিলেন। (সংস্কৃতভাষায়) ॥ ১৪ ॥

দুঃখীবড়ারীরাগ।

দেবি! বনমালির নিমিত্ত পদ্মবনের কুসুম সকলের একটী দলও নাই, বৃন্দাবনে কি নববিকশিত পল্লবও দেখিতে পাই-তেছেন? হে সরলে! আপনি কি বয়স্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না, ইনি আপনার প্রতিই আশা নির্ভর করিয়া বিলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলদতৃষ্ণ চাতকের ন্যায় রহিয়াছেন,

---

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

দুঃখীবড়ারীরাগ।

বিদূ বলে দেবি বৃন্দাবন তরু চাই। নব নব পল্লব কিশ-লয় দলচয় অলখি না পাওবি মাই ॥ ধ্রু ॥

বিধুমিব বীক্ষ্য বিধুন্তুদমানয় চপলমিতি প্রতিবেলং।
বদতি কথং বদ যদি মদনো হৃদি ন বসতি বিরচিতখেলং ॥২
গজপতিরুদ্রমুদং তনুতামিতি রামানন্দরায়সুগীতং।
নিভৃতমনোভব-বিশিখপরাভব-হরিবিরহেণ সমেতং।৩॥১৫

অথ কিং পশ্যত পশ্যত এতানি পদ্মপত্রাণি। অতিশুষ্কপত্রাণি ॥ ১৪ ॥

কৃতে নিমিত্তং। বিধুমিব কঞ্চিদ্বীক্ষ্য কিমুত বিধুং বীক্ষ্য। রাহুমানয় ইতি প্রতিক্ষণং বদতি সতি। নিঃশেষং যথা স্যাত্তথা ভূতো ধৃতো মনোভবস্য কন্দর্পস্য বিশিখস্য বাণস্য পরাভবো যেন তস্য হরেবিরহেণ সমেতং সংযুক্তং ॥ ১৫ ॥

অপর আপনি বলুন দেখি, মদন যদি ইহাঁর হৃদয়ে বিবিধ ক্রীড়া আবিষ্কার করিয়া বাস না করিত, তবে কেন ইনি চন্দ্র দেখিয়া শীঘ্র রাহু লইয়া আইস, শীঘ্র রাহু লইয়া আইস, এ কথা বারম্বার বলিবেন? মদনশরাঘাতে গুরুতর আহত হরিবিরহযুক্ত রামানন্দরায়ের এই সঙ্গীত গজপতি প্রতাপ-রুদ্রের আনন্দ বিস্তার করুক ॥ ১৫ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

সরসিজ কানন, উপরি নিরমায়লু, তোড়ি তোড়ি কুসুম পলাশে। সো সব কানন, অব ভেল মর্ম্মর, কানুক বিরহ-হুতাশে॥ সরলে অলখি না বুঝসি কাজ। দারুণ মনোভবে, জর জর অন্তর, দূর ভেল ধৈরয লাজ॥ সতত কেলিরস, পরিহরি মাধব, চিরদিন রহুঁ তুয়া আশে। যৈছে চাতকগণ, নেহারই গগন, প্রবল পিয়াস পরকাশে॥ হেরি চন্দন চাঁদ,

মদ। কিমেতাবতা ॥ ১৬ ॥

বিদূ। তুমং পি পিঅবঅস্স জাদো জাণিদম্পি ণ আণাসি তা সঅং জ্জেব্ব গদুঅ মএ আণিদব্বা অহম্পি ণিসিট্‌ঠাথো দূদো ইতি গন্তুমিচ্ছতি ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণঃ। উত্তরীয়ে গৃহ্ণাতি ॥ ১৮ ॥

মদ। বৎস কৃষ্ণ কিমিতি ময্যেব গোপয়সি ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণঃ। দেবি কিঞ্চিদ্দ্রষ্টব্যাসি ॥ ২০ ॥

ত্বমপি প্রিয়বয়স্যো জাতঃ জ্ঞাপিতমপি ন জানাসি তৎ স্বয়মেব গত্বা ময়া আনেতব্যা অহমপি নিসৃষ্টার্থো দূতঃ ॥ ১৭ ॥

মদ। (অনভিজ্ঞার ন্যায়) বাছা! এতাবতা কি হইল? ॥১৬॥

বিদূ। তুমি যে প্রিয়বয়স্য হইলে? জানালেও যে জানিতে পার না, তবে গিয়া লইয়া আসি, আমিও নিসৃষ্টার্থ দূত অর্থাৎ অর্পিত কার্য্যভার যুক্তি দ্বারা স্বয়ং সাধন করিতে পারি। এই বলিয়া যাইতে উদ্যত ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণ। অমনি গিয়া উত্তরীয় ধরিলেন ॥ ১৮ ॥

মদ। বাছা! কেন আমার নিকট গোপন করিতেছ ॥ ১৯॥

কৃষ্ণ। দেবি! কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি ॥ ২০ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

গরলসম শঙ্কহি, আনল মলয়সমীরে। বদ বদ সুন্দরি, ইথে কি মনোভব, না বিহরে শ্যাম শরীরে ॥ রতিপতিবিশিখে, পরাভব নাগর, আনিদেহ সো প্রিয়া রাধা। লোচন সমীপে, হেরব যব সো পদ, টুটব চিন্তন বাধা ॥ ১৫ ॥

মদ। বিশ্রব্ধমভিধীয়তাং ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণঃ। তবাস্যাদেতস্যা বদনরুচমাকর্ণ্য শশিনঃ
কৃতাবজ্ঞা যস্মাদয়মপি রুজং তদ্বিতনুতাং।
তদঙ্গেনাসঙ্গং ভজত ইতি যো মে বহুমতঃ
কথং সোঽপি প্রাণৈর্মম মলয়বাতো বিহরতি ॥ ২২ ॥

মদ। (স্বগতং) কৃতার্থাস্মাকং মনোরথেন সার্দ্ধং রাধিকা তদস্যা অপি বিরহাবস্থাং প্রকাশয়ামি। (প্রকাশং) বৎস সাপি লাবণ্যমাত্র শেষা কল্যাণী ॥ ২৩ ॥

অয়ং শশী তত্তস্মাদ্ধেতোঃ। তস্য রাধায়াঃ। যো মলয়বতঃ বহুমতঃ পূজিতঃ। প্রাণৈঃ সহ ॥ ২২ ॥

মদ। বাছা! অব্যাজে বল? ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণ। দেবি! আপনার প্রমুখাৎ সেই সুবদনার বদনসৌন্দর্য্য শ্রবণ করিয়া শশিকে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম, এজন্যই তিনি আমাকে নির্দ্দয়রূপে পীড়া দিতেছেন। অধিক কি যাহাকে বিধুবদনার অঙ্গস্পর্শ করিয়াছে বলিয়া বহু সম্মান করিয়াছিলাম, সেই দক্ষিণসমীরণই বা কি করিয়া আমার প্রাণ হরণ করিতেছে? ॥ ২২ ॥

মদ। (স্বগত) যাহা হউক, আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, এখন রাধা কৃতার্থা হইলেন, অতএব তাঁহারও বিরহাবস্থা বর্ণন করি। (প্রকাশ করিয়া) বৎস! সে কল্যাণীর লাবণ্যমাত্র শেষ ॥ ২৩ ॥

তথাহি।

শিলাপট্টে হৈমে তুহিণ কিরণচন্দনরসৈ-
রিয়ং তন্বী পিষ্টা তনুমনু বিলেপং মৃগয়তে।
ক্ষণং স্থিত্বা হাহা সরসবিসিনীপত্রশয়নে
সমুত্তস্থৌ যাবজ্জ্বলতি ন চিরান্মর্ম্মরমিদং ॥ ২৪ ॥

সামতোড়ী রাগেণ।

নিরবধি নয়নসলিলভবসাদে।
পততি কৃশা পরি চলতি চ পাদে।
মাধব গুরুতর মনসিজবাধা।
হরিহরি কথমপি জীবতি রাধা ॥ ধ্রু ॥

বিসিনী পদ্মিনী। ইদং বিসিনীপত্রং ॥ ২৪ ॥

সাদে কর্দ্দমে। নিবদ্বরস্তু জম্বালঃ পঙ্কোহস্ত্রী সাদকর্দ্দমাবিত্যমরঃ। ইবেতি

বাছা! তিনি অতিশয় ক্ষীণা হইয়াছেন, হিম-শিলায় চন্দন ঘর্ষন করিয়া তনুতে অনুলেপন দিতে চেষ্টা করিতে-ছেন, সখীগণ সজলনলিনীদলে শয্যা নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি তাঁহাকে শয়ন করাইয়া রাখিলে, যাবৎ তনুতাপে কমলদল গুলি মর্ম্মর না হইতেছে, তাবৎ তাহাতে শয়ন করিতেছেন, ক্ষণকাল থাকিয়াই আবার হাহা করিয়া উঠিয়া যাইতে-ছেন ॥ ২৪ ॥

সামতোড়ী রাগ।

মাধব! মনসিজের বাধা অতি গুরুতর, হরি হরি! রাধা অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন, তাঁহার নেত্রজলে ভূমি

নিবসসি চেতসি কথমিব বামং।
শিবশিব সময়সি তদপি ন কামং॥
গজপতিরুদ্র নৃপতিগবিগীতং।
সুখয়তু রামানন্দরায়সুগীতং॥ ২৫ ॥

বাক্যালঙ্কারে। বামং প্রতিকূলং। সময়সি দবয়সি। তদপি তথাপি। অবিগীতং নির্দ্দোষং॥ ২৫ ॥

সকল সিক্ত হইয়া কর্দ্দম হওয়ায় যদিচ তিনি কোন স্থানে পদব্রজে যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু ক্ষীণকায় হেতু সেই কর্দ্দমে গিয়াই পড়িতেছেন. হায়! সেই সরলার চিত্তে বক্র হইয়া কি প্রকারে বাস করিতেছ। শিব শিব! তথাপি তাঁহার কাম উপশম করিতেছ না! রামানন্দরায় বর্ণিত এই সঙ্গীত বিশুদ্ধহৃদয় গজপতিরুদ্রনরপতির সুখ বর্দ্ধন করুক ॥২৫

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

সামতোড়ী রাগ।

মাধব তুঁহু কঠিন পরাণ। সো কুলকামিনী, তুয়া গুণ গণি গণি, নিশি দিশি ঝুড়হ বয়ান॥ ধ্রু॥

চম্পককুসুম, জিতি তনু লাবণী, অব ভেল কালিমকারা। পূণমিক চাঁদ, যৈছে ক্ষীণ অনুদিন, তৈছন হই পরচারা॥ নিরবধি নয়ন, সলিল ভব কর্দ্দম, তাহে অতি ক্ষীণ তনু রাধে। চলই সুমন্থর, চলই না পারই, প্রতিপদে পততিচ সাধে॥ মনসিজ বিশিখে, বিষাদিত অন্তর, হরিহরি মাধব দারুণ বাধা। তব গুণগ্রাম, গরল সম জারল, শিবশিব কথমপি জীবতি রাধা॥ যৈছন চাতক, জলদ নেহারই, কাতর প্রবল পিয়াসে। তৈছন তুঁহুকর, পন্থ নেহারত, ভণে দীন লোচনদাসে॥ ২৫॥

বিদূ। ভোদী সাহসিআও গোবিআও হোন্তি ত্তি তক্কেমি। জং চন্দচন্দনেহিং অণুলেবণং মগ্গেন্তি। অহ্মাণং পিঅবঅস্সো উণ চন্দং পেক্খিঅ দিণঅরং বিঅ উলুঅ কহিং বি উবারিদসরীরো ণঅণজুঅলং মুদ্দিঅ চিট্ঠদি চন্দণাণং বাঅং পি লম্ভিঅ সিদ্ধতন্তং বিঅ ভুঅঙ্গ ইদো উদো ওসরেদি ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) সাধু ভণিতং (প্রকাশং) ধিঙ্মূর্খ মাতি বাচালো ভব ॥ ২৭ ॥

ভবতি সাহসিকা গোপিকা ভবন্তি ইতি তর্কয়ামি যচ্চন্দ্র (কর্পূর) চন্দনৈরনুলেপনং মৃগয়ন্তি অস্মাকং প্রিয়বয়স্য পুনঃ চন্দ্রং প্রেক্ষ্য দিনকরমিব উলূকঃ কুত্রাপি অপবারিতশরীরো নয়নযুগলং মুদ্রয়িত্বা তিষ্ঠতি। চন্দনানাং বাতমপি লব্ধা সিদ্ধতন্ত্রমিব ভুজঙ্গ ইতস্ততোঽপসরতি ॥ ২৬ ॥

বিদূ। হউক, আমি অনুমান করিলাম, গোপিকা সকল সাহসিকা হইয়া থাকিবে। যে হেতু এখনও তাহারা চন্দ্র চন্দনের দ্বারা তনুতে অনুলেপন দিতে ইচ্ছা করিতেছে, কি আশ্চর্য্য! আমার প্রিয়বয়স্য চন্দ্র দেখিলেই সূর্য্যকিরণতাপিত পেচকের ন্যায় কোন স্থানে শরীর সংগোপন পূর্ব্বক নেত্র দুইটী মুদ্রিত করিয়া অবস্থিতি করেন, অকস্মাৎ চন্দনবায়ু অঙ্গে লাগিলে সিদ্ধমন্ত্র জপে ভুজঙ্গের ন্যায় ইতস্ততঃ দৌড়িয়া পলায়ন করেন ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণ। (স্বগত) এ যে সত্য কথাই বলিল। (প্রকাশ্যে) অরে মূর্খ। আর অধিক বাচলতা করিস্ না ॥ ২৭ ॥

মদ। এতস্যা হৃদয়পরীক্ষণায় কতি কতি প্রকাশিতা ন ধর্ম্মাঃ ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং সাশঙ্কং) অপি নাম নিবৃত্তেয়ং মদভিলাষতঃ ॥ ২৯ ॥

মদ। তদস্তু।

যদা নাসৌ দোষং গণয়তি গুরূণাং কুবচনে
ন বা তোষং ধত্তে সরসবচনে নর্ম্মসুহৃদাং।
বিষাভং শ্রীখণ্ডং কলয়তি বিধুং পাবকসমং
তদস্যাস্তদ্বৃত্তং ত্বয়ি গদিতুমত্রাহমগমং ॥ ৩০ ॥

অসৌ রাধা। শ্রীখণ্ডং চন্দনং। কলয়তি পশ্যতি। পাবকসমং অগ্নিতুল্যং। গদিতুং বক্তুং ॥ ৩০ ॥

মদ। বাছা! তুমি শ্রীরাধার হৃদয় পরীক্ষা করিতে কত কত না ধর্ম্ম প্রকাশ করিলা ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে আশঙ্কা করিয়া) দেবি! তিনি কি আমার অভিলাষ ত্যাগ করিলেন? ॥ ২৯ ॥

মদ। বাছা! তাই বটে, তাঁহাকে যখন দেখিলাম গুরুজনের কুবচনে দোষ গণ্য করিতেছেন না, সখীজনের পরিহাসবাক্যে সুখানুভব করেন না, চন্দনে বিষ দেখিতেছেন, চন্দ্র দেখিয়া অগ্নি বোধ করিতেছেন, তখন তোমাকে তাঁহার সেই সকল অবস্থা বলিতেই এই স্থানে আসিলাম ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণঃ। (সোচ্ছ্বাসং)

ত্বঞ্চেদবঞ্চনপরে স্মরবারিরাশে-
রুদ্ধর্ত্তুমেষি তদকারণবৎসলাসি।
তৎ কেশরদ্রুমনিকুঞ্জগৃহে প্রসাদ্য
তামানায়স্ব নয়কোবিদতাং তনুস্ব ॥ ৩১ ॥

মদ। বৎস সত্যমেবেদং ॥ ৩২ ॥

বিদূ। ভোদি উজ্জুএ সচ্চকং জ্জেব্ব এদং এত্থ অহং জ্জেব্ব পড়িভূ বহ্মণো ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণঃ। অলমন্যথা সম্ভাবনয়া কুরু মৎপ্রতীকারং ॥ ৩৪ ॥

ভবতি ঋজুকে সত্যকমেবেদং তত্রাহমেব প্রতিভূর্ব্রাহ্মণঃ ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) দেবি! আপনকার চিত্তে কোন বঞ্চনা নাই, আপনি যখন আমাকে কন্দর্পসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিতে আসিলেন, তখন এ আপনকার নির্হেতু বাৎসল্য। অতএব তাঁহাকে প্রসন্না করিয়া এই কেশরকুঞ্জে লইয়া আসুন, ইহাতেই আপনকার নীতি-জ্ঞতা বিস্তার হইবে ॥ ৩১ ॥

মদ। বাছা! সত্যই আনিয়া দিতেছি ॥ ৩২ ॥

বিদূ। দেবি! তুমি সরলা, মিথ্যা মনে করিও না, যাও তাহাকে শীঘ্র লইয়া আইস। আমি ব্রাহ্মণ এ বিষয়ে প্রতিভূ (জামীন) রহিলাম ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণ। দেবি! অন্য সম্ভাবনার প্রয়োজন নাই, শীঘ্র আমার প্রতীকার করুন? ॥ ৩৪ ॥

মদ। ইয়ং প্রস্থিতাস্মি স্বস্তি বৎসায় ॥ ৩৫ ॥

ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ।

(ততঃ প্রবিশতি সঙ্কেতোচিতবেশা রাধিকা)

রাধা। সহি মাহবি বিপ্পলম্ভী দম্হিভবদীহিং ॥ ৩৬ ॥

রামকেলিরাগেণ।

তিমিরতিরোহিতসরণী।

গিরিষু দরীষু সমেব হি ধরণী ॥

চিরয়তি কিং সখি দেবী।

বিধিরপি ময়ি কিমু ন হি হিতসেবী ॥ ধ্রু ॥

সখি মাধবি বিপ্রলম্ভিতাস্মি ভবতীভিঃ ॥ ৩৬ ॥

তিমিরেতি অন্ধকারাচ্ছন্নমার্গঃ ॥

মদ। এই আমি চলিলাম, বাছার মঙ্গল হউক ॥ ৩৫ ॥

এই বলিয়া সকলের প্রস্থান।

(অনন্তর সঙ্কেতযোগ্য বেশে শ্রীরাধার প্রবেশ)

রাধা। সখি মাধবি! তোমরা কি আমাকে বঞ্চনা করিলা? ॥ ৩৬ ॥

রামকেলিরাগ।

সখি! এই ত পথ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, গিরি গুহা কিছুই লক্ষ্য হয় না, সকল স্থান সমান দেখিতেছি, এখনও ত কই দেবীর আগমন হইল না, তিনি সেখানে কি করিতেছেন, হায়! বিধাতা কি আমার প্রতি অহিতকারী হইলেন?

অতিবাহিতমতিভীমং।
বিফলমিদং কিমু গহনমসীমং ॥
সুখয়তু রুদ্রগজেশং।
রামানন্দরায়কৃতমনিশং ॥ ৩৭ ॥

মাধবী। সখি অলমন্যথা সম্ভাবনয়া আগতামিব দেবীমবধারয় ॥ ৩৮ ॥

অতিবাহিতমতিক্রান্তং। গহনং বনং ॥ ৩৭ ॥

কি কষ্ট! আমার এই অসীম দুর্গম কানন লঙ্ঘন করাই যে বিফল হইল? রামানন্দরায় বর্ণিত এই সঙ্গীত গজপতি প্রতাপরুদ্রের নিরতিশয় আনন্দ বর্দ্ধন করুক ॥ ৩৭ ॥

মাধবী! প্রিয়সখি! আর অন্যথা সম্ভাবনা করিও না, দেবী আগত প্রায় ॥ ৩৮ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

রামকিরিরাগ।

এই ত দুর্গম পথ, তিমিরেতে আচ্ছাদিত, গিরি দরী নাহি হয় জ্ঞান। বৃথা হৈল আগমন, হারাইল জীবন, বল সখি কিসে বাঁচে প্রাণ ॥ ধ্রু ॥

হরি বড় নিরদয়, নারী বধে নাহি ভয়, পাষাণ সমান তার বুঁক। না করিল অঙ্গীকার, নিশ্চয় জানিল সার, কোন লাজে দেখাইব মুখ ॥ মরিব গরল ভুকি, না রাখিব প্রাণ সখি, নিশ্চয় বলিল তোরে সার। লোচন বচন শুন, না ভাবিহ অন্য মন, আনি দিব নন্দের কুমার ॥ ৩৭ ॥

(ততঃ প্রবিশতি মদনিকা)

মদ। বৎসে দিষ্ট্যা বর্দ্ধসে ॥ ৩৯ ॥

রাধা। (সহর্ষোচ্ছ্বাসং) দেবি অধ কো তত্থ বুত্তন্তো ॥ ৪০ ॥

মদ। বলবতি মদনজ্বরে যঃ স্যাৎ ॥ ৪১ ॥

রাধা। কধম্বিঅ ॥ ৪২ ॥

মদ। ইন্দুং নিন্দতি চন্দনং বিকিরতি প্রালম্বকং মুঞ্চতি প্রালেয়াত্ত্রসতি প্রিয়ং পরিজনং নাভাষতে সম্প্রতি।

অথ কস্তত্র বৃত্তান্তঃ ॥ ৪০

কথমিব ॥ ৪২ ॥

প্রালম্বকং ঋজুলম্বিমালাং। প্রালেয়াৎ নীহারাৎ ॥ ৪৩ ॥

(অনন্তর মদনিকার প্রবেশ)

মদ। বৎস! অদৃষ্টের গুণেই বৃদ্ধি পাইতেছ? ॥ ৩৯ ॥

রাধা। (হর্ষ এবং উচ্ছ্বাস পূর্ব্বক) দেবি! আসুন আসুন, সেখানকার বৃত্তান্ত কি? ॥ ৪০ ॥

মদ। বাছা! আর বৃত্তান্ত কি! প্রবল মদনজ্বরে যা হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

রাধা। আর্য্যে! সে কি প্রকার? ॥ ৪২ ॥

মদ। বৎসে! গোবিন্দ তোমার বিরহে বিধুর হইয়া কি কি বা না চেষ্টা করিতেছেন, তিনি এক্ষণে চন্দ্র দেখিয়া তাহাকে নিন্দা করিতেছেন, চন্দন দেখিলেই ফেলাইয়া দিতেছেন, দোদুল্যমান সরল হার গলদেশ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন, নীহার দেখিলেই তাঁহার ত্রাস হই-

অতিবাহিতমতিভীমং।
বিফলমিদং কিমু গহনমসীমং॥
সুখয়তু রুদ্রগজেশং।
রামানন্দরায়কৃতমনিশং॥ ৩৭॥

মাধবী। সখি অলমন্যথা সম্ভাবনয়া আগতামিব দেবীমবধারয়॥ ৩৮॥

অতিবাহিতমতিক্রান্তং। গহনং বনং॥ ৩৭॥

কি কষ্ট! আমার এই অসীম দুর্গম কানন লঙ্ঘন করাই যে বিফল হইল? রামানন্দরায় বর্ণিত এই সঙ্গীত গজপতি প্রতাপরুদ্রের নিরতিশয় আনন্দ বর্দ্ধন করুক॥ ৩৭॥

মাধবী! প্রিয়সখি! আর অন্যথা সম্ভাবনা করিও না, দেবী আগত প্রায়॥ ৩৮॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

রামকিরিরাগ।

এই ত দুর্গম পথ, তিমিরেতে আচ্ছাদিত, গিরি দরী নাহি হয় জ্ঞান। বৃথা হৈল আগমন, হারাইল জীবন, বল সখি কিসে বাঁচে প্রাণ॥ ধ্রু॥

হরি বড় নিরদয়, নারী বধে নাহি ভয়, পাষাণ সমান তার বুঁক। না করিল অঙ্গীকার, নিশ্চয় জানিল সার, কোন লাজে দেখাইব মুখ॥ মরিব গরল ভুকি, না রাখিব প্রাণ সখি, নিশ্চয় বলিল তোরে সার। লোচন বচন শুন, না ভাবিহ অন্য মন, আনি দিব নন্দের কুমার॥ ৩৭॥

(ততঃ প্রবিশতি মদনিকা)

মদ। বৎসে দিষ্ট্যা বর্দ্ধসে ॥ ৩৯ ॥

রাধা। (সহর্ষোচ্ছ্বাসং) দেবি অধ কো তথ বুত্তন্তো ॥ ৪০ ॥

মদ। বলবতি মদনজ্বরে যঃ স্যাৎ ॥ ৪১ ॥

রাধা। কধম্বিঅ ॥ ৪২ ॥

মদ। ইন্দুং নিন্দতি চন্দনং বিকিরতি প্রালম্বকং মুঞ্চতি প্রালেয়াত্ত্রসতি প্রিয়ং পরিজনং নাভাষতে সম্প্রতি।

অথ কস্তত্র বৃত্তান্তঃ ॥ ৪০

কথমিব ॥ ৪২ ॥

প্রালম্বকং ঋজুলম্বিমাল্যং। প্রালেয়াৎ নীহারাৎ ॥ ৪৩ ॥

(অনন্তর মদনিকার প্রবেশ)

মদ। বৎস! অদৃষ্টের গুণেই বৃদ্ধি পাইতেছ? ॥ ৩৯ ॥

রাধা। (হর্ষ এবং উচ্ছ্বাস পূর্ব্বক) দেবি! আসুন আসুন, সেখানকার বৃত্তান্ত কি? ॥ ৪০ ॥

মদ। বাছা! আর বৃত্তান্ত কি! প্রবল মদনজ্বরে যা হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

রাধা। আর্য্যে! সে কি প্রকার? ॥ ৪২ ॥

মদ। বৎসে! গোবিন্দ তোমার বিরহে বিধুর হইয়া কি কি বা না চেষ্টা করিতেছেন, তিনি এক্ষণে চন্দ্র দেখিয়া তাহাকে নিন্দা করিতেছেন, চন্দন দেখিলেই ফেলাইয়া দিতেছেন, দোদুল্যমান সরল হার গলদেশ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন, নীহার দেখিলেই তাঁহার ত্রাস হই-

গোবিন্দস্তব বিপ্রয়োগবিধুরঃ কিং কিং ন বা চেষ্টতে
ত্বং কুঞ্জোদরতল্পকল্পনপরং রাধে তমারাধয় ॥ ৪৩ ॥

(অথ নিকুঞ্জে কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণঃ। সখে কথং চিরয়তি মদনিকা। (সাতঙ্কং)

চিরয়তি বিলম্বং করোতি ॥ ৪৪ ॥

তেছে, সম্প্রতি কোন প্রিয়পরিজনবর্গের সহিত আলাপও করিতেছেন না, কেবল তোমার কুঞ্জগৃহে শয্যা রচনা করিতেছেন, অতএব হে রাধে! শীঘ্র গিয়া সেই মাধবের আরাধনা কর ॥ ৪৩ ॥

(এদিকে নিকুঞ্জ মধ্যে)

কৃষ্ণ। সখে! মদনিকা কেন বিলম্ব করিলেন? (সাতঙ্কে)

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

সিন্দুড়া রাগ।

নিন্দতি শশধর, পরিহরি চন্দন, দূতীক নব বনমালা। মলয়সমীর, পরসে ভেই আকুল, মুকুলিত নয়ন বিলাসা ॥ পরিহরি কি কহব সো দুখ রাধে। ইন্দীবরবরজিতি তনু লাবণী, অব ভেল জর জর মনমথফাঁদে ॥ ফুল্লিত সরসিজ, নিন্দিত বদনে, পততি সদা মকরন্দ। দারুণ মদন, হুতাশনে জারল, মঝু মনে লাগল ধন্ধ ॥ বান্ধব পরিজন, না ভাষত সম্প্রতি, স্থানু সদৃশ রহুঁ কান। তুঁহুক নিকুঞ্জে, শয়ন বর মাধব, কহইতে বিদরে পরাণ ॥ ব্যাজ নাহি কর, আশু চল সুন্দরী, ভেটহ নবীন কিশোর। তুয়া মুখ দরশ, পরশ যব পাওব, তবহুঁ লোচন মন ভোর ॥ ৪৩ ॥

ইয়ং তন্বী পীনস্তনজঘনভারালসগতি-
র্বিদূরে কুঞ্জোঽয়ং মম রচিতসঙ্কেতবসতিঃ।
স্বতো ভীরুর্বালা গহনমপি ঘোরান্ধতমসং
কথং কারং সা মামভিসরতু কা মেঽত্র শরণং॥ ৪৪॥
(ক্ষণং চিন্তাং নাটয়িত্বা দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য)
কিমেষা মত্বা মামপরিচিতভাবং বিমুখতাং
প্রযাতা বিশ্বাসং কিমু সহচরী বাচি ন গতা।
অথ ভ্রান্তা বর্ত্মন্যতিতিমিরভাজীহ বিপিনে
ন শক্তা তন্বঙ্গী স্মরশরহতা বা প্রচলিতুং॥ ৪৫॥

মত্বা বুদ্ধা॥ ৪৫॥

একে ত তিনি কৃশাঙ্গী, তাহাতে আবার তাঁহার পীন-স্তন ও গুরু জঘনের ভরে গমন অতি মন্থর, আমার রচিত সঙ্কেতকুঞ্জও অতিদূরে, অধিকন্তু বালা রমণী সকল স্বভাবতই ভীরু হয়, হা কষ্ট! অরণ্যও আবার ঘোর অন্ধকারময়, কি প্রকারে সেই বালা আমার নিকটে আসিবেন, হরিহরি! এ বিষয়ে কে আমার আশ্রয় হইবে?॥ ৪৪॥

(অনন্তর ক্ষণকাল চিন্তার পর দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তিনি কি আমাকে অপরিচিত মানিয়াই আমার প্রতি বিমুখী হইলেন? সহচরীদিগের বাক্যেতে কি তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল না, অথবা এই অরণ্য ঘোরান্ধকারময়, পথ-ভ্রমেই বা অন্যদিকে চলিয়া গেলেন, কিম্বা তিনি অতি-ক্ষীণাঙ্গী পঞ্চবাণের বাণে আহতা হইয়াই বা চলিতে পারি-লেন না?॥ ৪৫॥

(পুরোঽবলোক্য)

অয়ে কথমুদিতপ্রায়োঽয়ং চন্দ্রঃ।

তথাহি।

যথেদং কোকানাং প্রসরতিতরাং কাকুবিরুতং
যথা স্ফীতং স্ফীতং ভবতি পরিতঃ কৈরবকুলং।
যথা মূর্চ্ছন্মূর্চ্ছৎ প্রতিপদমিদং বারিজবনং
তথা শঙ্কে চন্দ্রঃ প্রথমগিরিবীথ্যাং বিহরতি ॥ ৪৬ ॥

(সখেদং)

সখ্যা বাচি কথঞ্চন প্রতিয়তী বালান্ধকারোচিতে-
নৈষা বেশভরেণ বা গতবতী বর্ত্মন্যথার্দ্ধে মম।

স্ফীতং স্ফীতং অতিফুল্লং। মূর্চ্ছন্মূর্চ্ছং অভিম্লানং। প্রতিপদং প্রতিস্থানে।
বারিজবনং পদ্মবনং ॥ ৪৬ ॥

(সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) অয়ে! চন্দ্র উদিত হইলেন না কি?

তথাহি।

যখন এই চক্রবাক্ সকল আর্ত্তনাদ করিতেছে, যখন এই কুমুদকুল বিকাশ দেখিতেছি, যখন এই পদ্মবন স্থানে স্থানে মূর্চ্ছিত হইতেছে, তখন নিশ্চয় বোধ হইল, শশধর উদয়-শৈলের পথে ক্রীড়া করিতেছেন॥ ৪৬ ॥

(অনন্তর খেদ করিয়া) হা! সেই বালা সখীজনের বাক্যে কথঞ্চিৎ প্রত্যয় করিয়া অন্ধকারোচিত বেশ ধারণ পূর্ব্বক আমার সঙ্কেতকুঞ্জের অর্দ্ধপথে আসিয়াছেন, এমত

অস্মিন্ শক্রদিশং শশাঙ্কহতকে সংদূষয়ত্যুন্মনা
নাগন্তুং ন চ গন্তুমদ্য চতুরা কিম্বা করিষ্যত্যসৌ ॥ ৪৭ ॥
(সবিনয়াঞ্জলিং বদ্ধা)
রে পূর্ব্বপর্ব্বত সখে কৃপয়া মম ত্বং
তুঙ্গান্যমূনি তনু শৃঙ্গশতানি কামং।
যাতে বিলোচনপথং শশিনি প্রয়াণে
বিঘ্নো ভবেন্মৃগদৃশো মম জীবিতে চ ॥ ৪৮ ॥

অস্মিন্ সময়ে শক্রদিশং পূর্ব্বদিশং। উন্মনা উৎকণ্ঠিতমানসা ॥ ৪৭ ॥

সময়ে এই দুষ্ট চন্দ্র আপনার চন্দ্রিকা দ্বারা পূর্ব্বদিক্ দূষিত করিল? হায়! তাহাতে তিনি উন্মনা হইয়া না আসিতেই পারিতেছেন, না যাইতেই পারিতেছেন অর্থাৎ তিনি যখন অভিসার করিয়াছিলেন, বোধ হয় তখন অন্ধকারময় রজনী ছিল; অর্দ্ধপথে আসিয়াই অকস্মাৎ চন্দ্রের উদয় হওয়াতে তাঁহার মনে এই আশঙ্কা হইল, অহো! আমি অন্ধকারোচিত বেশে আসিয়াছি, এই জ্যোৎস্নী রজনীতে কি প্রকারে এ বেশে যাইব, পাছে বা কোন গুরুজন আমাকে দেখিতে পান, অতএব বোধ করি, এই চিন্তায় তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া থাকিবেন ॥ ৪৭ ॥

(অনন্তর বিনয়পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে) অহে পূর্ব্বশৈল! তুমি আমার পরম বন্ধু, আমার প্রতি কৃপা করিয়া আপনার এই শত শত শৃঙ্গ যথেচ্ছ উচ্চ কর। চন্দ্র যদি লোচনপথগামী হয়েন, তাহা হইলে হরিণলোচনার আগমন এবং আমার এই জীবন এতদুভয়েরই বিঘ্ন ঘটিবে ॥ ৪৮ ॥

বিদূ। (কর্ণং দত্ত্বা) ভো সুণীঅদু কিং রুণু রুণু সদ্দং কুণই ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণঃ। (শ্রুতিমভিনীয় নেপথ্যে)

তন্মঞ্জীররবঃ কিমেষ কিমু বা ভৃঙ্গাবলীনিস্বন-
স্তৎ কাঞ্চীরনিতং নু মন্মথবতাং কিং সারসানাং রুতং।
এবং কল্পয়তো বিকল্পমচিরাদালম্ব্য সখ্যাঃ করং
গোবিন্দস্য নিকুঞ্জকেলিসদনে ভূয়াভবদ্রাধিকা ॥ ৫০ ॥

ভো শ্রূয়তাং কিং রুণু রুণু শব্দং করোতি ॥ ৪৯ ॥

মঞ্জীরঃ নূপুরঃ। পাদাঙ্গদং তুলাকোটির্মঞ্জীরো নূপুরোঽস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ। কাঞ্চীরণিতং ক্ষুদ্রঘণ্টিকাধ্বনিঃ। স্ত্রীকট্যাং মেখলা কাঞ্চী সপ্তকী রসনা তথা। ক্লীবে সা রসনঞ্চাথ পুংস্কট্যাং শৃঙ্খলং ত্রিষু। কল্পয়তঃ কুর্ব্বতঃ ॥ ৫০ ॥

বিদূ। (কর্ণ পাতিয়া) বয়স্য ! শুন শুন, এ কি রুণু রুণু শব্দ করিতেছে ? ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণ। (নেপথ্যের দিকে কর্ণপাত করিয়া) ভাই ! এ কি সেই খঞ্জনাক্ষীর নূপুর-রব, না এ ভৃঙ্গনিকরের নিস্বন, না তাঁহার কাঞ্চীর শব্দ, অথবা স্মরাতুর সারসকুলের কলরব ? কিছুই যে স্থির হয় না, দামোদর যখন এরূপ তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, এমত সময়ে অকস্মাৎ শ্রীরাধা সখী-করে কর প্রদান পূর্ব্বক আসিয়া গোবিন্দের নিকুঞ্জ-কেলিগৃহ অলঙ্কৃত করিলেন ॥ ৫০ ॥

মালবশ্রীঃ।

চিকুরতরঙ্গকফেনপটলমিব কুসুমং দধতী কামং।
নটদপসব্যদৃশা দিশতীব চ নর্ত্তিতুমতনুম বামং ॥
রাধা মাধববিহারা। হরিমুপগচ্ছতি মন্থরপদগতি লঘু-
লঘু তরলিতহারা ॥ ধ্রু ॥
শঙ্কিত-লজ্জিতরসভরচঞ্চলমধুরদৃগন্তলবেন।
মধুমথনং প্রতি সমুপহরন্তী কুবলয়দামরসেন ॥
গজপতিরুদ্রনরাধিপমধুনাতনমদনং মধুরেণ।
রামানন্দরায়কবিভণিতং সুখয়তু রসবিসরেণ ॥ ৫১ ॥

অপসব্যদৃশা দক্ষিণদৃশা। বামং শরীরং সব্যং স্যাদপসব্যন্তু দক্ষিণমিত্যমরঃ। রসেন কৌতুকেন। অধুনেতি ইদানীন্তনকন্দর্পং ॥ ৫১ ॥

মালবরাগ।

আহা! শ্রীরাধা আপনার কুঞ্চিতচিকুরে যমুনাতরঙ্গে রঙ্গায়মাণ ফেনসমূহের ন্যায় কুসুমসকল ধারণ করিয়া নর্ত্তনশীল দক্ষিণ-নয়নদ্বারা কন্দর্পকে যেন নৃত্য করিতে আদেশ করিতে করিতে মধুরবেশে হরিসমীপে অভিসার করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! ইহাঁর মন্থরপদ সঞ্চারে হৃদয়োপরি হার মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইতেছে, শঙ্কা ও লজ্জা বশতঃ রসভরে সুমধুর চঞ্চল নয়নাঞ্চলের লেশ দ্বারাই যেন সকৌতুকে মধুমথনের প্রতি কুবলয় দাম উপহার দিতেছেন। কবিবর রামানন্দরায় ভণিত এই সঙ্গীত ইদানীন্তন মদনরূপ গজপতিরুদ্র নরাধিপকে মধুর রস বিস্তার দ্বারা আনন্দিত করুক ॥ ৫১ ॥

বিদূ। (পুরতোঽবলোক্য) ভো বঅস্স আম্হাহিং জিদং এসা তত্থ ভোদী আঅচ্ছদি ত্তি লক্খীঅদি ॥ ৫২ ॥

ভো বয়স্য জিতমস্মাভিঃ এষা তত্র ভগবতী আগচ্ছতীতি লক্ষ্যতে ॥ ৫২ ॥

বিদূ। (অগ্রে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) অহে ভাই! আমাদেরই জয় হইল, এই উজ্জ্বলাঙ্গী কেশর-কাননেই আসিতেছেন, লক্ষ্য হইতেছে ॥ ৫২ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

মালবশ্রী রাগ।

হরির সদনে, খঞ্জননয়নী, রসভরে ঢুলী যায়। সে রূপ দেখিয়া, আকুল হইয়া, মদন মূরুছা পায় ॥ ধ্রু ॥

কুটিল কুন্তল, করে ঝলমল, বেষ্টিত মালতীমালে। যমুনা-তরঙ্গে, ভাষয়ে স্বরঙ্গে, যেমত কমল জালে ॥ ললাটে সিন্দূর, তমঃ করে দূর, নাসায় বেশর দোলে! উদয় শিখর, যেন শশধর, রবির সহিত মিলে ॥ পঙ্কজ নয়নে, অতুল বয়ানে, অমিয়া লহরী হাঁসি। তাহাতে উপমা, তাহাতেই সীমা, কি ছার শরদ শশী ॥ কনক কঠোর, পীন পয়োধর, বিচিত্র অম্বর তায়। কণ্ঠে অনুপাম, মুকুতার দাম, সঘনে ঢুলিয়া যায় ॥ নব জলধর, বিচিত্র অম্বর, কটিতে কিঙ্কিণী সাজে। চরণ পঙ্কজে, শোভে বঙ্করাজে, কনক নূপুর বাজে ॥ হেরি মকরন্দ, ধায় অলিবৃন্দ, না ছারে তিলেক পাশ। নূপু-রের গানে, ভ্রমরের তানে, লোচন মন উল্লাস ॥ ৫১ ॥

(ততঃ প্রবিশতি মদনিকা)

মদ। বৎসৌ সম্পন্নশ্চিরেণ সুহৃদাং মনোরথঃ।
তন্মামনুমন্যস্ব স্থানান্তরবাসগমনায় ॥ ৫৩ ॥

বিদূ। কিম্পি নিউঞ্জান্তরগমনায়েতি ॥ ৫৪ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)

॥ * ॥ ইতি রাধাভিসারশ্চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

বৎসৌ রাধাকৃষ্ণৌ। মমাপি নিকুঞ্জান্তরগমনায় ॥ ৫৩ ॥

(অনন্তর মদনিকার প্রবেশ)

মদ। অহে বৎসযুগল! বহু বিলম্বেই সুহৃদ্বর্গের মনোরথ সিদ্ধি হইল। এখন আজ্ঞা দাও, স্থানান্তরে যাই ॥ ৫৩ ॥

বিদূ। সখে! আমাকেও কুঞ্জান্তর যাইতে অনুমতি দাও ॥ ৫৪

(এই বলিয়া সকলের প্রস্থান)

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামানন্দরায়বিরচিতে জগন্নাথবল্লভনাটকে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃতানুবাদিতে রাধাভিসার নাম, চতুর্থ অঙ্ক ॥ * ॥

বিদূ। (পুরতোঽবলোক্য) ভো বঅস্‌স আম্হেহিং জিদং এযা তত্থ ভোদী আঅচ্ছদি ত্তি লক্খীঅদি ॥ ৫২ ॥

ভো বয়স্য জিতমস্মাভিঃ এষা তত্র ভগবতী আগচ্ছতীতি লক্ষ্যতে ॥ ৫২ ॥

বিদূ। (অগ্রে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) অহে ভাই! আমাদেরই জয় হইল, এই উজ্জ্বলাঙ্গী কেশর-কাননেই আসিতেছেন, লক্ষ্য হইতেছে ॥ ৫২ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

মালবশ্রী রাগ।

হরির সদনে, খঞ্জননয়নী, রসভরে ঢুলী যায়। সে রূপ দেখিয়া, আকুল হইয়া, মদন মূরুছা পায় ॥ ধ্রু ॥

কুটিল কুন্তল, করে ঝলমল, বেষ্টিত মালতীমালে। যমুনা-তরঙ্গে, ভাষয়ে সুরঙ্গে, যেমত কমল জালে ॥ ললাটে সিন্দূর, তমঃ করে দূর, নাসায় বেশর দোলে! উদয় শিখর, যেন শশধর, রবির সহিত মিলে ॥ পঙ্কজ নয়নে, অতুল বয়ানে, অমিয়া লহরী হাঁসি। তাহাতে উপমা, তাহাতেই সীমা, কি ছার শরদ শশী ॥ কনক কঠোর, পীন পয়োধর, বিচিত্র অম্বর তায়। কণ্ঠে অনুপাম, মুকুতার দাম, সঘনে ঢুলিয়া যায় ॥ নব জলধর, বিচিত্র অম্বর, কটিতে কিঙ্কিণী সাজে। চরণ পঙ্কজে, শোভে বঙ্করাজে, কনক নূপুর বাজে ॥ হেরি মকরন্দ, ধায় অলিবৃন্দ, না ছারে তিলেক পাশ। নূপু-রের গানে, ভ্রমরের তানে, লোচন মন উল্লাস ॥ ৫১ ॥

(ততঃ প্রবিশতি মদনিকা)

মদ। বৎসৌ সম্পন্নশ্চিরেণ সুহৃদাং মনোরথঃ।
তন্মামনুমন্যস্ব স্থানান্তরবাসগমনায় ॥ ৫৩ ॥

বিদূ। কিম্পি নিউঞ্জান্তরগমনায়েতি ॥ ৫৪ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)

॥ * ॥ ইতি রাধাভিসারশ্চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

বৎসৌ রাধাকৃষ্ণৌ। মমাপি নিকুঞ্জান্তরগমনায় ॥ ৫৩ ॥

(অনন্তর মদনিকার প্রবেশ)

মদ। অহে বৎসযুগল! বহু বিলম্বেই সুহৃদ্বর্গের মনোরথ সিদ্ধি হইল। এখন আজ্ঞা দাও, স্থানান্তরে যাই ॥ ৫৩ ॥

বিদূ। সখে! আমাকেও কুঞ্জান্তর যাইতে অনুমতি দাও ॥ ৫৪

(এই বলিয়া সকলের প্রস্থান)

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামানন্দরায়বিরচিতে জগন্নাথবল্লভনাটকে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃতানুবাদিতে রাধাভিসার নাম চতুর্থ অঙ্ক ॥ * ॥

জগন্নাথবল্লভ নাটকং ।

পঞ্চমোঽঙ্কঃ ।

ততঃ প্রবিশতি শশিমুখী ।

শশি । অয়ে অজ্জ নিউঞ্জে কল্লাণাহি নিবেসাণং কো বুত্তন্তো ত্তি ণ জাণীঅদি । তা দেঈং অণুসরিঅ জাণিস্সং (পুরতোঽবলোক্য) অএ কধং এষা ণিদ্দামূউলিদ লোঅণা লহু লহু ইধ জ্জেব্ব আঅচ্ছদি ॥ ১ ॥

অয়েঽদ্য নিকুঞ্জে কল্যাণাভিনিবেশয়োঃ কো বৃত্তান্ত ইতি ন জ্ঞায়তে তৎ দেবীমনুস্মৃত্য জ্ঞাস্যামি । অয়ে কথমেষা নিদ্রা মুকুলিতলোচনা লঘু লঘু ইহৈবাগচ্ছতি ॥ ১ ॥

অনন্তর শশিমুখীর প্রবেশ ।

শশি । (উৎকণ্ঠিত মনে) আঃ ! নিকুঞ্জমধ্যে অদ্য মঙ্গল কার্য্য ব্যাপৃত রাধামাধবের কি বৃত্তান্ত হইল, কিছুই যে জানিতে পারিলাম না, তবে দেবীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করি । (অগ্রে অবলোকন করিয়া) অহো ! এই যে বনদেবী নিদ্রা মুকুলিত লোচনে ধীরে ধীরে এই খানেই আসিতেছেন ॥ ১ ॥

(সংস্কৃতমাশ্রিতা)

স্বৈরং স্বৈরং কথমপি দৃশৌ মন্দ নিষ্পন্দতারে
বিন্যস্যন্তী শিথিলিতভুজদ্বন্দ্বসন্নামিতাংসা।
মন্দন্যাস স্খলিতচরণ ব্যস্ত মঞ্জীরঘোষা
দেবী নিদ্রাকুলতরতনুর্মোদমাবিষ্করোতি ॥ ২ ॥

সুখসিন্ধুড়া রাগেণ।

দর মুকুলারুণ লোচনমানন ইহ গত কান্তিবিকাশে।
কমলমিবারুণমুষসি বিধাবনুবিম্বিতমম্বুসকাশে ॥

স্বৈরং স্বৈরং মন্দং মন্দং যথা স্যাত্তথা। মন্দং অল্পং। শিথিলিতেনং শিথিলীভূতেন ভুজদ্বন্দ্বেন সন্নামিতোঽংসৌ যস্যাঃ সা ॥ ২ ॥

দরং ঈষন্মুদ্রিতং। উষসি প্রাতঃকালে জলনিকটস্থচন্দ্রে প্রতিবিম্বিত পদ্মমিব। ইদং কিমাশ্চর্য্যং ভজতি আনন্দয়তি ॥ ৩ ॥

(সংস্কৃত ভাষায়) অয়ে ! ইহাঁর নয়ন দুইটী কেমন ঢুলু ঢুলু করিতেছে, চক্ষের দুইটী তারার স্পন্দন নাই, ছোট ছোট দেখাইতেছে, বাহুবল্লী শিথিল হওয়াতে স্কন্দদেশ যেন নামিয়া পড়িতেছে, কি আশ্চর্য্য ! মন্দ গমনে চরণ স্খলিত হওয়াতে নূপুর বিপরীত শব্দ করিতেছে, আহা ! দেবী যে আপনার এই নিদ্রাকুলিত তনু দ্বারা আমাদের আনন্দ বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

সুখসিন্দুড়া রাগ।

কি আশ্চর্য্য ! রতির বিরামে যেমন যামিনী যাপন করিয়া কোন কামিনী চলিয়া যায়, তাহার ন্যায় যে মদনিকা আসিতে-

কিমিদমিয়ং প্রবিশন্তী। ভজতি মনো মম রতিবিরতা-
বিব বনিতা কাপি চলন্তী ॥ ধ্রু ॥
শিথিলভুজা মৃদু রণিত কণকমণি কঙ্কনমিদমনুবারং।
বিসকল পাদ নিবেশ নিবারিত নূপুর ললিত বিহারং ॥
গজপতি রুদ্র নরাধিপহৃদয়ে মুদমিদমাতনুতেতি।
রামানন্দরায়কবিভণিতং বিলসতি রসিকজনেতি ॥ ৩ ॥

ছেন? ইহাঁকে দেখিবামাত্রেই আমার মন আনন্দিত হইল, উষাকালে যেমন সলিলসমীপবর্ত্তি চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিবিম্বিত অরুণবর্ণ কমল দেখা যায়, তদ্রূপ ইহাঁর লোচন ঈষৎ মুকুলিত ও বদন মলিন দেখিতেছি। আহা! বাহুযুগল শিথিল হইয়া পড়াতে তত্রস্থ কনকমণিময় কঙ্কণ সকল ঝুনু ঝুনু শব্দ করিতেছে। চরণ বিষমরূপে পাত হওয়াতে নূপুরের মনোহর রব নিবারণ হইতেছে। অতএব ইহাঁকে নিদ্রাকুলা দেখিতেছি, রামানন্দরায় বর্ণিত এই সঙ্গীত গজপতিরুদ্র নরাধিপের হৃদয়ে আনন্দ বিস্তার পূর্ব্বক রসিকজন সকলে বিলসিত হউক ॥ ৩ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

সুখসিন্দুড়া রাগ।

ঈষৎ মুকুল, নয়নযুগল, যিনি উতপল রাতা। ঢুলিয়া ঢুলিয়া, পড়য়ে ঘুরিয়া, মধুপানে যেন মাতা ॥ বিকচপঙ্কজ, জিতি মুখাম্বুজ, মলিন হয়েছে দেখি। নিশি অবশেষে, সরসি

ততঃ প্রবিশতি যথোক্তবেশা মদনিকা।

মদ। (চক্ষুষী বিমৃজ্য পুরতোঽবলোক্য) অহো রমণীয়তা বসন্তযামিনীপরিণামস্য ॥ ৪ ॥

তথাহি।

ইতো মন্দং মন্দং সরসিজবনী বাতলহরী

ততশ্চূতাস্বাদপ্রমুদিতপিকানাং কলকলঃ।

(অনন্তর উল্লিখিত বেশে মদনিকার প্রবেশ)

মদ। (চক্ষু দুইটী মুছিতে মুছিতে অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) অহো! বসন্ত যামিনীর অবসান কি রমণীয় ॥ ৪ ॥

তথাহি। (উক্তার্থের প্রমাণীকরণ)

কোন স্থানে কমল কানন আলিঙ্গিত দক্ষিণ সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে, কোন স্থানে আম্রমুকুল আস্বাদন করিয়া আনন্দিত কোকিলকুল কুহু কুহু করিতেছে, কোথাও

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

সকাশে, নলিনী যেমতি দেখি ॥ উদয় অরুণে, শশির গমনে, দর মঝুলিত প্রায়। দেবীর বদন, তেমতি মলিন, কিহেতু হইল হায় ॥ সখি এই এই, মোর মনে লয়। রতি রতি রঙ্গরসে, নিশি অবশেষে, কামিনী যেমতি যায় ॥ শিথিলিত পাণি, কঙ্কণের ধ্বনি, কনক কিঙ্কিণী বাজে। অলস আবেশে, চরণ বিন্যাসে, জিতি কলহংস রাজে ॥ গতি সুমধুর, গলিত অম্বর, শিথিল কুন্তল পাশে। উমত ঝুগত, চলই রঙ্গে, ভণয়ে লোচনদাসে ॥ ৩ ॥

ক্বচিৎ ফুল্লাং বল্লীমনু মধুকরাণাং স্বরকথা
কৃতশ্চিৎ কোকানাং মৃদুমধুরমানন্দলপিতং ॥ ৫ ॥
(দ্বিত্রাণি পদানি পরিক্রম্য আনন্দমভিনীয়)
উদ্দাম স্মরচাতুরী পরিচয়াদন্যোন্যরাগাদিমাং
রাত্রিং জাগরিতানি সদ্মানি যুবদ্বন্দ্বানি যচ্ছেরতে।
তত্রেষাং শ্বসিতানিলেন তুলনামাসাদয়িষ্যন্নিব
প্রোন্মীলৎ কমলাবলীষু বলতে শ্রীখণ্ডবীথীমরুৎ ॥ ৬ ॥
(পুরতোঽবলোক্য সবিস্ময়ং)
চকিতচকিতং ক্বাপি ক্বাপি প্রমোদনিরন্তরং

রাত্রিমিতি অবিচ্ছেদে দ্বিতীয়া ॥ ৬ ॥

বা ফুল্লবল্লী (লতা) দেখিয়া অলিপুঞ্জ গুঞ্জন করিতেছে, কোন স্থানে বা চক্রবাকযুগল প্রফুল্লচিত্তে সুকোমল মধুর আলাপ করিতেছে ॥ ৫ ॥

(দুই তিন পদ গমন পূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করিয়া)

অয়ে! উদ্দীপ্ত স্মর-চাতুর্য্যের পরিচয় হেতু পরস্পর অনুরক্ত যুবকযুবতীগণ রজনী জাগরণ করিয়া যে গৃহে নিদ্রা যাইতেছে, তাহাদেরই নিশ্বাসসহ তুলনা লাভ করিব বলিয়া এই মলয়ানিল ঈষন্মীলিত কমলবনের আশ্রয় লইতে যাইতেছে ॥ ৬ ॥

(অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক)

অহো! এই চক্রবাকী প্রভাত সময়ে চকিত চকিত

ক্বচন বনিতাকুণ্ঠোৎকণ্ঠং নিধায় বিলোচনে।
কলয়তি তথাবস্থামেষা রথাঙ্গকুটুম্বিনী
ভবতি ন যয়া চান্তেবাসী বিদগ্ধবধূজনঃ ॥ ৭ ॥
(ক্ষণমন্যতো গত্বা সাশ্চর্য্যং)
অয়ে অতিরমণীয়মিদং বর্ত্ততে।
তথাহি।
উন্মীলৎ কমলোদরে মধুভরে দৃষ্ট্বানুবিম্বং নিজং
মন্বানা দয়িতং কথঞ্চিদধুনা নোৎকণ্ঠয়া ধাবতি।

রথাঙ্গকুটুম্বিনী চক্রবাকী। যয়াবস্থয়া বিদগ্ধবধূজনঃ অন্তেবাসী শিষ্যো ন ভবতীতি ন অপিতু ভবত্যেবেত্যর্থঃ। ছাত্রান্তেবাসিনৌ শিষ্যে ইত্যমরঃ ॥ ৭ ॥

হইয়া কখন কখন দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, কখন বা গাঢ় প্রমোদপূর্ণা হইয়া কান্তকে আলিঙ্গন করিয়া রহিতেছে, কখন কখন বা অকুণ্ঠ উৎকণ্ঠায় কান্তের প্রতি নেত্রদ্বয় নিক্ষেপ করিতেছে, আহা! চক্রবাকীর এই অবস্থা দেখিয়া কোন্ রসজ্ঞা বধূজন না ইহার শিষ্যতা লাভ করিয়াছে, বোধ হয় রসজ্ঞা বধূজন উষাকালে এতদ্রূপই ব্যবহার করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

(ক্ষণকাল অন্যদিকে গমন করত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া)

অয়ে! এই ভ্রমরী ঈষৎ বিকশিত শতদলে মধুরাশি দেখিয়া পানেচ্ছায় গমন করিয়াছিল, দৈবাৎ ঐ কমলের মকরন্দে আপনার প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তি দেখিয়া স্বীয় স্বামী বলিয়া

উৎকণ্ঠোপনতং পুনঃ সহচরং দৃষ্ট্বা বিলক্ষা মুহু-
র্ন স্থাতুং ন চ গন্তুমত্র চতুরা ভৃঙ্গী চিরং ভ্রাম্যতি ॥ ৮ ॥

শশি। ইয়মতিপ্রাভাতিক-রামণীয়কাহৃতচিত্ততয়া ন মামব-
লোকয়তি। (তদুপসৃত্য বন্দে ইত্যুপসৃত্য) দেবি বন্দ্যসে ॥ ৯ ॥

মদ। কথং শশিমুখি বৎসে মে চিরমন্যচিত্ততয়া নাকবারি-
তাসি ॥ ১০ ॥

ইয়ং দেবী। উপসৃত্য নিকটং গত্বা ॥ ৯ ॥

নিশ্চয় করিয়াছিল, উৎকণ্ঠিতহৃদয়ে আর পিতার অন্বেষণে যাইতেছিল না, এমত সময়ে ব্যগ্রচিত্তে পতিকে (মধুকরকে) ধাবমান হইয়া আসিতে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক সন্দিগ্ধা হইল। আহা! ভ্রমরী না যাইতেই পারিতেছে, না থাকি-তেই পারিতেছে, কে যে পতি কিছুই নিশ্চয় করিতে পারি-তেছে না, কেবল বারম্বার ঘুরিয়াই বেড়াইতেছে ॥ ৮ ॥

শশি। দেবী ত প্রভাতকালের রমণীয়তা দেখিয়াই চিত্ত হারাইয়াছেন, আমাকে দেখিতে পান নাই, অতএব কাছে গিয়াই প্রণাম করি। (নিকটে উপস্থিত হইয়া) দেবি! বন্দনা করি ॥ ৯ ॥

মদ। ও কে, শশিমুখি! বাছা। আমি অনেকক্ষণ অন্য-মনস্ক থাকাতে তোমাকে জানিতে পারি নাই ॥ ১০ ॥

শশি। দেবি কথং নিদ্রাকুলামিব ভগবতীং তর্কয়ামি ॥ ১১ ॥

মদ। বৎসে ইবেতি কথং তথৈব ॥ ১২ ॥

শশি। অথ কথমিব।

মদ। রাধামাধবয়োরদ্য নিকুঞ্জমধিতিষ্ঠতোঃ।
তত্তৎ কুতুকিতালোকান্নিশেয়মতিবাহিতা ॥ ১৩ ॥

শশি। অথ কীদৃশস্তত্রত্যো বৃত্তান্তঃ ॥ ১৪ ॥

মদ। শৃণু (নয়নে প্রমৃজ্য) বৎসে জানাসি নিকুঞ্জপ্রবেশা-বধি ॥ ১৫ ॥

শশি। অথ কিং ॥ ১৬ ॥

অতিবাহিতা লঙ্ঘিতা ॥ ১৩ ॥

অথ কিং ॥ ১৬ ॥

শশি। দেবি! আপনাকে কেন নিদ্রাকুলার ন্যায় দেখি-তেছি? ॥ ১১ ॥

মদ। বাছা! ন্যায় কেন, সত্যই বটে ॥ ১২ ॥

শশি। কি হেতু?

মদ। বাছা! রাধামাধব আজ্ নিকুঞ্জগৃহে অবস্থিতি করিয়া যে যে কৌতুক করিয়াছিলেন, তাহাই দেখিতে আমার রাত্রি প্রভাত হইল ॥ ১৩ ॥

শশি। দেবি! কি প্রকার সেখানকার বৃত্তান্ত? ॥ ১৪ ॥

মদ। শ্রবণ কর। (চক্ষুর্দ্বয় মার্জন করিয়া) বাছা! নিকুঞ্জ প্রবেশ পর্য্যন্ত বৃত্তান্ত ত অবগত আছ? ॥ ১৫ ॥

শশি। হাঁ, তাহার পর? ॥ ১৬ ॥

মদ। তদনন্তরং।

যস্তম্ভো মুরবিদ্বিষঃ সমভবত্তেনাপি তস্যা মনো-
মাধ্যস্থ্যং পরিশঙ্কতে ভয়মনোজন্মত্রপানির্ভরং।
কামেষুব্রজপক্ষবাতবিসরপ্রাপ্তোদয়ো ন ক্ষণা-
দশ্বাসং হরিণীদৃশো বিতনুতে তস্য প্রকম্পো যদি ॥ ১৭ ॥

শশি। প্রিয়ং মে প্রিয়ং কৃতার্থাঽস্মি ॥ ১৮ ॥

মদ। ইতঃপরমপি সুহৃদাং কৃতার্থতা ॥ ১৯ ॥

শশি। অপি নাম দৃষ্টং দেব্যা অন্যদপি ॥ ২০ ॥

মধ্যস্থং স্তম্ভেন রাধায়াঃ তাটস্থ্যং। শঙ্কতে তদা ইত্যাহং। মনোজন্মাঃ কন্দর্পঃ। বিসরঃ সমূহঃ। ব্রজঃসমূহঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ ১৭ ॥

মদ। বাছা! তার পর শ্রীরাধার রূপ দেখিয়া মুররিপু স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীরাধার মনও ঔদাস্য অবলম্বন পূর্ব্বক লজ্জিত হইয়া মনোভবের ভয়ে শঙ্কাবহন করিতে লাগিল, হে বৎসে! তবেই শ্রীরাধার তাটস্থ্য ভাব চিরস্থায়ী হইত, যদি মনোভবের বাণ সকলের পক্ষবাতে মুররিপুর উদিত কম্প ঐ মৃগাক্ষীর আশ্বাস বিস্তার না করিত! ॥ ১৭ ॥

শশি। কি আনন্দ! কি আনন্দ! আমি কৃতার্থা হইলাম ॥ ১৮ ॥

মদ। বাছা! ইহার পরও বন্ধুজনের কৃতার্থতা আছে! ॥১৯॥

শশি। দেবি! ইহার পর অন্য কিছুও কি আপনার দৃষ্ট হইয়াছে? ॥ ২০ ॥

মদ। সমস্তমেব ॥ ২১ ॥

শশি। ততস্ততঃ ॥ ২২ ॥

মদ। বৎসে।

সাশঙ্কং সমনোভবপ্রহসিতং সাপত্রপং সস্ময়ং
সাসূয়ং সমনোহরাত্মকপদং সপ্রেমসোৎকণ্ঠিতং।
রাধায়াঃ মধুসূদনস্য চ তদা কুঞ্জে তদাসীদ্রতং
যেনাসীন্মদনোঽপি বিস্ময়রসস্নিগ্ধান্তরো নির্ভরং ॥ ২৩ ॥

দেবা ত্বর। সস্ময়ং সগর্ব্বং। তং বিহরণং। যেন রতেন ॥ ২৩ ॥

মদ। বাছা! সমস্তই ॥ ২১ ॥

শশি। তার পর আর? ॥ ২২ ॥

মদ। বৎসে! প্রথমতঃ দুই জনে শঙ্কিত হইলেন, পরে মনোভবের দুর্ব্বার শরাঘাতে ব্যগ্রহৃদয় হইয়া দুই জনেই লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু শ্রীরাধা অধোবদনী হইয়া মনে মনে গর্ব্ব করিলেন, আমি ত রূপবতী নারী নাগরকে কি প্রকারে স্তব করিব, অবশ্য ইহাতে আমার দুর্যশ রটনা হইবে। অনন্তর অসূয়া প্রকাশ পূর্ব্বক মনে করিলেন, দেখি ত ইনি কেমন বিদগ্ধ। আমি মান দ্বারাই সমস্ত কার্য্য সাধন করিব, এই ভাবিয়া বদন উত্তোলন না করাতে, শ্রীকৃষ্ণেরও সহসা হৃদগাম্য হইল, ইনি ত মানবশতঃ অধোবদনী হইলেন অতএব মনোজ্ঞ বচন দ্বারাই ইহাঁকে সম্ভাষা করি। তদনন্তর প্রেমপুলকচিত্তে উৎকণ্ঠিতহৃদয় হইয়া শ্রীরাধার কর ধারণ পূর্ব্বক নিকুঞ্জাভ্য-

মদ। তদনন্তরং।

যস্তম্ভো মুরবিদ্বিষঃ সমভবত্তেনাপি তস্যা মনো-
মাধ্যস্থং পরিশঙ্কতে ভয়মনোজন্মাত্রপানির্ভরং।
কামেষুব্রজপক্ষবাতবিসরপ্রাপ্তোদয়ো ন ক্ষণা-
দশ্বাসং হরিণীদৃশো বিতনুতে তস্য প্রকম্পো যদি ॥ ১৭ ॥

শশি। প্রিয়ং মে প্রিয়ং কৃতার্থাস্মি ॥ ১৮ ॥

মদ। ইতঃপরমপি সুহৃদাং কৃতার্থতা ॥ ১৯ ॥

শশি। অপি নাম দৃষ্টং দেব্যা অন্যদপি ॥ ২০ ॥

মধ্যস্থং স্তম্ভেন রাধায়াঃ তাটস্থ্যং। শঙ্কতে তদা ইত্যাহং। মনোজন্মাঃ কন্দর্পঃ। বিসরঃ সমূহঃ। ব্রজঃসমূহঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ ১৭ ॥

মদ। বাছা! তার পর শ্রীরাধার রূপ দেখিয়া মুররিপু স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীরাধার মনও ঔদাস্য অবলম্বন পূর্ব্বক লজ্জিত হইয়া মনোভবের ভয়ে শঙ্কাবহন করিতে লাগিল, হে বৎসে! তবেই শ্রীরাধার তাটস্থ্য ভাব চিরস্থায়ী হইত, যদি মনোভবের বাণ সকলের পক্ষবাতে মুররিপুর উদিত কম্প ঐ মৃগাক্ষীর আশ্বাস বিস্তার না করিত! ॥ ১৭ ॥

শশি। কি আনন্দ! কি আনন্দ! আমি কৃতার্থা হইলাম ॥ ১৮ ॥

মদ। বাছা! ইহার পরও বন্ধুজনের কৃতার্থতা আছে! ॥১৯॥

শশি। দেবি! ইহার পর অন্য কিছুও কি আপনার দৃষ্ট হইয়াছে? ॥ ২০ ॥

মদ। সমস্তমেব ॥ ২১ ॥

শশি। ততস্ততঃ ॥ ২২ ॥

মদ। বৎসে।

সাশঙ্কং সমনোভবপ্রহসিতং সাপত্রপং সস্ময়ং
সাসূয়ং সমনোহরাত্মকপদং সপ্রেমসোৎকণ্ঠিতং।
রাধায়াঃ মধুসূদনস্য চ তদা কুঞ্জে তদাসীদ্রতং
যেনাসীন্মদনোঽপি বিস্ময়রসস্নিগ্ধান্তরো নির্ভরং ॥ ২৩ ॥

দেব্যা ত্বয়া। সস্ময়ং সগর্ব্বং। তৎ বিহরণং। যেন রতেন ॥ ২৩ ॥

মদ। বাছা! সমস্তই ॥ ২১ ॥

শশি। তার পর আর? ॥ ২২ ॥

মদ। বৎসে! প্রথমতঃ দুই জনে শঙ্কিত হইলেন, পরে মনোভবের দুর্ব্বার শরাঘাতে ব্যগ্রহৃদয় হইয়া দুই জনেই লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু শ্রীরাধা অধোবদনী হইয়া মনে মনে গর্ব্ব করিলেন, আমি ত রূপবতী নারী নাগরকে কি প্রকারে স্তব করিব, অবশ্য ইহাতে আমার দুর্যশ রটনা হইবে। অনন্তর অসূয়া প্রকাশ পূর্ব্বক মনে করিলেন, দেখি ত ইনি কেমন বিদগ্ধ। আমি মান দ্বারাই সমস্ত কার্য্য সাধন করিব, এই ভাবিয়া বদন উত্তোলন না করাতে, শ্রীকৃষ্ণেরও সহসা হৃদগম্য হইল, ইনি ত মান-বশতঃ অধোবদনী হইলেন অতএব মনোজ্ঞ বচন দ্বারাই ইহাঁকে সম্ভাষা করি। তদনন্তর প্রেমপুলকচিত্তে উৎ-কণ্ঠিতহৃদয় হইয়া শ্রীরাধার কর ধারণ পূর্ব্বক নিকুঞ্জাভ্য-

আহির রাগেণ ॥

মৃদুমঞ্জীর রবানুগতং গতমনয়া শয়নসমীপং।
মধুরিপুণাপিপদানি কিয়ন্ত্যপি চলিতং কিয়দনুরূপং ॥
শশিমুখি কিং তব বত কথয়ামি।
রাধামাধবকেলিভরাদহমদ্ভুতমাকলয়ামি ॥ ধ্রু ॥
মিলিতমিদং কিলতনুযুগলং পুনরপি ন কঞ্চন ভেদ ॥

কিয়ন্তি পদানি বাপ্য ॥

ন্তরে প্রবেশ করিলেন। বাছা! তথায় প্রবেশমাত্র রাধামাধবের যে আশ্চর্য্য বিহার হইয়াছিল, তাহাতে মদনের চিত্তও বিস্ময়রসে স্নিগ্ধ হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

আহির রাগ।

বাছা শশিমুখি! তোমাকে আর কি বলিব, রাধামাধবের অদ্ভুত লীলাই দেখিয়াছি, শ্রীরাধা মৃদু মৃদু মঞ্জীর রব আবিষ্কার করত শয়ন সমীপে যখন গমন করিতে লাগিলেন, মাধবও তদনুরূপ কতিপয় পদ সঞ্চরণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া গমন করিলেন। তৎপরে উভয় তনু এরূপে মিলিত হইল যেন,

---

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

আহির রাগ।

কি কহব রে সখি রাধামাধব বিলাস। নিরুপম কেলি কলাকুল অলখিতে ভৈগেল রজনী উদাস ॥ ধ্রু ॥ মৃদু মৃদু মঞ্জীর, রব করি সুন্দরী, মিলল কানু সমীপে। হরি পুন আদরি, কতিপয় অগুসারি, রাই ভেটল অনুরূপে ॥ মধুর

বিষমশরাশুগ-কীলিতমিব সখি গলিতচিরন্তনখেদং ॥
নখররদাবলি খণ্ডিতমপি গুরু নিশ্বসিতায়ত ভীতং।
রুদ্রগজাধিপমুদমাতনুতাং রামানন্দরায়সুগীতং ॥ ২৪ ॥

বিষমশরাশুগঃ কন্দর্পবাণঃ। কীলিতং বদ্ধং। বদ্ধে কীলিতসংযতা-বিত্যমরঃ। গলিতো দূরীভূতশ্চিরন্তনঃ খেদো যত্র তৎ তনুযুগলং ক্রিয়া-বিশেষণম্বা ॥ ২৪ ॥

তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ লক্ষ্য হয় নাই, বিষমশরের (কন্দর্পের) শর দ্বারা যেন কীলিত হইয়া রহিল। বাছা! তার পর খরতর নখর ও দশনাঘাতে ঐ তনুযুগল অত্যর্থ খণ্ডিত হইয়া ভয়বিস্তারপূর্ব্বক গুরুতর নিশ্বাস বহন করিতে লাগিল। অতএব হে সখি! তাহাতেই তনুযুগলের চিরন্তন খেদ দূরীভূত হইয়াছিল। রামানন্দরায় বর্ণিত এই সঙ্গীত গজপতি রুদ্র নরাধিপের আনন্দ বিস্তার করুক ॥ ২৪ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

দৃগঞ্চলে, নিরখি বরনাগরী, অধরে ঈষত করু হাস। চতুর সুনাগর, করে ধরি নাগরী, যতনে আনল নিজপাশ ॥ নিধু-বনে মাতল, তনু তনু মিটল, টুটল চিরন্তন খেদ। মনসিজ বিশিখ, খিল যনু লাগল, তনু তনু লখই না ভেদ ॥ নখর রদাবলী, অলখিত তনুযুগ, ঘন ঘন বহই নিশ্বাস। গুরুতর সমরে, ভীরু বরনাগরী, নাগর করু আশো আশ ॥ শ্রম-জলে ভিজল, সকল কলেবর, রাই ঘুমাওল শ্যাম কি কোর। যৈছন নব মেহে, মিলল সুদামনী, অলখি লোচন মন ভোর ॥ ২৪ ॥

শশি। দেবি অসম্বন্ধমিবেদং প্রতিভাতি মাং ॥ ২৫ ॥

মদ। কথমিব ॥ ২৬ ॥

শশি। তয়োঃ কথমীদৃশং সৌরতকৌশলং জাতং ॥ ২৭ ॥

মদ। অয়ি সরলে।

উপদিশতি গুরুর্গুরুপ্রযত্না-

ত্তদপি চ কালবশাৎ প্রযাতি পাকং।

ইতি কিল নিয়তাঃ সমস্তবিদ্যাঃ

সুরতকলাঃ স্বতএব সম্ভবন্তি ॥ ২৮ ॥

অত্রান্তরে সুরতকেলিকলাসু তাসু

অসম্বন্ধং অসঙ্গতং ॥ ২৫ ॥ অন্তরে অবসরে ॥ ২৯ ॥

শশি। দেবি! ইহা ত আমাকে অসঙ্গতের ন্যায় বোধ হইতেছে? ॥ ২৫ ॥

মদ। বাছা! কেন? ॥ ২৬ ॥

শশি। তাঁহাদের এ প্রকার কন্দর্প-কৌশল কিরূপে জন্মিল ॥ ২৭ ॥

মদ। অয়ি সরলে! তুমি কি কিছুই জান না! লোকে বহু বহু যত্ন করিয়া গুরুর নিকট শাস্ত্র উপদিষ্ট হয়, ঐ উপদেশ আবার কালবশতঃ পরিপক্ক হইয়া থাকে। বাছা! এইরূপ সকল বিদ্যারই রীতি জানিবে, কিন্তু কন্দর্পশাস্ত্র কেহ কাহারও নিকট উপদিষ্ট হয় না, এ বিদ্যা স্বতই সিদ্ধ হয় ॥ ২৮ ॥

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে শশধর

প্রায়েণ শিক্ষিত ইবৈষ শশী চিরেণ।
যোগ্যাং ততঃ কিমপি কর্ত্তুমিব প্রকামং
সংসেবতে স্ম চরমাং দিশমাদরেণ ॥ ২৯ ॥

শশি। সম্প্রতি চ কল্যাণিনোঃ।
অভিমত স্থরত প্রমোদ লক্ষ্মী-
পরিচয় নির্ব্বৃতমায়তোশ্চিরেণ।
নখপদদশনাঙ্কচারুভূষা-
ললিততমং বপুরীক্ষিতুং মনো মে ॥ ৩০ ॥

ততঃ প্রবিশতি সত্বরা রাধিকা কতিচিদ্দূরে কৃষ্ণঃ।

রাধা। (পুরতোঽবলোক্য) আপসন্নাইং দিসা মুহাইং। তা

আ ঈষৎ প্রসন্নানি দিশাং মুখানি তৎকথমপবারিতশরীরা গমিষ্যামি ॥ ৩১ ॥

রাধামাধবের স্থরতলীলা সকল চিরদর্শনে স্থশিক্ষিত হইয়া অভ্যাস করিতে করিতেই যেন পশ্চিম দিক্ রূপ অঙ্গনায় কোন আন্তরিক ভাব নিবারণার্থ সাদরে সঙ্গত হইলেন ॥২৯॥

শশি। অহো! সম্প্রতি বহুকালের পর রাধামাধবের স্থরত প্রমোদ লক্ষ্মীর পরিচয়জনিত নির্ব্বৃতিলাভ হইল। দেবি! সেই নখদশনচিহ্নভূষিত তনুযুগল দর্শনার্থ আমারও মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে ॥ ৩০ ॥

(অনন্তর সত্বরে রাধিকার ও কিয়দ্দূরে শ্রীকৃষ্ণেরও প্রবেশ)

রাধা। (অগ্রে অবলোকন করিয়া) অহো! দিক্ সকলের মুখ যে ঈষৎ প্রসন্ন হইল, এখন কেমন করিয়া অনাবৃত

কধং উব্বারিদসরীরা গমিস্সং। সত্বরং দ্বিত্রাণি পদানি পরিক্রম্য বলিতগ্রীবমবলোকতে ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণঃ। ক্ষণং নির্ব্বর্ণ্য অহো ভয়মন্মথসম্বলনা মৃগাক্ষী।
দ্বিত্রাণ্যেব পদানি গচ্ছতি জবাৎ দ্বিত্রাণি মন্দং পুন-
স্ত্রাসোৎকম্পমথাপি পশ্যতি দিশঃ সাকূতমেতা পুনঃ।
যো ন স্যাদপি গোচরে নয়নয়োর্নির্দিষ্টমেতং জনং
সম্প্রত্যেতি পদে পদে ব্যবহিতং মামন্তিকেঽপিপ্রিয়া ॥৩২

রাধা। পুনঃ সত্বরং পরিক্রামতি ॥ ৩৩ ॥

এতামদধিকরণীভূতা দিশঃ। অন্তিকে নিকটে স্থিতমপি মাং ব্যবহিতং জানাতি। প্রিয়া রাধা ॥ ৩২ ॥

শরীরে গমন করিব ? (এই বলিয়া) দুই তিন পদ গমন পূর্ব্বক গ্রীবা বক্র করিয়া দেখিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণ। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া স্বগত) অহো! এই মৃগাক্ষীর ভয় ও মদন উভয়ই বলবান্ রহিয়াছে। আহা! ইনি দুই তিন পদ অতিবেগে যাইতেছেন, দুই তিন পদ আবার অতি ধীরে ধীরে চলিতেছেন, ভয় বশতঃ ইহাঁর অঙ্গ কাঁপিতেছে, কখন বা চকিত চকিতের ন্যায় হইয়া দৃষ্টিপাত করিতেছেন, কি আশ্চর্য্য! যে কখন নয়ন-গোচর হয় নাই, তাহাকেই বা এই দেখিলাম মনে করি-তেছেন এবং আমি নিকটবর্ত্তি থাকিলেও আমাকে পদে পদে দূরবর্ত্তি বলিয়া জানিতেছেন ॥ ৩২ ॥

রাধা। পুনরায় সত্বর পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

মদ। বৎসে পশ্য পশ্য পুরতো রাধিকাং কতিচিদ্দূরে মাধবঞ্চ।

ইয়ং হি।

ন ব্যালাদপি সম্বিভেতি পুরতঃ স্থাণোর্যথা দূরতো
নোদ্বিগ্না করিগর্জ্জিতাদপি যথা কাকাবলীনিস্বনাৎ।
নৈবেয়ং তিমিরেঽপি মুহ্যতিতরাং কামং প্রকাশে যথা
তন্মন্যে বিরহেঽপি নৈব বিধুরা কান্তস্য যোগে যথা ॥৩৪॥

ললিতরাগেণ।

অভিগতগাঢ়মনোরথ-সমুচিতরতিপতি-সমরবিশেষে!

মদ। বৎসে! দেখ দেখ সম্মুখে রাধিকা এবং কতক দূরে মাধবও আসিতেছেন।

পুত্রি! এই দেখ রাধা বিষধর দেখিয়া যত ভয় না হয়, দূরবর্ত্তি স্থাণু (শাখা পল্লবরহিত শুষ্ক বৃক্ষ) দেখিয়া তত ভীতা হইতেছেন। কাকের নিস্বনে যত উদ্বিগ্না হইতেছেন, করি-গর্জনেও এত ভয় হয় না, ইনি অদ্য প্রকাশেতে যত শঙ্কিতা হইতেছেন, ঘোরান্ধকারেও এত মোহ হয় না, অতএব হে শশিমুখি! বোধ করি ইনি কান্তবিরহেও এমত কখন দুঃখিতা হন নাই, অদ্য যেমন কান্তসংযোগে ব্যথিতা হইতেছেন ॥ ৩৪ ॥

ললিতরাগ।

শশিমুখি! দেখ দেখ শ্রীরাধার কি আশ্চর্য্য মূর্ত্তি!

বিজয়পরাজয়-পরিচয়বিমুষিত-চেতসি বলদভিলাষে॥
লুলিতমনোহরদেহা। কথয়তি পরিচয়মিয়মতিনিপুণং
মৃদুপদকমললবেহা॥ ধ্রু॥
কুসুমশরাসনশরনিকরধ্বনি-মণিতমনোহরঘোষে।
গুণপরিপাটিতয়া পরিকল্পিত নখদশনক্ষতদোষে॥
গজপতিরুদ্রনরাধিপবিদিতে রসিকজনাহিততোষে
রামানন্দরায়কবিভণিতে হৃদয়ং কুরুত বিদোষে॥ ৩৫॥

মণিতং রতিকূজিতং। বিদোষে নির্দ্দোষে॥ ৩৫॥

যাহাতে জয়পরাজয়ের পরিচয় দ্বারা পরস্পরের চিত্ত অপহরণ করিতে বলবৎ অভিলাষ হয়, যাহাতে কুসুমশরাসনের শর সকলের শব্দতুল্য মণিমঞ্জীর মনোহর শব্দ করে, যাহাতে নখর ও রদন ক্ষতাদি দোষ গুণপরিপাটিরূপে কল্পিত হয়, সেই অভিমত গাঢ় মনোরথের সমুচিত রতিপতির সমর বিশেষে ইহাঁর মনোহর দেহ লুলিত (নিদ্রাকুলিত) হইয়াছে, আহা! সুকোমল পদকমলের ঈষৎ চেষ্টাতেই নিশ্চয়রূপে পরিচয় হইল। রামানন্দরায় বর্ণিত এই নির্দ্দোষ সঙ্গীত যাহা গজপতিরুদ্র নরাধিপের বিদিত ও রসিকজনের সন্তোষপ্রদ, তাহাতে মনোভিনিবেশ কর॥ ৩৫॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

ললিতরাগ।

রাধা মধুর মনোহর দেহা। নখর রদাবলী, চিহ্ন কলেবর,

মদ। তদতিভয়ে কাতরেয়ং বৎসা। তৎ উপসৃত্য সম্ভাব-
যামস্তাবদেনাং। ইতি (উপসৃত্য) বৎসে স্বাগতং
তে ॥ ৩৬ ॥

মদ। বাছা শশিমুখি! রাধা অতিশয় কাতরা হইয়াছেন,
তবে চল আমরা নিকটে গিয়া আশ্বাস দিই। (কাছে
গিয়া) বৎসে! তোমার কুশল ত? ॥ ৩৬ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

কনককমলে যেন সিন্দূররেহা ॥ জাগরি রজনী, ঝুমত বর-
মোহিনী, চলিতে চরণে মনিনূপুর বাজে। কিঙ্কিণী বলিত,
সুমোহন মণিত, মণিময় বলয় বিরাজে ॥ শিথিলিত কুন্তল,
বলিত পটাঞ্চল, পরাজয় মন্মথসমরবিশেষে। বিজয় সুনাগর,
হেরি বরনাগরী, সখীগণে কহে দীন লোচনদাসে ॥ ৩৫ ॥

ভৈরবীরাগ।

দেখ দেখ সখি, অয়ে শশিমুখি, ঐ দেখ রাই শ্যাম।
নিশি জাগরণে, বদন মলিন, তভু জিতে শত কাম ॥ ধ্রু ॥

ঢুলিয়া পড়য়ে ঘূরিয়া চাহয়ে, অলসে মুদিত আঁখি।
রতিরঙ্গরসে, সমরবিশেষে, জয়পরাজয় দেখি ॥ মনসিজ বাণ,
নখর দশন, তাহে সুঅঙ্কিত তনু। উদয় অচলে, যেন এক
কালে, প্রকাশিল শশি ভানু ॥ ভয়েতে কাতর, চলয়ে সত্বর
দেখিয়া উপজে হাস। তরুণ তরঙ্গে, মগন হইয়া, লোচন
মন উ াস ॥ ৩৬ ॥

রাধা। (সসম্ভ্রমমবলোক্য) অএ কধং এযা দেঈ সলজ্জং বন্দতে ॥ ৩৭ ॥

নেপথ্যে কলকলঃ। অব্রহ্মণ্যং অব্রহ্মণ্যং।

সর্ব্বাঃ শ্রুতিমভিনয়ন্তি ॥ ৩৮ ॥

পুনর্নেপথ্যে।

শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ খুরাঞ্চলেন চ বলাদেষ ক্ষমামুল্লিখন্

কল্পান্তস্তনয়িত্নু গর্জিতঘনধ্বানৈর্দিশো দারয়ন্

অয়ে কথমেবা দেবীতি ॥ ৩৭ ॥

অব্রহ্মণ্যমবধ্যোক্তৌ ॥ ৩৮ ॥

ক্ষমাং ভূমিং।

রাধা। (সসম্ভ্রমে অবলোকন করিয়া) অয়ে ! দেবী এখানে কি প্রকারে আসিলেন। এই বলিয়া সলজ্জে বন্দনা করিলেন ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর নেপথ্যে কোলাহল উপস্থিত। কিসের শব্দ কিসের শব্দ এই বলিয়া সকলের কর্ণ নেপথ্যের দিকে হইল ॥ ৩৮ ॥

(পুনরায় নেপথ্যে)

এমত সময়ে শৃঙ্গাগ্র ও খুরাঞ্চল দ্বারা বলপূর্ব্বক ভূমি খনন করিতে করিতে তথা প্রলয়জলদের তুল্য ভয়ঙ্কর গর্জন

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

সিন্ধুড়া রাগ।

হেন কালে বৃষাসুর, প্রবেশি গোকুলপুর, মহাসুর করে মহামার। শৃঙ্গ অগ্রে খুরাঞ্চলে, পৃথিবী খনন করে, দেখি

উল্কার্চ্চিঃপ্রতিমল্লমক্ষিযুগলং ক্রোধাদিবান্দোলয়-
ন্নেষ ব্যাপদি মজ্জয়ন্ ব্রজমভূদ্দৈবাদরিষ্টোঽগ্রতঃ ॥

সর্ব্বে। নিকুঞ্জোদরে আত্মানমপবার্য্য পশ্যন্তি ॥ ৩৯ ॥

অর্চ্চিঃ শিখা। প্রতিমল্লং সদৃশং। ব্যাপদি বিশিষ্টবিপত্তৌ ॥ ৩৯ ॥

করিতে করিতে দিক্ সকল বিদীর্ণ করত সহসা অরিষ্টাসুর অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার অগ্নিশিখা সদৃশ সকোপ নয়নদ্বয় দেখিয়া সমস্ত ব্রজজনই বিপদার্ণবে আন্দোলিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে বিব্রত হইয়া কুঞ্জাভ্যন্তরে আত্ম-সংগোপন পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

লোক করে হাহাকার ॥ প্রলয়ের মেঘ জিনি, তর্জ্জন গর্জ্জন শুনি, দশদিক্ কম্পে থর থর। প্রভাতের দিবাকর, চক্ষু দেখি লাগে ডর, নিশ্বাসে বহিয়া যায় ঝড়॥ ক্রোধেতে কম্পিত গা, ধরণী না ধরে পা, মহাবল ঘোর পরাক্রম। তনু উচ্চ গিরি-বর, ঘোরতর ভয়ঙ্কর, সমরে তিলেক নাহি শ্রম ॥ হেরি ব্রজ-বাসিগণ, অঙ্গ করি আচ্ছাদন, লুকাইল কুঞ্জের ভিতরে। হেরি হরি মৃদুহাঁসি, ব্রজবাসী আশ্বাসি, প্রবেশিল সমর ভিতরে ॥ প্রবল অসুর দুষ্ট, কৃষ্ণে হেরি হইল রুষ্ট, শৃঙ্গপাণি সাজে মারিবারে। দেখি গোপ গোপীগণ, উচ্চ করে ক্রন্দন, আশ্বাসয়ে নন্দের কুমারে ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণঃ। সাটোপমুপসর্পন্ অভয়ং ঘোষনিবাসিনাং।

সগর্ব্বং বাহুমুদ্যম্য ॥ ৪০ ॥

দৃপ্যদ্দানবশীর্ণ শৈলবলয়ক্ষৌণীমহালম্বনে

বৈরিব্যাকুলশক্রশান্তিকমথপ্রোদ্দামযূপেঽপি চ।

অস্মিন্ কৃষ্ণভুজেঽপি জাগ্রতি ভয়ং নিত্যং তদেকাশ্রয়ান্

ঘোসস্থানপি সংস্পৃশেদহহ কিং প্রাণৈর্মম ক্রীড়তি ॥

ইতি সাটোপং পরিক্রামতি ॥ ৪১ ॥

নেপথ্যে।

ভোঃ কষ্টং কষ্টং।

যাভ্যাং গিরিণামপি শৃঙ্গবন্ধং

গিরীণাং শৃঙ্গবন্ধং।

কৃষ্ণ। (সাটোপে নিকটাগত হইয়া কহিলেন) অহে ব্রজবাসিগণ! ভয় নাই ভয় নাই। (অনন্তর সগর্ব্বে বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া) ॥ ৪০ ॥

অহো! এই যে কৃষ্ণবাহু যাহা দর্পিত দানবকুলের বল দ্বারা ক্ষীণা সভূধরধরার আলম্বন স্বরূপ, যাহা শত্রুকুলে আকুলিত অমরাধিপের শান্তিকর, যজ্ঞের উচ্ছ্রিত যূপসদৃশ, কি আশ্চর্য্য! ইহা জাগরিত থাকিতে ইহারই একান্তাশ্রিত ব্রজজনকে স্পর্শ করিবে। হায়! এই বৃষাসুর আমার প্রাণের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল না কি? ॥

এই বলিয়া সাটোপে পাদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

নেপথ্যে।

অহে! কি কষ্ট! কি কষ্ট! পর্ব্বত সকলের উচ্চ

সোঢ়ুং স্বশক্তেন বিদারিতাস্তে।
তয়োরনেনোৎপলকোমলাঙ্গো
লক্ষ্যীকৃতো বালতনুর্মুকুন্দঃ ॥ ৪২ ॥
(বিলোক্য মদনিকা সাশ্রুং)
অদ্য ক্ষৌণি সহস্ব ভারমতুলং দেবা জয়াশা কুতঃ
শ্রীদেবি ব্রতমাচর ব্রজজনাঃ কানন্দবার্ত্তাপি বঃ।
মাতর্দেবকি কিং ভবিষ্যসি গতা নন্দাদয়ো রাধিকে
শূন্যং তে জগদদ্য জাতমধুনা হা হা হতাঃ স্মো বয়ং ॥৪৩॥

নু বিতর্কে। সোঢ়ুং অশক্তেন অনেন যাভ্যাং তে গিরয়ো বিদারিতাঃ। তয়োঃ শৃঙ্গয়োঃ। অনেন অরিষ্টেন ॥ ৪২ ॥

দেবকি যশোদে। দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতিচেতি বচনাৎ ॥ ৪৩ ॥

শৃঙ্গ দেখিয়া অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পূর্ব্বক যে অরিষ্ট স্বীয় শৃঙ্গদ্বয়ে ভূধর সকল বিদীর্ণ করিয়াছিল, সেই এই ভীষণ বিষাণ দ্বারা উৎপল কোমলাঙ্গ বালতনু মুকুন্দের প্রতি লক্ষ্য করিল। হায়! কি সর্ব্বনাশ! ॥ ৪২ ॥

(অবলোকন করিয়া অশ্রু মোচন পূর্ব্বক) হে ধরণি! অদ্য তোমাকে অতুল ভার সহ্য করিতে হইল। দেবগণ! তোমাদেরই বা আর জয়াশা কোথায়? হে লক্ষ্মীদেবি! তুমি অদ্যাবধি ব্রত ধারণ কর? অহে ব্রজবাসিগণ! অদ্য হইতে তোমাদেরই বা আনন্দের কথা কি! হে মাতর্যশোদে! তোমার আজ্ কি হইবে? নন্দাদি গোপগণ! তোমরা

রাধা। (শ্রুতিমভিনীয় সাতঙ্কং) হদ্ধি মহ মন্দভাইণীএ
এআরিসং দুদ্দেব্ব বিলসিদং জাদং ॥ ৪৪ ॥

শশি। সখি সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি এষ খলু মুকুন্দঃ ॥ ৪৫ ॥

নেপথ্যে।

যত্রোন্মীলতি মীলিতং ত্রিভুবনং যত্রোন্নমত্যানতং
যস্মিন্ ভ্রাম্যতি ন ভ্রমন্তি বিয়তি প্রায়েণ বাতা অপি।
ক্ষিপ্ত্বা কন্দুকলীলয়া তমধুনা বৃন্দাবনাদ্দূরতো
হত্বারিষ্টমরিষ্টমেতদকরোৎ শ্রীমান্ মুকুন্দো জগৎ ॥ ৪৬ ॥

হা ধিক্ মম মন্দভাগিন্যা এতাদৃশং দুর্দ্দৈববিলসিতং জাতং ॥ ৪৪ ॥

যত্র যস্মিন্ অরিষ্টে প্রকাশমানে সতি ত্রিভুবনং প্রকাশরহিতং। রিষ্টং
ক্ষেমশুভাভাবেষ্বরিষ্টেতু শুভাশুভে ইত্যমরঃ ॥ ৪৬ ॥

যে একেবারেই গেলে ? হে রাধে ! তোমার দশায় কি
হইবে ? তোমার সম্বন্ধে যে অদ্যাবধি জগৎ শূন্য হইল ?
হায় ! অদ্য যে আমরা সকলেই হত হইলাম ? ॥ ৪৩ ॥

রাধা। (কর্ণ পাতিয়া সাতঙ্কে কহিলেন) হা ধিক্ ! এ মন্দ
ভাগিনীর এতাদৃশ দুর্দ্দৈববিপাক উপস্থিত হইল ? ॥ ৪৪॥

শশি। সখি ! স্থির হও, ইনি নিশ্চয় মুকুন্দ ॥ ৪৫ ॥

নেপথ্যে। যে দুষ্ট একবার নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিলে
ত্রিভুবন নিমীলিত হয়, একবার উন্নত হইলে ত্রিজগৎ নত
হইয়া পড়ে, একবার ভ্রমণ করিলে আকাশে প্রায় বায়ুও
পরিভ্রমণ করে না, এক্ষণে শ্রীমান্ মধুরিপু সেই দুষ্ট অরি-

(ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ)

সর্ব্বাঃ। সস্পৃহমালোকয়ন্তি ॥ ৪৭ ॥

মদ। অহো রামণীয়কং জয়শ্রীভূষণস্য বৎসস্য।

তথাহি।

কিশ্রস্তালকবল্লরীপরিমিলৎসেদোদবিন্দূৎকর-

ভ্যালিপ্তালিকচন্দনঃ ক্রমগলৎ কেকিচ্ছদোত্তংসকঃ।

পাদক্ষেপসমুচ্ছলৎ ক্ষিতিরজো রম্যাঙ্গরাগশ্চিরা-

দানন্দং বিতনোত্যয়ং নয়নয়োরাবির্ভবন্মাধবঃ ॥ ৪৮ ॥

অলিকং ললাটং ॥ ৪৮ ॥

ষ্টের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক কন্দুকক্রীড়ার ন্যায় বৃন্দাবন প্রদেশ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া জগৎকে নিরুপদ্রব করিলেন ॥৪৬

(অনন্তর হৃষ্টচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

সকল লোক সতৃষ্ণ নেত্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥

মদ। অহো! জয়শ্রী ভূষিত বৎসের কি রমণীয়তা।

তথাহি।

আহা! বাছার চূর্ণকুন্তল গুলি স্খলিত হইয়া ঘর্ম্মাম্বুর সহিত মিলিত হইয়া পড়িয়াছে, নিরন্তর শ্রমবারির বিন্দুপাতে ললাটের চন্দন লিপ্ত হইয়া গিয়াছে, ময়ূরপুচ্ছের চূড়া ক্রমে ক্রমে খসিয়া পরিতেছে এবং বহুক্ষণ যাবৎ পাদবিক্ষেপ করাতে ধূলি সকল উত্থিত হইয়া অঙ্গের রমণীয় শোভা বিস্তার করিতেছে। কি আশ্চর্য্য! মাধব যে এইরূপে আবির্ভূত হইয়া আমার নেত্রদ্বয়ের আনন্দ বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

(উপসৃত্য) দিষ্ট্যা দৃষ্টোঽসি বৎস জয়শ্রীস্বয়ম্বরা-
লিঙ্গতঃ ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণঃ। দৃষ্ট্বা সহর্ষং) দেবি স্বাগতং তে ॥ ৫০ ॥

মদ। স্বাগতমধুনা বৎসেন জয়শ্রীভূষণেন দৃষ্টেন।
তদ্বৎস ক্ষণমিহ বকুলপাদপোপবীথ্যাং বিশ্রাম্যতাং ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণঃ। যদভিরুচিতং দেব্যা ইত্যুপবিশতি ॥ ৫২ ॥

মদ। সস্নেহমঙ্গং স্পৃশতি বৎস কৃতদুষ্করকর্ম্মণঃ।
কিমপি পারিতোষিকং দিৎসামি ॥ ৫৩ ॥

দিৎসামি দাতুমিচ্ছামি ॥ ৫৩ ॥

(নিকটে গিয়া) বাছা! ভাগ্যক্রমে তোমাকে স্বয়ম্বরা জয়লক্ষ্মীর সহিত আলিঙ্গিত দেখিলাম ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণ। (মদনিকাকে দেখিয়া সহর্ষে) দেবি! আসুন আসুন, কুশল ত? ॥ ৫০ ॥

মদ। বাছা! সম্প্রতি তোমাকে জয়শ্রী ভূষিত দেখিয়াই আমার মঙ্গল, অতএব বৎস! কিয়ৎক্ষণ এই বকুলতরু-তলে বিশ্রাম কর ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণ। দেবি! আপনার যাহা অভিরুচি, এই বলিয়া মুকুন্দ বকুলপাদপতলে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৫২ ॥

মদ! (সস্নেহে হস্ত দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গ মার্জ্জন করিতে করিতে) বাছা! তুমি অতিশয় দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছ, অতএব তোমাকে কিছু পারিতোষিক দিতে ইচ্ছা করি ॥ ৫৩ ॥

কৃষ্ণঃ। যদভিরুচিতং দেব্যৈ ॥ ৫৪ ॥

মদ। (নিষ্ক্রম্য রাধামাদায় প্রবিশ্য) বৎস।

নবাভিসঙ্গবিধুরাং ত্রাসোন্মীলিতলোচনাং।

মধুরালোকনেনৈনাং সম্ভাবয় চিরাদিব ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণঃ। সস্পৃহমালোকয়তি ॥ ৫৬ ॥

মদ। বৎসে।

ক্রূড়সঙ্গরপরিশ্রমোল্লসৎস্বেদবিন্দুনিকরৈঃ করম্বিতং।

অঞ্চলেন নিজবাসসঃ প্রিয়ং বীজয় প্রিয়গিরাভিনন্দ্য চ ॥ ৫৭

রাধা। সস্পৃহং বীজয়তি ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণ। আপনার যাহা ইচ্ছা ॥ ৫৪ ॥

মদ। (শীঘ্র প্রস্থান পূর্ব্বক শ্রীরাধাকে লইয়া আসিয়া কহিলেন) বৎস! এই শ্রীরাধাকে তোমায় পারিতোষিক দিলাম, ইনি নবসঙ্গম ভয়ে ব্যথিতা হইয়াছেন, ভয়হেতু ইহাঁর লোচনদ্বয় মুকুলিত হইয়াছে, অতএব মধুরাবলোকন দ্বারা চিরকালের নিমিত্ত ইহাঁকে সন্তুষ্টা কর ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণ। সতৃষ্ণনেত্রে অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥

মদ! বৎসে! ক্রূর অসুরের সহিত সংগ্রাম করাতে, শ্রমহেতু তোমার এই প্রিয়তমের অঙ্গ হইতে স্বেদবিন্দু ক্ষরিত হইতেছে, অতএব প্রিয়সম্ভাষা দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া স্বীয় বসনাঞ্চল দ্বারা অঙ্গে বীজন কর ॥ ৫৭ ॥

রাধা। সাদরে বীজন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮ ॥

মদ। ইতঃপরং কিন্তে প্রিয়ং সম্পাদয়ামি ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণঃ। দেবি ইতঃপরং কিমপি প্রিয়মস্তি।

পঞ্চেষোর্বিশিখাবলীভিরভিতো নিস্তক্ষ্যমাণেন চে-
দানন্দৈকনিদানমেণনয়না প্রাপ্তা প্রসাদাত্তব।
ভূয়ঃ সেয়মলম্ভি কাচন দৃশোঃ পীযূষধারা ময়া
কিম্বাতঃ পরমস্তি দেবি ভুবনে কিঞ্চিৎ প্রিয়ং মাদৃশাং ॥৬০

মঙ্গলগুজ্জরীরাগেণ।

পরিণত-শারদশশধরবদনা।
মিলিতা পাণিতলে গুরুমদনা ॥

মদ। বৎস কৃষ্ণ! বল ইহার পর আর তোমার কি প্রিয় সম্পাদন করিব? ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণ। দেবি! ইহার পর আরও কি প্রিয় আছে? পঞ্চশরের শর সমূহে আমার এই তনু সর্ব্বতোভাবে ক্ষীণ হইতেছিল, এমত সময়ে যদি আনন্দের এক নিদান স্বরূপা মৃগনয়নাকে আনয়ন করিলেন এবং আপনার প্রসাদাৎ পুনরায় যদি আমার চক্ষুর অমৃতধারা লাভ হইল, তবে এই ত্রিভুবন মধ্যে মাদৃশজনের আর কি কিছু প্রিয় অবশিষ্ট রহিল! ॥ ৬০ ॥

সামগুজ্জরী রাগ।

দেবি! যদি এই অকলঙ্ক শারদশশাঙ্কবদনা গুরুতর মদনে প্রমুদিতা হইয়া আমার করতলে আসিয়া মিলিতা হই-

দেবি কিমিহ পরমস্তি মদিষ্টং।
বহুতর সুকৃত ফলিতমনুদিষ্টং ॥ ধ্রু ॥
পিকবিধুমধু-মধুপাবলি চরিতং।
রময়তি মামধুনা সুখভরিতং ॥
প্রণয়তু রুদ্র নৃপে সুখমমৃতং।
রামানন্দভণিত হরিরমিতং ॥ ৬১ ॥

অন্থ লক্ষীকৃত্য ॥ ৬১ ॥

লন, তবে অতঃপর আর কি অভীষ্ট রহিল। বোধ হয় সৌভাগ্যবশতঃ আমার পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যসকল ফলিত হই-য়াছে, অতএব এক্ষণে কোকিলকলরুত, শারদশশধর, বসন্ত ও মধুকর প্রভৃতি নিরতিশয় সুখ বিস্তার করুক। রামানন্দরায় কবিভণিত অমৃতময় এই হরিবিহার রুদ্র নরাধিপের সুখ বর্দ্ধন নিমিত্ত হউক ॥ ৬১ ॥

লোচনদাস ঠাকুরের গীত।

গুজ্জরী রাগেণ।

নির্ম্মল-শারদ-শশধরবদনী। বিদলিত-কাঞ্চননিন্দিতবরণী ॥ধ্রু পিকরুতগঞ্জিত সুমধুর বচনা। মোহনকৃতকরি শত শত মদনা ॥ দেবি শৃণু বচনং মম সারং। কিল গুণধাম মিলিত মনুবারং ॥ চিরদিন বাঞ্ছিত যদিহ মদিষ্টং। তব কৃপয়াপি ফলিতমনোঽভীষ্টং ॥ ইদমনু কিং মম যাচিতমস্তি। নিখিল-চরাচরে প্রিয়মপি নাস্তি ॥ প্রণয়তু রসিকহৃদয়সুখমমিতং। লোচনমোহন মাধবচরিতং ॥ ৬১ ॥

তথাপীদমস্তু।

শ্রদ্ধাবদ্ধমতির্মম প্রতিদিনং গোপাললীলস্থ যঃ
সংসেবেত রহস্যমেতদতুলং লীলামৃতং লোলধীঃ।
তস্মিন্ মদ্গতমানসে কিল কৃপা দৃষ্ট্যা ভবত্যা সদা
ভাব্যং যেন নিজেপ্সিতাং ব্রজবনে সিদ্ধিং সমাপ্নোতিসঃ ॥৬২॥

মদ। তথাস্তু ॥ ৬৩ ॥

ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে ॥ ৬৪ ॥

॥ * ॥ ইতি রাধাসঙ্গমো নাম পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামানন্দরায়বিরচিতং শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকং সমাপ্তং ॥ * ॥

লোলধীঃ সতৃষ্ণবুদ্ধিঃ। লোলশ্চলসতৃষ্ণয়োরিত্যমরঃ। যেন কৃপাদৃষ্টেন ॥৬২॥

দেবি! যদিচ আমার এইরূপ প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন হইল, তথাপি আপনি ইহাই করিবেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গোপাললীলাবলম্বি আমার এই অতুল রহস্য সতৃষ্ণ অন্তঃকরণে সেবা করিবে, সেই মদ্গত চিত্ত ব্যক্তির প্রতি সর্ব্বদা এই কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করুন, যেন তাহার এই বৃন্দা-বনে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় ॥ ৬২ ॥

মদ। তথাস্তু ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর সকলের প্রস্থান ॥ ৬৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামানন্দরায় বিরচিত জগন্নাথবল্লভ-নাটকে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃতানুবাদে রাধাসঙ্গম নাম পঞ্চম অঙ্ক ॥ * ॥ ১৩২৯ সাল ভাদ্রে।

সম্পূর্ণ।